২০ অক্টোবর ২০১৬, ৫ কার্তিক ১৪২৩, ১৯ মহররম ১৪৩৮, বর্ষ ৩ **বৃহস্পতিবার** সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

প্রথম আলো

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য চাকরির খোঁজ দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

www.prothom-alo.com Thursday, 13 October 2016, 5 Kartik 1423, 19 Moharram 1438, Year 3, Issue 2, Page 16, Price- Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

আমিরের সঙ্গে মিশাল

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানির সঙ্গে ১৭ অক্টোবর আমিরি দেওয়ানিতে সাক্ষাৎ করেন ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনের (হামাস) প্রধান খালেদ মিশাল। এ সময় আমিরি দেওয়ানিতে হামাস নেতাকে স্বাগত জানান আমির। ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি কাতার সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য খালেদ মিশাল আমিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ফিলিস্তিনি জনগণ বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি দখলদারির বিরুদ্ধে সব সময় ফিলিস্তিনের পাশে থাকার বিষয়ে আবারও দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন আমির ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

ইউএইর শ্রমবাজার আবার চালু হচ্ছে?

আট সদস্যের প্রতিনিধিদলের ঢাকা সফর

শরিফুল হাসান ●

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) শ্রমবাজার আবার চালুর আশা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রমবাজারের এই দেশের শ্রম মন্ত্রণালয়ের আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বাংলাদেশ ঘুরে গেছে। এরপরই সরকার ইতিবাচক ফলের আশা করছে। সরকারি সূত্র বলছে, সাধারণ শ্রমিকদের পাশাপাশি চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ পেশাজীবী নিতে চায় দেশটি। দীর্ঘ চার বছর ধরে বাংলাদেশের জন্য ইউএইর শ্রমবাজার বন্ধ।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় অভিবাসী কর্মী গ্রহণ ও প্রেরণকারী দেশগুলোর এক সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে ইউএইর বাজার ফের চালু করতে ওই দেশের শ্রমমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলাম।

এরই ধারাবাহিকতায় ইউএইর শ্রম মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী বিভাগের প্রধান অতিরিক্ত সচিব ওমর আবদুর রহমান আলনায়েমির নেতৃত্বে আট সদস্যের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল ১৫ অক্টোবর রাতে ঢাকায় আসে। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন এসকেন্দার হান্না, আহমেদ ইউসুফ আহমেদ, সাইদ আহমেদ মোহাম্মদ, তৌফিক জিব মাহমুদ, ওয়াফা আলী সালেহ, মরিয়ম আবদুর রহমান আলহামাদি ও আলেক্সি জালামি।

প্রতিনিধিদলটি ১৬ অক্টোবর প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে। সেখান থেকে তারা কাকরাইলে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএইমইটি) কার্যালয়ে যায়। সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নানা বিষয় তুলে ধরা হয়। বিকেলে প্রতিনিধিদলটি মিরপুরের দুটি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র ঘুরে দেখে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

গাড়িতে শিশুর সামনে চালকের ধূমপান নয়

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী গাড়িতে শিশু থাকলে এবং তার সামনে ধূমপান করলে গাড়িচালককে আর্থিক জরিমানা গুনতে হবে। সম্প্রতি কাতারের আমির নতুন এই আইনে স্বাক্ষর করেছেন।

নতুন এই আইন অনুযায়ী, শিশুদের পরিবহনকারী গাড়িতে চালক ধূমপান করলে তিন হাজার কাতার রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। বেশ কয়েক বছর ধরেই কাতারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন রয়েছে। বিশেষ করে কাতারের তরুণসমাজকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করতে এই আইন অনুযায়ী নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন কাতারে ১৮ বছরের কম বয়সী কিশোরদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা সম্পূর্ণ অবৈধ। কোনো দোকানি যদি ১৮

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বৃহস্পতিবার, ২০ অক্টোবর ২০১৬ ■ Prothom Alo Weekly Gulf Edition, Thursday, 20 October 2016, Page: 2

অভিবাসীদের স্বার্থরক্ষায় কাতার সরকার আন্তরিক

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হবে অভিবাসীদের বহুল প্রতীক্ষিত কাফালার বদলি নতুন শ্রম আইন। বিদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থান ও কাতার আসার বিষয়ে এই আইনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম চালু করা হচ্ছে। কাতারের শ্রম কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে নতুন এই আইন ও এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে।

সচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে দাফনায় শ্রম মন্ত্রণালয় ভবনের ৫২ তলায় এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসী কমিউনিটির প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন।

সভায় বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ প্রবাসী নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কাতার শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নতুন আইন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তাঁরা বলেন, কাতারে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাতার অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর থেকে বিদেশি অভিবাসীদের প্রবেশ, বহির্গমন ও অবস্থান-সম্পর্কিত নতুন এই আইন কার্যকর করা হবে। কাতার কর্তৃপক্ষ সব শ্রেণি-পেশার অভিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন ও সার্বিক সেবায় আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

সভায় নতুন আইন কার্যকর হলে বহির্গমনের ছাড়পত্র (এক্সিট পারমিট), শ্রমিকদের চুক্তিপত্র, কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বিধিবিধান তুলে ধরা হয়। পরে বিভিন্ন কমিউনিটির নেতারা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। দুপুর বারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা এই সভার কার্যক্রম চলে।

নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমি আমার বক্তৃতায় এ আইনটি সম্পর্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্বস্তরের প্রবাসীকে জানাতে বড় আকারে সেমিনার ও অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা বলেছি। এ ব্যাপারে তারা আমাদের অনুমতিসহ সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।'

মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম মধ্যপ্রাচ্যে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয়েছে ৮৯তম ইউসিআই রোড ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৬। এই টুর্নামেন্টে সারা বিশ্ব থেকে ১ হাজার ৬০০ সাইক্লিস্ট অংশ নিচ্ছেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সাইক্লিস্টরা রাস্তায় নিজেদের সেরাটা ঢেলে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে চলছেন। ১৬ অক্টোবর রাজধানী দোহায় তোলা ছবি ● এএফপি

ট্যাক্সিচালকদের প্রতারণা ব্যবস্থা নিচ্ছে কারওয়া

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে যাত্রীসেবাদাতা কোম্পানি ও ট্যাক্সিক্যাবের সংখ্যা যতই বাড়ছে, ততই যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অভিযোগের ফিরিস্তি। ট্যাক্সিচালকদের নানা ছলচাতুরীর কাছে অসহায় কাতারের নাগরিকসহ অভিবাসীরা। মিটারে যেতে রাজি না হওয়া থেকে শুরু করে নানা ধরনের অভিযোগ রয়েছে চালকদের বিরুদ্ধে। মিটার চলাকালে দিনের বেলা রাতের ভাড়ার দরও কার্যকর করে রাখার মতো যান্ত্রিক প্রতারণা করছেন অনেক চালক।

শুধু যাত্রীদের সঙ্গে নয়, ট্যাক্সিক্যাবচালকেরা নানা ঝামেলায় জড়াচ্ছেন কোম্পানির সঙ্গেও। বেতন-ভাতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে চাকরি ছেড়েছেন চালকেরা। এসব বিষয় নিয়ে কাতারের আদালতে মামলাও চলছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে কিছুটা অস্থির সময় যাচ্ছে কাতারের ট্যাক্সিক্যাব খাতে। অনেক শহরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েও ট্যাক্সিক্যাব পাচ্ছেন না যাত্রীরা।

অসংখ্য অভিযোগ পাওয়ার পর এবার নড়েচড়ে বসেছে কাতারের যাত্রীসেবা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কারওয়া। কারওয়ার নিজস্ব ট্যাক্সিবহর রয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারি ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানিগুলোও কারওয়ার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি এক বিবৃতিতে কারওয়া কর্তৃপক্ষ কাতারের গ্রাহক ও যাত্রীদের উদ্দেশে বলেছে, শিগগিরই কাতারের পুরো ট্যাক্সিক্যাব খাতকে ঢেলে সাজানো হবে। প্রতিটি ট্যাক্সিতে সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক মিটার বসানো হবে, যাতে কোনোভাবেই কেউ ভাড়া নিয়ে ছলচাতুরী করার সুযোগ না পায়। বরং প্রত্যেকটি ট্যাক্সিতে স্থাপিত মিটার কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখা হবে।

ছয় মাসের মধ্যে ট্যাক্সিক্যাবের মিটার আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার কাজ শেষ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কারওয়া কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে যাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, তাঁরা ভাড়া পরিশোধ করার সময় যেন চালকের কাছ থেকে বিল সংগ্রহ করেন। ওই বিলে গাড়িতে চড়ার সময়, ভাড়া এবং অন্যান্য তথ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। ট্যাক্সির মিটারে কোনো গলদ থাকলে তা বিলে ধরা পড়বে।

কারওয়া কর্তৃপক্ষ বলছে, ট্যাক্সিক্যাবে যাত্রীদের সর্বাধুনিক সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আরও বহুমুখী উদ্যোগ শিগগিরই বাস্তবায়ন করা হবে। ইতিমধ্যে ৮০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। পাশাপাশি এ খাতকে আরও আধুনিক করতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদের সুপারিশ বাস্তবায়নে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাতার সরকারের ক্ষমা ঘোষণা

অবৈধ প্রবাসীদের সচেতন করতে জালালাবাদের সভা

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জনসচেতনতামূলক সেমিনারের মঞ্চে অতিথিরা ● প্রথম আলো

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে অবৈধভাবে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কাতার শাখা। সম্প্রতি নাজমা এলাকার রমনা রেস্তোরাঁয় ওই সভার আয়োজন করা হয়।

মালেক আহমদের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি নজরুল ইসলাম। শুরুতে পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিলাওয়াত করেন মুজাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কাতার সরকারের ঘোষিত এই সাধারণ ক্ষমা অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশিসহ অন্যান্য দেশের কর্মীদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। এটাকে কাজে লাগিয়ে অবৈধভাবে বসবাসকারীরা কোনো জরিমানা ও শাস্তি ছাড়াই দেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি কোনো আইনি বা অপরাধজনিত নিষেধাজ্ঞা না থাকলে তাঁরা পরে আবার কাতারে আসার সুযোগ পাবেন। কাজেই এ সুযোগ গ্রহণ করে অবৈধ হয়ে থাকা প্রবাসীরা দেশে ফেরত গেলে তাতে সবার মঙ্গল হবে।

বক্তারা কাতারে বসবাসকালে এ দেশের আইনকানুন সম্পর্কে সচেতন থাকা ও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় যাত্রীরা কোনো ওষুধ আনলে সঙ্গে যেন অবশ্যই চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র থাকে, সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ কাতারের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন সৈয়দ আনা মিয়া, এনামুজ্জামান, শরিফুল হক, সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, পেয়ার মোহাম্মদ, আবিদুর রহমান, ফারুক হোসেন, আবু তাহের, কফিল উদ্দীন, আলাউদ্দীন আহমেদ, আবু ছায়েদ, শামসউদ্দীন মণ্ডল, আবদুর রহমান, হাছিবুর রহমান, আহমেদ জাহেদ, আবদুল ওয়াদুদ, সিরাজুল ইসলাম, মান্না আহমেদ জাগীরদার, খছরু মিয়া, জুবের খান, রহমত আলী প্রমুখ।

সেলডম ট্রেডিংয়ের কার্যালয় উদ্বোধন

কাতারে দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে বাংলাদেশিদের ব্যবসা-বাণিজ্য। বিশেষ করে নির্মাণ খাতে এখন অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্যিক অফিস চালু করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ অক্টোবর রাতে নাজমায় উদ্বোধন করা হয়েছে সেলডম ট্রেডিং অ্যান্ড কন্ট্রাক্টিংয়ের অফিস। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী কাজী মইনুল কিবরিয়া।

মইনুল কিবরিয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, এই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালুর মাধ্যমে কাতারে বাংলাদেশি কর্মী ও শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হবে।

কাতারে এখন বিভিন্ন খাতে কাজ চলছে। এর মধ্যে নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ, ইলেকট্রিকসহ বিভিন্ন ধরনের কাজে সেলডম ট্রেডিং অংশ নেবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেলডম ট্রেডিংয়ের কর্ণধার কাতারি নাগরিক ইসা সাইদ খলিফা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি কাতার শাখার চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন। অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মো. নাসির উদ্দীন, শাহাদাৎ হোসেন, এম এ বাকের, হারুন, মিজানুর রহমান প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি।

দীপাবলি উৎসবে মালাবারের ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা জেতার সুযোগ

চলতি বছরের দীপাবলি উৎসবে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড নিয়ে এল সোনা, হীরা এবং দামি রত্নের চোখ ধাঁধানো গয়নার সমাহার। এ উৎসব উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ অফার।

জিসিসি ও দূরপ্রাচ্যের সব দোকানে মিলবে এই অফার। এবারের অফারের প্রধান আকর্ষণ, যেকোনো স্বর্ণের অলংকার কিনলে থাকছে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা জেতার সুযোগ। দীপাবলি উৎসবকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করতে থাকছে সোনা, হীরা ও দামি রত্নের চোখ ধাঁধানো গয়নার বিশাল সমাহার।

এ ছাড়া কাতারে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের সব শোরুমে থাকছে বিশেষ অফার। এর মধ্যে রয়েছে মাত্র ২ হাজার ৫০০ কাতারি রিয়াল সমমূল্যের স্বর্ণের অলংকার কিনলেই মিলবে একটি 'স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইন' কুপন। আর প্রতি কুপনেই থাকছে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা জেতার সুবর্ণ সুযোগ। ৫ হাজার কাতারি রিয়াল সমমূল্যের হিরের অলংকার কিনলেই ক্রেতা পাবেন দুই গ্রাম ওজনের স্বর্ণমুদ্রা একদম ফ্রি। ৩ হাজার কাতারি রিয়াল সমমূল্যের হিরের অলংকার কিনলে ক্রেতা পাবেন এক গ্রাম ওজনের স্বর্ণমুদ্রা একদম ফ্রি। আট গ্রাম ওজনের স্বর্ণমুদ্রা তৈরিতে কোনো ফি দিতে হবে না।

জিসিসির সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের গয়নার বিনিময়ে কোনো ধরনের মূল্য কর্তন করা হবে না। ১৯ অক্টোবর থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই অফার চলবে। বিজ্ঞপ্তি

পণ্যের গায়ে ও চালানে আরবি লেখা থাকতে হবে

কাতার প্রতিনিধি

অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি সব ধরনের চালান, সেবা তালিকা, পণ্যের লেবেল ও কোনো পণ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকি-সম্পর্কিত সতর্কবাণী প্রধান ভাষা হিসেবে আরবি ব্যবহার করতে সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছে। অন্যদিকে হোটেল, শপিং মল, গাড়ির শোরুম, রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রসহ অন্যান্য দোকানে অভ্যর্থনা ডেস্কে অন্তত একজন আরবিভাষী কর্মী নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভোক্তারা শপিং মল ও কলসেন্টার, কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারগুলোতে অভিযোগ ও অনুসন্ধান-প্রক্রিয়া এবং বিক্রয়োত্তর সেবার জন্য একজন আরবি ভাষাভাষী সেবাদানকারীর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে তাদের বিল, সেবাতালিকা, পণ্যের লেবেল এবং গ্রাহকসেবা-কলসেন্টার সেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরবি ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার তথ্য, চালান এবং গ্রাহকসেবার ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। মূলত বিদেশি ভাষার এই অপব্যবহার রোধ করতেই মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিয়েছে।'

মন্ত্রণালয় জানায়, আরবির বদলে অন্য ভাষার ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সম্পর্কে স্বচ্ছতা এবং পরিষেবা-সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য জানতে গ্রাহকদের অসুবিধা হয়। আর তাই ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৮ এর ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আইনের ধারা (৭), (৮) ও (১১) অনুযায়ী সরবরাহকারীদের প্রতি পণ্যের লেবেল, প্যাকেজিং এবং ভোক্তা চালানে তাদের মূল্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে যেসব স্থানে অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে সেখানে আরবি ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক। যেমন: বিউটি সেলুন, হোটেল, রক্ষণাবেক্ষণকেন্দ্র, ভ্রমণ ও পর্যটন সংস্থার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যর্থনা ডেস্কে অন্তত একজন আরবিভাষী কর্মচারীকে নিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া তাদের পণ্যের লেবেল এবং বিজ্ঞাপনে সেবার তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিদেশির সঙ্গে আরবি ভাষা ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্রাহকদের তাঁদের সেবার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে কমপক্ষে একজন আরবিভাষী কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া গ্রাহকদের সেবা তথ্য প্রদান, সেবা বা পণ্যের সুবিধা-অসুবিধা, দামসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানানোর জন্য অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আরবি ভাষার ব্যবহারও করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পণ্য বা সেবা, লেনদেন, চুক্তি ও গ্যারান্টি বিবরণীতেও আরবি ভাষা ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চালানে আরবি ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

সাংস্কৃতিক নানা পরিবেশনা

কাতারের রাজধানী দোহায় সুক ওয়াকিফে আয়োজন করা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের। এতে বিভিন্ন গোত্রের সাংস্কৃতিক দল নানা পরিবেশনায় অংশ নেয়। একটি সাংস্কৃতিক দল কাতারের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন দর্শকেরা ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

স্যামসাং নোট ৭ বিক্রি নিষিদ্ধ অর্থ ফেরত নেওয়ার পরামর্শ

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ৭ মডেলের মোবাইল ফোনসেট বিক্রি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যেসব গ্রাহক এই মডেলের ফোনসেট কিনেছিলেন, তাঁদের প্রতি এটি পরিবর্তন করার আহ্বান জানিয়েছে অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে কাতার ওয়েজের উড়োজাহাজের সব ফ্লাইটে এই ফোনসেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সম্প্রতি এ বিষয়ে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে নোটিশ প্রকাশ করেছে স্যামসাং এবং কাতারের অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, যাঁরা এই মডেলের মোবাইল সেট কিনেছিলেন, তাঁরা এটি জমা দিয়ে এস ৭ এজ মডেলের হ্যান্ডসেট সংগ্রহ করতে পারেন। অথবা চাইলে এই ফোনের দামও তাঁরা ফেরত নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে গ্রাহক পাবেন ২ হাজার ৯৯৯ রিয়াল।

বিশ্ববাজারে নোট ৭ মডেলের সংস্করণটি ছাড়ার পর বিভিন্ন জায়গায় ব্যাটারিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে মোবাইল প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান স্যামসাং। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে এই মডেলটির উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

কাতার অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নোট ৭ ব্যবহারকারীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়, তাঁরা যেন মোবাইলটি বন্ধ রাখেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে এর দাম ফেরত নেন বা অন্য কোনো সেট নেন। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে প্রয়োজনে ৮০০২২৫৫ নম্বরে যোগাযোগ করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দোহায় মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবসায় যুক্ত একজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই নোট ৭ বিক্রি বন্ধ। ক্রেতারা এখন এই মডেলের মুঠোফোন সেট কিনতে আর আগ্রহী নন। আমরা যেগুলো বিক্রি করেছিলাম, সেগুলো ক্রেতাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে সেগুলো জমা দিয়ে অর্থ ফেরত নিয়ে গেছেন।

লাইসেন্স ছাড়া কিশোরদের গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামতে মানা

৫ লাখ কাতারি রিয়াল জরিমানা থেকে ৫ বছর কারাদণ্ডের প্রস্তাব

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের বেশির ভাগ নাগরিক ও অভিবাসী মনে করেন, লাইসেন্স ছাড়া সন্তানকে রাস্তায় গাড়ি চালাতে দেওয়া উচিত নয়। অনেক মা-বাবা বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। ফলে অল্পবয়সী সন্তানেরা রাস্তায় গাড়ি চালালে তাদের পাশাপাশি অন্যদের জীবনও হুমকির মুখে পড়ে।

কাতারের নাগরিক ও এ দেশে বসবাসরত অভিবাসীদের মতামত তুলে ধরে স্থানীয় আরবি দৈনিক *আররায়াহ* একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর পরিণতির জন্য তাদের মা-বাবাকেই দায়ী করা উচিত।

প্রতিবেদনে মতামতদাতাদের বেশির ভাগই ছিলেন কাতারের নাগরিক। তাঁদের মতে, বাচ্চারা মা-বাবার অজান্তে গাড়ি নিয়ে বের হলেও সন্তানের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত। আলী আলহুমাইদি নামে কাতারের একজন নাগরিক বলেন, 'এসব অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মা-বাবাকে সচেতন হতে হবে। এ ছাড়া আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টি করা হলে এ ধরনের কার্যকলাপ কমে আসবে।

আলহুমাইদি বলেন, জেনেশুনে কখনোই কোন মা-বাবা জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় চালাতে তাঁদের ১৪-১৫ বছর বয়সী সন্তানের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেন না। কারণ, এতে সমাজে বসবাসকারী অন্যরা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন। তিনি আরও বলেন, 'এ ব্যাপারে আইনকানুন থাকলেও পরিবারকেও বেশ কিছু ভূমিকা পালন করতে হবে।'

মনসুর আলআজবাহ নামে আরেক নাগরিক বলেন, বাবাকে তাঁর সন্তানের কর্মকাণ্ডের প্রতি বিশেষ সচেতন হতে হবে। কারণ, তাঁর সন্তানের যেকোনো আচরণ নিয়ন্ত্রণের দায়ভার তাঁর ওপরই বর্তায়। হতাশা প্রকাশ করে আলআজবাহ বলেন, 'দুঃখের বিষয়, কিছু কিছু বাবা বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক নন। এর ফলে তাঁদের সন্তানেরা বাড়ির গাড়ি খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারে।' আজবাহ আরও বলেন, 'এসব উঠতি বয়সের তরুণেরা তাদের সাহস ও গাড়ি চালনায় দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে থাকে। এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয় গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।'
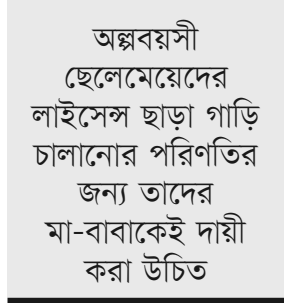
> অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর পরিণতির জন্য তাদের মা-বাবাকেই দায়ী করা উচিত

আবদুল্লাহ আলহাজিরি নামের অন্য এক নাগরিক বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক মূল্যবান জীবন হারিয়ে গেছে, যাদের অনেকের বয়স ১৮ বছরের কম ছিল। অথচ গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পেতে কোনো ব্যক্তিকে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়সী হতে হয়। এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধের দাবি জানিয়ে আহমেদ আলখালদি বলেন, 'আমার একটি খুব বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আছে। আমার ২২ বছর বয়সী ছেলেকে সড়ক দুর্ঘটনায় হারিয়েছি। আমার ছেলে ১৫ বছরের কম বয়সী একটি ছেলের গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়।'

কেন্দ্রীয় পৌর কাউন্সিলের (সিএমসি) সাবেক চেয়ারম্যান সৌদ আলহিনযাব বলেন, 'বাবা-মাকে তাঁদের সন্তানদের প্রতি এ ব্যাপারে আরও কঠোর হতে হবে এবং তাদের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের জন্য শুধু জরিমানা দিয়ে এবং তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখিয়ে বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।'

অন্যদিকে আইনজীবীদের একটি দল বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন। আইনজীবী নায়িফ আলনিমাহ বলেন, এসব কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা আসলেই কঠিন কাজ। তবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তিনি এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হিসেবে পাঁচ লাখ কাতারি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা এবং প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের প্রস্তাব করেন।

আইনজীবীরা আরও বলেন, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া সন্তানদের গাড়ি চালানোর জন্য আইনি শাস্তির ভাগ অভিভাবকদেরও গ্রহণ করা উচিত। বিনোদনের অভাবে বাচ্চারা বেপরোয়া গাড়ি চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ বিনোদনে আসক্ত হয়।

দোহায় সেন্ট্রাল মার্কেটে এখন কিংফিশের সরবরাহ বেশ বেড়েছে ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

সিটবেল্ট না বাঁধলে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হবে না

কাতার প্রতিনিধি

গাড়ির চালকেরা সিটবেল্ট না বাঁধলে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হবে না—সম্প্রতি এমন একটি নতুন নিরাপত্তাযন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। 'লাইফবেল্ট' নামের এই নিরাপত্তাযন্ত্র শিগগিরই বাজারে ছাড়া হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বাজারে এই যন্ত্রের ব্যাপক চাহিদা দেখা দেবে বলে আশা করছে যন্ত্রটির বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে মা-বাবা ও নিয়োগকারীদের কাছে যন্ত্রটি অনেক গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে।

সম্প্রতি *দ্য পেনিনসুলার* সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে আজ্যাল টেক নামের একটি আইটি কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক জায়েদ আলহামদান বলেন, 'আমরা দুই-তিন মাসের মধ্যে লাইফবেল্ট বাজারে আনার পরিকল্পনা করেছি। এ ব্যাপারে সবকিছু চূড়ান্ত করা হয়েছে।'

২০০৯ সালে রবার্ট অ্যালিসন এই সড়ক নিরাপত্তাযন্ত্র আবিষ্কার করেন। 'লাইফবেল্ট' এমন এক ধরনের ইগনিশন ইন্টারলক সিটবেল্ট, যা গাড়িতে ইনস্টলেশনের পর গাড়িচালক যতক্ষণ না বেল্ট লাগাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ির ইঞ্জিন চালু হবে না। 'লাইফবেল্ট' ডিভাইসটি ২০০৯ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত শার্ক ট্যাংকের প্রথম সিজনের দ্বিতীয় পর্বে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবার্ট অ্যালিসন সেখানে প্রথমবারের মতো ডিভাইসটি জনগণের সামনে তুলে ধরেন।

আলহামদানের মতে, মূলত মা-বাবা ও নিয়োগকারীরাই এই লাইফবেল্ট যন্ত্র বেশি কিনবেন। মা-বাবার কাছে এই যন্ত্রটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁরা মনে করেন লাইফবেল্ট তাঁদের গাড়িতে লাগানো হলে সন্তানদের মধ্যে সিটবেল্ট ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে উঠবে। অন্যদিকে কোম্পানিগুলো মনে করে, লাইফবেল্টকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন,

তাঁর কোম্পানি আইএসও সনদপ্রাপ্ত একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির উৎপাদিত লাইফবেল্ট ডিভাইস বাজারজাত করার অনুমোদন পেয়েছে। প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২০ হাজার ইউনিট লাইফবেল্ট যন্ত্র উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে।

আলহামদান বলেন, তাঁদের কোম্পানি অ্যাজাল টেক লাইফবেল্ট ডিভাইসে কিছু বিশেষ পরিবর্তন যোগ করেছে। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যদি গাড়িচালকেরা গাড়ি চালানোর সময় সিটবেল্ট ব্যবহার করেন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার প্রায় ৮০ শতাংশ কমে যায়। তিনি বলেন, লাইফবেল্ট সিটবেল্ট ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

আলহামদান বলেন, তাঁদের কোম্পানি কাতারের বিভিন্ন শিল্প ইউনিটের শ্রমিকদের বাসে লাইফবেল্ট লাগানোর ব্যাপারে আলোচনা করেছে। ওকুদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। লাইফবেল্ট ডিভাইসটি বাজারে এলে ওকুদের সব জ্বালানি স্টেশনে এটি কিনতে পাওয়া যাবে। লাইফবেল্টের দাম প্রসঙ্গে আলহামদান বলেন, এর দাম ৫৫০ কাতার রিয়াল হতে পারে।

দীপাবলিতে গয়না কিনে ১৫ কেজি স্বর্ণ জয়ের সুযোগ

কাতার প্রতিনিধি

বিশ্বজুড়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসবগুলোর মধ্যে দীপাবলি (দিওয়ালি উৎসব) নামে খ্যাত আলোক উৎসব বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে হয়ে থাকে। নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য দীপাবলি উৎসবে আলোকসজ্জা, মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালানো হয়।

এমন উৎসবে বিশ্বের জনপ্রিয় গয়না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জয়ালুকাস তার গ্রাহকদের জন্য নিয়ে আসে বিশেষ উপহার। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যে অসাধারণ সব গয়নার সমাহার নিয়ে জয়ালুকাসের দীপাবলি উৎসব উদ্‌যাপন শুরু হয়ে গেছে। বর্ণিল দীপাবলি উৎসবকে আরও রাঙিয়ে তুলতে জয়ালুকাস গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ অফার। যেকোনো ধরনের স্বর্ণ ও হিরার নির্দিষ্ট পরিমাণ গয়না কেনার ওপর জয়ালুকাসের গ্রাহকদের জন্য থাকছে ১৫ কেজি পর্যন্ত স্বর্ণ জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এ ছাড়া জয়ালুকাসের অন্যান্য আকর্ষণীয় অফারগুলোর মধ্যে রয়েছে কোনো মূল্য কর্তন ছাড়াই

পুরোনো স্বর্ণের অলংকার পরিবর্তন, মাত্র ১০ শতাংশ মূল্য পরিশোধে গ্যারান্টিসহ বাজারদরে অলংকার কেনার সুযোগ প্রভৃতি। এমনকি ২৮ অক্টোবর 'ধন ত্রয়োদশী' উৎসব উপলক্ষে যেকোনো গয়না কিনলেই একদম ফ্রি পাওয়া যাবে ৪০০ মিলিগ্রাম ওজনের স্বর্ণমুদ্রা ।

জয়ালুকাসের আকর্ষণীয় এই অফার ১৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত ও ওমানে জয়ালুকাসের সব শোরুমে এ সুযোগ পাওয়া যাবে।

জয়ালুকাস গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক জন পল আলুক্কাস বলেন, 'এই উৎসবের সময় মূলত পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দঘন মুহূর্তের পাশাপাশি উপহারসামগ্রীও ভাগাভাগি হয়। আমরা তাই জয়ালুকাস গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিই। কারণ, ক্রেতারাই আমাদের ব্যবসার প্রাণশক্তি। তাই আমরা প্রতিবছর বিভিন্ন উৎসবে ক্রেতাদের জন্য বিশেষ কিছু করার চেষ্টা করি। আমরা আশা করি, জয়ালুকাস গ্রুপের এই চোখধাঁধানো উপহারসামগ্রী ও আকর্ষণীয় অফার গ্রাহকদের উৎসব উদ্‌যাপনের আনন্দকে আলোর জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে।'

জয়ালুকাস গ্রুপ শতকোটি মার্কিন ডলার পুঁজির একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এটি বিশ্বব্যাপী ব্যবসা পরিচালনা করছে। বর্তমানে জয়ালুকাস গ্রুপ সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত, কাতার, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, লন্ডন ও ভারতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। গয়নার পাশাপাশি জয়ালুকাস গ্রুপের অর্থ স্থানান্তর প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন ও তৈরি পোশাক, বিলাসবহুল উড়োজাহাজ, শপিংমল ও ভূমি ব্যবসা রয়েছে। বিশ্বজুড়ে জয়ালুকাস গ্রুপে প্রায় সাত হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

নিষেধাজ্ঞা উঠেছে দাম কমবে কিংফিশের

প্রথম আলো ডেস্ক

কাতারে কিংফিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা ১৫ অক্টোবর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এতে করে কয়েক দিনের মধ্যেই এই মাছের দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত দুই মাস জাল দিয়ে কিংফিশ ধরা নিষিদ্ধ ছিল। এতে করে কাতারিদের অত্যন্ত পছন্দের এ মাছের দাম রাজধানী দোহার সেন্ট্রাল মার্কেটে উঠেছিল কেজিপ্রতি সর্বোচ্চ ৬৫ কাতারি রিয়ালে। কোনো কোনো বাজারে এর দাম উঠেছিল ৭৫ রিয়াল পর্যন্ত।

সেন্ট্রাল মার্কেটের একজন ব্যবসায়ী *দ্য পেনিনসুলা*কে বলেন, 'ওই নিষেধাজ্ঞার ফলে ছোট ও মাঝারি আকারের (প্রায় পাঁচ কেজি) প্রতি কেজি কিংফিশের দাম ছিল ৬৫ রিয়াল। আর বেশ বড় আকারগুলোর দাম ছিল কেজিপ্রতি ৩৫ রিয়াল। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই দরে উল্লেখযোগ্য পতন ঘটবে। কারণ, কিংফিস ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। আমি একেবারে নিশ্চিত যে এর দাম কেজিপ্রতি যথাক্রমে ২০ ও ১৮ রিয়ালে নেমে আসবে।'

বাজারের আরেক ব্যবসায়ী বলেন, নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ায় এখন কিংফিশের সরবরাহ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। ফলে হামর, সাফি ও শাহরির মতো মাছগুলোর দামও পড়ে যাবে। তিনি বলেন, মানুষের সব সময়ের পছন্দের মাছ হামরের দাম বেড়ে ছোট ও মাঝারি আকারগুলো কেজিপ্রতি ৬০ রিয়াল ছিল। আর বেশ বড়গুলো কেজিপ্রতি ৫০ রিয়াল ছিল। আর আল-শামাল এলাকার সাফি মাছ পাওয়া যাচ্ছিল কেজিপ্রতি ৪৫ রিয়ালে। অন্য এলাকার সাফি মাছের দাম ছিল কেজিপ্রতি ২৫ রিয়াল। অন্যদিকে দাম কম হওয়ায় প্রবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় শাহরি মাছ বিক্রি হয়েছে ছোট আকারের কেজিপ্রতি আট এবং বড়গুলো কেজিপ্রতি ১৩ টাকায়।

কাতারের পৌর ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মৎস্যসম্পদ বিভাগ প্রতিবছরই কিংফিশ মাছ ধরার ওপরে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে। ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। দেশের সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ এবং উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিলভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর কৃষিবিষয়ক কমিটির একটি সমন্বিত সিদ্ধান্তের প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

মূলত এই সময়ে কিংফিশ প্রজনন ঘটিয়ে থাকে। নিষেধাজ্ঞার কারণে শিকার বন্ধ থাকায় কিংফিস মাছের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞার সময়েও বড়শি ও হাত দিয়ে এই মাছ ধরার অনুমতি রয়েছে।

সূত্র: **দ্য পেনিনসুলা**

আপিলেও পার পেলেন না নারীকে উত্ত্যক্তকারী

প্রথম আলো ডেস্ক ●

টানা নয় মাস ধরে প্রতিবেশী এক নারীকে হয়রানি করছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আদালত ২০ দিনার জরিমানাও করেন। কিন্তু রায়ে খুশি হতে পারেননি তিনি। করেন আপিল। সে আপিল কোনো কাজে আসেনি। জরিমানা দিতেই হলো তাঁকে।

ঘটনাটি বাহরাইনের। ২৩ বছর বয়সী বাহরাইনি এক নারী দোষী সাব্যস্ত ওই ব্যক্তির (৫০) বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, গত বছর লোকটি তাঁর পেছনে ক্রমাগত লেগে থাকেন। শুরু করেন নিত্যনৈমিত্তিক হয়রানি। অবস্থা এমন হয় যে তিনি যাতে যেতে না পারেন সে জন্য রাস্তায় তাঁর গাড়ির সামনেও দাঁড়িয়ে পড়তেন লোকটি।

অভিযোগকারী নারী বলেন, ওই ব্যক্তি তাঁর জীবনকে একেবারে নরকে পরিণত করে ছাড়েন। বাধ্য হয়ে বিষয়টি স্বামীকে জানান। এটা শুনে স্বামী লোকটিকে ঘুষি মেরে তাঁর তিনটি দাঁত ভেঙে দেন। কৌঁসুলিদের তিনি আরও বলেন, 'তাঁর জন্য আমি আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছিলাম না। যখনই আমি কাজের জন্য বাড়ির বাইরে যেতাম, তখন তিনি পিছু লেগে হয়রানি শুরু করতেন। এমনকি যখন রাতে বাড়ি ফিরতাম, সেখানেও দেখতাম তিনি অপেক্ষায়।'

ওই নারী বলেন, 'তখন লোকটি আমাকে দেখে বলতেন, "প্রিয়া, তোমার দিনটা কেমন গেল?" আমি বলতাম, আপনি বিবাহিত। আমিও বিবাহিত। তাই আপনার লজ্জা থাকা দরকার।' নয় মাস হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'কখনোবা লোকটি আমার গাড়ি আটকে দাঁড়িয়ে বলতেন, "তোমার কি কোনো সাহায্য দরকার?" পরে আমাকে চোখ টিপ দিতেন।'

এই নারী আরও বলেন, এসব ঘটনা তাঁর স্বামীকে জানানোর পর তিনি কয়েকবার লোকটিকে বাধা দেন। কিন্তু তাতে তিনি ক্ষান্ত হননি। হয়রানি চালিয়ে যান। লোকটি আশপাশের নারীদেরও হয়রানি করতেন।

অবশ্য এসব অভিযোগ নাকচ করে বিবাদী বলেন, 'আমি কাউকে হয়রানি করিনি। আমি বিবাহিত। আমার বাচ্চা রয়েছে। আমি শুধু বন্ধুসুলভ প্রতিবেশীর আচরণই করেছি।' তিনি বলেন, 'আমি তাঁর (ওই নারীর) কোনো সাহায্য লাগবে কি না, জানতে চাইতাম। কিন্তু তিনি পাত্তা দিতেন না।'

যা হোক এ ঘটনায় অভিযোগের পর বাহরাইনের অপরাধ-সংক্রান্ত নিম্ন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২০ দিনার জরিমানা করেন। রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে তিনি আপিল করলে গত ২৮ সেপ্টেম্বর আদালত ওই রায় বহাল রাখেন।

সূত্র : **বাহরাইন নিউজ**

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে রাস্তাঘাটে। প্রায়ই বাহরাইনের সড়কে দেখা যায় যানজট ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোকাবিলায় এখনই পরিকল্পনার তাগিদ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় দেশটির সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২০৩০ সাল পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ১৪ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০৩০ সাল নাগাদ উপসাগরীয় দেশটির জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩০ লাখে উন্নীত হবে। এতে সীমিত সম্পদের ওপর ভীষণ রকমের চাপ পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কাউন্সিলররা বলছেন, এমন আশঙ্কায় সরকারি কর্মীদের উচিত, ভবিষ্যতের ভিন্ন দৃশ্যপট বিবেচনায় এনে নির্দিষ্ট গণ্ডির (ভিশন-২০৩০) বাইরে চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করা। তাই বর্ধিত বাসস্থানের চাহিদা, ব্যাপক যানজট ও অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি মাথায় রেখে তাঁদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া দরকার।

নর্দান মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বুহামুদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ভিশন ২০৩০'-এ আগামী ১৪ বছরে বাহরাইনের জনসংখ্যার সম্ভাব্য আকার বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো জাতীয় বাজেট বা বেসরকারি খাতের অধীন বাস্তবায়ন করা হবে। কিন্তু তিনি দাবি করেন, ২০৩০ সাল পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই।

মোহাম্মদ বুহামুদ বলেন, 'বছর যতই গড়াবে ততই আরও বেশি মানুষ যথাযথ শিক্ষা, উপযুক্ত চাকরি ও শোভন জীবনযাপনের ব্যবস্থা চাইবে। তাই আমরা বুঝতে পারছি না, পরবর্তী ধাপের জন্য পরিকল্পনা কেন শুরু করা হচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'হাজার হাজার সরকারি বাসা তৈরি হচ্ছে।

> ২০৩০ সাল নাগাদ উপসাগরীয় দেশটির জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩০ লাখে উন্নীত হবে। এতে সীমিত সম্পদের ওপর ভীষণ রকমের চাপ পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে

এতেই বোঝা যায় জনসংখ্যা বাড়ছে। দেশের জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৩ লাখ ৭০ হাজার (১ দশমিক ৩৭ মিলিয়ন)। বাহরাইনের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যত সংখ্যক বাসা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, তাতে বাসার জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা সবার চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে না।'

নর্দান মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আরও বলেন, গৃহায়ণ মন্ত্রণালয় কেবল নতুন সাতটি শহর নিয়ে কাজ করছে। আগামী ১৪ বছর ধরে চলবে এ কাজ। অথচ এখন যাদের বয়স মাত্র আট বছর, ওই সময় পর তাদের বয়স হবে ২৩ বছর। আর তখন তারা বিয়েশাদি করলে তাদের নতুন বাসারও দরকার হবে। কিন্তু তাদের জন্য কোনো পরিকল্পনা নেই।

বুহামুদ বলেন, 'বাসা পেতে আগ্রহী এমন যে ৬০ হাজার পরিবারের তালিকা রয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের বরাদ্দ দেওয়ার কাজটি শেষ করতে হবে, এটা আমি বুঝি। কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, প্রতিবছর হাজারো মানুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তাই এ তালিকায় নতুন পরিবারের নাম যোগ হতে থাকবে।'

মোহাম্মদ বুহামুদ বলেন, 'বর্তমানে আমাদের সড়কে পাঁচ লাখের বেশি গাড়ি রয়েছে। ১০ মিনিটের রাস্তা পেরোতে লাগছে এক ঘণ্টা। প্রতিদিন সড়কে নামছে নতুন নতুন গাড়ি। বিপুলসংখ্যক এসব গাড়ি চলার জন্য বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্ক একেবারে অপর্যাপ্ত। আবার বিদ্যুতের সাবস্টেশন ও পানি সরবরাহ যথেষ্ট নয়। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে উপচে পড়া ভিড়। স্কুলগুলো সামর্থ্যের অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করছে। নতুন প্রযুক্তি আমদানি সত্ত্বেও সব কাজ করতে পারছে না আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।'

মোহাম্মদ বুহামুদ বলেন, 'গত মাসে অনুষ্ঠিত গভর্নমেন্ট ফোরাম ২০১৬-এ বর্তমান সমস্যাগুলো উঠে এসেছে। কিন্তু ভিশন-২০৩০ বাস্তবায়ন এসব সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয়। আমাদের এখনই ২০৩১ সাল থেকে ২০৬০ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। ২০৬০ সালে বাহরাইনের অবয়ব কেমন হতে পারে, সেটা ভেবে আমরা এখনই পরিকল্পনা নিতে পারি। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এ পরিকল্পনাও পরিবর্তিত হতে পারে।'

বুহামুদ বলেন, 'তেলের দরপতনের বিষয়টি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ না করার কোনো অজুহাত হতে পারে না। পরিকল্পনার পাশাপাশি যথাযথ ব্যবস্থাপনা থাকলে আমরা টিকে থাকতে পারব এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে পারব। তা ছাড়া পরিকল্পনামাফিক যদি কাজ না-ও এগোয়, তবু অন্তত আমরা বলতে পারব, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।'

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

'ভেবেছিলাম জীবন্ত পুড়ে মরব'

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে বাস্কেটবলের কোর্ট পরিষ্কারের কাজ করছিলেন একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী। হঠাৎ করে মুখোশ পরা চার দুর্বৃত্ত সেখানে ককটেল ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ওই পরিচ্ছন্নতাকর্মী আদালতকে জানান, আগুনের লেলিহান শিখা দেখে ভেবেছিলাম, জীবন্ত পুড়ে মরব!

বাহরাইনের নুবাইদরাত এলাকায় নতুন একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে। এর কয়েক ঘণ্টা পরই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার কথা ছিল ওই কমপ্লেক্সের। দুর্বৃত্তরা সবাই বাহরাইনি। তাঁদের বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যেই। পেট্রলের ক্যান ও মলোটোভ ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাঁরা আগুন ধরিয়ে দেন। শুধু বাস্কেটবল কোর্ট নয়, নুবাইদরাত স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল কমপ্লেক্সেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গত ৯ জানুয়ারির এ ঘটনায় প্রায় ৩০২ হাজার দিনারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ওই চার দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে হাই ক্রিমিনাল কোর্টে বিচারকাজ চলছে। ৪৭ বছর বয়সী ভারতীয় ওই পরিচ্ছন্নতাকর্মী সরকারি কৌঁসুলিকে দেওয়া জবানবন্দিতে বলেন, 'বাস্কেটবল কোর্টে কাজ করছিলাম। হঠাৎ দেখি মুখোশ পরা চার যুবক এগিয়ে আসছেন। তাঁদের হাতে পেট্রলের ক্যান। তাঁরা কোর্টের মধ্যে পেট্রল ঢেলে দিয়ে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটান। মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তারা ভবনের দরজা ও দেয়ালে পেট্রল ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। আমি মনে করেছিলাম, তাঁরা আমাকে ওখানে আটকে রাখবেন। আমি জীবন্ত পুড়ে মারা যাব! কারণ, আমি তাঁদের এই কাজ দেখে ফেলেছি। ভাগ্য ভালো, আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বেরিয়ে এসে আমি পাশের পুলিশ চেকপয়েন্টে গিয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানাই। যা দেখেছি সেটা পুলিশ সদস্যদের বলি। পুলিশ সদস্যরাই ফায়ার সার্ভিসে ফোন করেন।' ওই পরিচ্ছন্নতাকর্মী বলেন, আগুনে প্রায় পুরো বাস্কেটবল কোর্ট পুড়ে গেছে। সেই কোর্ট এখনো উদ্বোধন করা সম্ভব হয়নি।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত ২০ বছরের এক তরুণ আদালতকে বলেন, তিনি মূল নাশকতায় অংশ নেননি। তিনি রাস্তায় ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল কখন রাস্তায় পুলিশ থাকে না সেটা জানালেই নাশকতার মূল কাজ করবেন অন্যরা। তিনি শুধু সেই সংকেত দিয়েছেন।

আদালত ২০ নভেম্বর পর্যন্ত এই মামলার বিচারপ্রক্রিয়া মুলতবি ঘোষণা করেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন বাহরাইন হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিওলজি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

বিশ্বের পবিত্রতম স্থান ভাবা হতো বাহরাইনকে!

প্রথম আলো ডেস্ক ●

একসময় বাহরাইনকে বিশ্বের পবিত্রতম স্থান বলে বিবেচনা করা হতো। এই অঞ্চলের মানুষ মারা গেলে নিজেকে বাহরাইনে সমাধিস্থ করতে বলত। একজন ইতিহাসবিদ এমনটাই দাবি করেছেন।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চলের মানুষ ভাবত, বাহরাইনের মাটিতে সমাধিস্থ করা হলে সে স্বর্গে চলে যাবে। বাহরাইন হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিওলজি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আবদুলাজিজ সাবাইলে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দিলমান সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল বাহরাইন। এটা ছিল পবিত্র ভূমি এবং এখানে দিলমান মন্দিরগুলো ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল বার বার মন্দির। দিলমান সম্প্রদায়ের কাছে এটা ছিল পবিত্রতম স্থান। ইসলাম ধর্মে সৌদি আরবের মক্কা যেমন পবিত্র নগরী, তেমনি দিলমানদের কাছে বাহরাইন ছিল পবিত্র ভূমি। সবাই বিশ্বাস করত বাহরাইন শাশ্বত শান্তির ভূমি। পুরো উপসাগরীয় অঞ্চল এবং মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) পর্যন্ত মানুষ এমনটাই ভাবত।

বিশ্বের মধ্যে বাহরাইনেই সবচেয়ে বড় প্রাগৈতিহাসিক সমাধিস্থল রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রায় এক লাখ ঐতিহাসিক সমাধি রয়েছে বাহরাইনে। এ আলী, সার ও হামাদ টাউন এলাকায় এসব সমাধি অবস্থিত। ধারণা করা হয়, দিলমান সভ্যতার সময় অবস্থাসম্পন্ন লোকজন জীবনের শেষ সময়গুলো বাহরাইনে এসে কাটাত। যাতে মারা যাওয়ার পর তাকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়।

আবদুলাজিজ সাবাইলে বলেন, আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল ও মেসোপটেমিয়ার ধনী লোকজন জীবনের শেষ দিনগুলো কাটানোর জন্য বাহরাইনে চলে আসত। এমন চর্চা এখনো বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের মধ্যে দেখা যায়। তারা যে যে স্থানকে পবিত্র মনে করে, জীবনের শেষ সময়গুলো সেখানে গিয়ে কাটাতে চায় এবং মৃত্যুর পর সে স্থানেই সমাধিস্থ হতে চায়।

দিলমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরব উপত্যকার পূর্ব উপকূল থেকে বাহরাইন, কুয়েত, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) উপকূলীয় অঞ্চলগুলো নিয়ে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

গত বছরের ক্যাম্পিংয়ের তাঁবু। ক্যাম্প এলাকায় গত বছর ফেলে যাওয়া ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে একটু দেরি হচ্ছে। তাই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্যাম্পিংয়ের সময় ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

দ্বিতীয় বিয়ে করতে এক নারীর এ কী কাণ্ড!

প্রথম আলো ডেস্ক ●

স্বামীর নববিবাহিত স্ত্রীর সাবেক স্বামীকে বিয়ে করার চেষ্টায় বাহরাইনের এক নারী বিবাহবিচ্ছেদের জাল কাগজপত্র দাখিল করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এই নারী তা অস্বীকার করেছেন। দাবি করেছেন, গত বছর ফেব্রুয়ারিতে তিনি আইনসম্মতভাবেই তাঁর স্বামীকে তালাক দেন।

এই নারীর (৩৩) দাবি, তাঁর 'সাবেক স্বামীর' কাছে ৫০ হাজার দিনার ফেরত চেয়েছিলেন তিনি। এ অর্থ আদায়ে আদালতে মামলাও করেন। কিন্তু 'সাবেক স্বামী' মামলা তুলে নিতে বলেন। কিন্তু সেটা তিনি করেননি। এ কারণে ওই অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

এদিকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী এই ব্যক্তি দাবি করেন, তাঁর এই প্রথম স্ত্রী দ্বিতীয় স্ত্রীর সাবেক স্বামীকে (বিডিএফ কর্মকর্তা) বিয়ে করেছেন। অথচ তাঁদের নিজেদের মধ্যে এখনো বিবাহবিচ্ছেদই হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে করার প্রতিশোধ নিতেই প্রথম স্ত্রী ওই ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করেছেন।

জাল কাগজপত্র দাখিলকারী নারী কৌঁসুলিদের বলেন, 'আমি তাঁকে (প্রথম স্বামী) ১৫ বছর আগে বিয়ে করি। আমাদের দুটি সন্তান আছে। তবে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে।' তিনি বলেন, এরপর হাই সিভিল কোর্টে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০ হাজার দিনার চুরির অভিযোগে মামলা করেন। এ মামলা তুলে নিতে তাঁকে সাবেক স্বামী হুমকি দেন। কিন্তু তিনি মামলা তুলে নেননি। এতে সাবেক স্বামী খেপে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়া কাগজপত্র তৈরির অভিযোগ করেছেন।

এই নারী আরও বলেন, 'বিবাহবিচ্ছেদের পর আমি ওই বিডিএফ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করি এবং মিসরে গিয়ে বিয়ে করি। পরে বাহরাইনে ফিরে আসি। আমি বিবাহবিচ্ছেদনামা জাল করিনি। কিন্তু আমার কাছে এর মূল কপিটি নেই।'

খবরে বলা হয়, অভিযোগকারী স্বামী নতুন স্ত্রীকে বিয়ে করে তালাক দেন এবং পরে আবারও তাঁকে বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রী এই বিবাহবিচ্ছেদনামা জাল করে তাতে দ্বিতীয় স্ত্রীর নামের স্থানে নিজ নামটি বসিয়ে দেন। এ ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার শুনানি ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

ময়লার পাহাড় পরিষ্কার হয়নি পেছাল ক্যাম্পিং মৌসুম

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনিদের পাশাপাশি প্রবাসীদের কাছে জনপ্রিয় ক্যাম্পিং মৌসুম এবার তিন সপ্তাহ পরে শুরু হবে। গত বছর ক্যাম্পিংয়ের সময় ফেলে যাওয়া ময়লার পাহাড় পরিষ্কার করা এখনো শেষ না হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সাউদার্ন প্রশাসনিক কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ময়লা-আবর্জনার পাশাপাশি ক্যাম্প এলাকায় গত বছর ফেলে যাওয়া বিভিন্ন পরিত্যক্তসামগ্রী সরাতে তাঁরা টানা কাজ করে যাচ্ছেন। এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পুরোনো আসবাব, স্থানান্তরযোগ্য গ্যাসের চুলা ও নষ্ট তাঁবু। গত বছরের অক্টোবরে শুরু হওয়া ক্যাম্প এ বছরের মার্চ মাসে শেষ হওয়ার সময় এসব সামগ্রী যত্রতত্র ফেলে চলে যান ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা।

এদিকে ক্যাম্প এলাকায় এভাবে পরিত্যক্ত জিনিসপত্র ফেলে ময়লার পাহাড় জমানো ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ এবার জামানত ফি তিন গুণ বাড়িয়েছে। গত বছর এটা ৫০ বাহরাইনি দিনার থাকলেও এবার শাখির এলাকায় প্রতিটি ক্যাম্পের জন্য দিতে হবে ১৫০ দিনার করে।

গত বছর ক্যাম্প শুরু হয়েছিল ২৩ অক্টোবর। শেষ হয় গত ৫ মার্চ। শাখির এলাকার বিভিন্ন স্থানে সেবার দুই হাজারের বেশি নিবন্ধিত ক্যাম্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

কিন্তু এ বছর এই ক্যাম্পিং মৌসুম শুরু হবে ১০ নভেম্বর থেকে। চলবে আগামী বছরের ৪ মার্চ পর্যন্ত। ক্যাম্পের জন্য নিবন্ধন শুরু হবে ২৩ অক্টোবর থেকে।

এবার ক্যাম্পিং মৌসুম শুরুর ক্ষেত্রে দেরির বিষয়ে সাউদার্ন প্রশাসনের সেবা বিভাগের প্রধান আবদুললতিফ হাজি বলেন, 'সেখানে এখনো জঞ্জালের স্তূপ জমে আছে। এলাকাটি পরিষ্কারে গত মার্চ থেকেই আমাদের দলগুলো দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ বছর আমরা ক্যাম্পিং মৌসুম কাটছাঁট করেছি। কারণ ময়লার পাহাড় সরিয়ে আমাদের জায়গাটা ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত করতে হয়।'

জামানত ফি বাড়ানো প্রসঙ্গে এই কর্মকর্তা বলেন, 'এর আগে জামানত ফি ছিল ৫০ দিনার। এই ফি জমা দিয়ে একটি স্টিকার নিতে হয়। সেটি প্রতিটি ক্যাম্পের ওপরে লাগানো বাধ্যতামূলক। এ বছর এই ফি আমরা বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করেছি। আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই, লোকজন ক্যাম্পিং শেষ হলে যেন ময়লা ও পরিত্যক্ত জিনিস এলোমেলোভাবে ফেলে রেখে না চলে যান।'

শাখির এলাকায় ক্যাম্প করতে হলে কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। যেমন আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রথমে মানচিত্রে নিজেদের পছন্দমতো জায়গা নির্বাচন করতে হবে। এরপর ক্যাম্পসংক্রান্ত বিধিতে সই করতে হয়। এরপর জামানত ফি জমা দিয়ে স্টিকার নিতে হবে।

আবদুললতিফ হাজি জানান, গত বছরের ক্যাম্পিং মৌসুমে মোট ১২১টি গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যে ছিল পাইপলাইনের কোল ঘেঁষে তাঁবু ফেলা ও ময়লা-আবর্জনায় আগুন দেওয়া। এর বাইরে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছিল ৫ হাজার ৫৮২টি। আর ১৩০টি লঘু দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

প্রতিবছর ক্যাম্পিং মৌসুমে যে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ জমে তা পরিষ্কার করতে সরকারকে প্রায় ৩ লাখ বাহরাইনি দিনার খরচ করতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বছরটি ছিল ২০১২ সাল। সেবার কর্তৃপক্ষকে ১১ হাজার টন আবর্জনা সরাতে হয়েছিল।

ক্যাম্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রতিবছরের মতো এবারও পৃথক তিনটি জোন রাখা হবে। একটি জোন থাকবে কেবলই পরিবারগুলোর জন্য। কর্মকর্তা আবদুললতিফ হাজি বলেন, 'আমি ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রতি অনুরোধ করব তাঁরা যেন আগেভাগে জায়গা দখলের চেষ্টা না করেন। ২৩ অক্টোবর নিবন্ধন শুরুর আগে সেটা করা যাবে না।'

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বাড়ির সামনে গাড়ির শেড নির্মাণের নতুন নির্দেশনা আসছে

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে বাড়ির সামনে গাড়ির শেড নির্মাণের নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। এই নিয়মের আওতায় বাড়ির বাইরে কার শেড নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এই অনুমতির জন্য বাড়ির মালিকেরা দীর্ঘদিন ধরে নগর-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দেনদরবার করে আসছিলেন।

অনেক বাড়ির মালিক গাড়ির শেড নির্মাণ করতে সড়কের জায়গা পর্যন্ত, আবার অনেকে অন্যের সম্পত্তিতে চলে যেতেন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তারা কোনো সতর্কতা নোটিশ ছাড়াই এসব শেড উচ্ছেদ করতেন।

নর্দান মিউনিসিপ্যালিটির মহাপরিচালক ইউসিফ আলী ঘাতাম বলেন, এ ধরনের অনিয়ম রোধ করার জন্য একটি নিয়মের মধ্যে আসতে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন থেকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কোনো অভিযোগ না এলে কোনো শেড উচ্ছেদ করা হবে না। যে কেউ ফোন করে শেড বৈধ কি না, তা দেখতে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তাদের ফোন করতে পারবেন। তিনি বলেন, 'আমরা নতুন নিয়ম নিয়ে এখনো কাজ করছি।' তিনি বলেন, কোনো কোনো শেড খুব চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়। এসব শেডের কারণে কারও কোনো সমস্যা হয় না, এমন শেডের ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকবে না।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বাহরাইনে অনেক বাড়ির সামনে এমন শেড দেখা যায় ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

আ.লীগের জাতীয় কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী

তাঁরা গণতন্ত্রের বানান জানেন কি না, সন্দেহ রয়েছে

প্রথম আলো ডেস্ক

ক্ষমতা জবরদখলকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, এটা জনগণের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে তাদের ক্ষমতা জবরদখলকারীদের কাছ থেকে গণতন্ত্রের নসিহত শুনতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ অক্টোবর বিকেলে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সভায় দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই বলে যাঁরা বিদেশিদের কাছে অভিযোগ করেছেন, এ দেশে তাঁদের কোনো স্থান নেই। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'বিদেশিদের কাছে অহেতুক কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। যারা যুদ্ধাপরাধীদের মদদ দেয়, জনগণকে পুড়িয়ে মারে, বিপুলসংখ্যক মানুষের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলে এবং জনগণের অর্থ ও সম্পদ লুট করে, অবশ্যই তাদের ধরা হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'তাঁরা যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকেই আমাদের গণতন্ত্রের উপদেশ শুনতে হয়। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে? আমি জানি না, বাংলাদেশের মানুষ সেই ইতিহাস ভুলে গেছে কি না।' তিনি প্রশ্ন রাখেন, 'তাঁরা গণতন্ত্রের কোন পথ রচনা করেছেন? তাঁরা বারবার অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দেশকে ধ্বংস করেছেন এবং আবারও তাই করার চেষ্টা করছেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা গণতন্ত্রের বানান ও গণতন্ত্রের সংজ্ঞা জানেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'দেশবাসীর গণতন্ত্রের শিক্ষা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তাঁরা গণতন্ত্রের জন্য অনেক লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, বিজয় এনেছেন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্র বিদ্যমান থাকায় দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং দারিদ্র্যের হার কমেছে। জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে এবং তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। গণতন্ত্র বিরাজমান থাকায় দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে; এমনকি সরকার নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারছে।

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর দল দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করেছে এবং এর ফল তারা পেয়েছে। অথচ বিএনপির আন্দোলন ছিল মানুষ পুড়িয়ে মারা ও হত্যা করা এবং মানুষের ওপর নির্যাতন চালানো। এ কারণে তারা জনগণের কোনো সমর্থন পায়নি। উপরন্তু তারা জনগণের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

আওয়ামী লীগের প্রধান ২২ ও ২৩ অক্টোবরের দলীয় কাউন্সিল সম্পর্কে বলেন, 'আমরা আশা করি, আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে দলের ঐতিহ্য বজায় রাখবে এবং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করবে।'

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সাল থেকে দীর্ঘ ৩৫ বছর দলের সভাপতি পদে তাঁর দায়িত্ব পালনের উল্লেখ করে বলেন, 'আর কত বছর আমাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে? আমি চাই আপনারা নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করুন এবং দল সুন্দরভাবে চলবে।' সূত্র: **বাসস**

বাংলাদেশ সফর শেষে ১৫ অক্টোবর চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে বিদায়ী অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ● বাসস

প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ঢাকা সফর

রাজনৈতিক যোগাযোগ বাড়াবে দুই দেশ

রাহীদ এজাজ

বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে সম্পর্ক আটকে না রেখে সেটিকে কৌশলগত পর্যায়ে নিচ্ছে ঢাকা ও বেইজিং। দুই দেশ তাদের সম্পর্ক নিবিড় করতে উচ্চপর্যায়ে রাজনৈতিক যোগাযোগ বাড়াবে। বাংলাদেশের অবকাঠামো, জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে চীন। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ঢাকা সফরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ দমন, বেল্ট ও রোড ইনিশিয়েটিভের (অঞ্চল ও পথের উদ্যোগ) মতো সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।

তবে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকেরা মনে করেন, সব মিলিয়ে এই সফর দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে বিপুল উচ্চাশা ও সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তেমনি এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ঝুঁকিও আছে। এই সফরে নেওয়া সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উন্নয়নে মৌলিক পরিবর্তনের সুযোগ আছে। তাই স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জোর দেওয়া উচিত।

এদিকে যেকোনো কৌশলগত সম্পর্কে নিরাপত্তার বিষয়টি যুক্ত থাকলেও বাংলাদেশ-চীনের 'কৌশলগত অংশীদারত্ব' শুধু দুই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে চিরাচরিত নিরাপত্তার কোনো উপাদান নেই বলে জানিয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকেরা। তবে তাঁদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।

কৌশলগত অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠায় সম্পর্কের কোন বিষয়গুলো যুক্ত, জানতে চাইলে সৈয়দ আশরাফ বলেন, 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্প-সাহিত্য—সবকিছু...নিরাপত্তা, সবকিছু জড়িত। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নয়। চীনের সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের এই অঞ্চলের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা। এটা আমাদের অগ্রাধিকার।' ১৫ অক্টোবর সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীনের প্রেসিডেন্টকে বিদায় জানানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সৈয়দ আশরাফ।

দুই দিনের সফর শেষ করে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ১৫ অক্টোবর সকালে ভারতের গোয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন। বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকা ছাড়ার আগে সকালে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সি চিন পিং।

চীনের প্রেসিডেন্টের সফরে দুই দেশের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দুই দেশের অতীতের সফরের সঙ্গে এবারের পার্থক্য হচ্ছে সম্পর্কটা শুধু ব্যবসা আর বিনিয়োগে সীমিত নেই। দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পর্কে রাজনৈতিক উপাদান যুক্ত করতে উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কৌশলগত অংশীদারত্বের মাধ্যমে দুই দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনাকে এক সুতায় গেঁথে নিতে চায় দুই দেশ। সব মিলিয়ে সম্পর্ক নতুন পথে নেওয়ার একটা পথনির্দেশনা পাওয়া যায় এসব সিদ্ধান্তে।

> চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ঢাকা সফরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ দমন, বেল্ট ও রোড ইনিশিয়েটিভের (অঞ্চল ও পথের উদ্যোগ) মতো সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ

ঢাকায় চীনের সাবেক রাষ্ট্রদূত চাই সি মনে করেন, সি চিন পিং সফরের মধ্য দিয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নের পথনির্দেশনা দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা সিনহুয়াকে তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্তরের উচ্চপর্যায়ে পারস্পরিক আস্থা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে সম্পর্ককে নতুন ধাপে নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। আর এটি যথার্থতার সঙ্গে করা হয়েছে।

চীনের প্রেসিডেন্টের সফরের মূল্যায়ন জানতে চাইলে সরকারের উচ্চপর্যায়ের এক কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, এর চেয়ে আর কোনো ভালো সফর হতে পারে না। এই সফরে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের সুযোগ যেমন তৈরি করেছে, তেমনি তা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জও আছে। তবে এই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দুই দেশের আনুষ্ঠানিক বৈঠকটি বেশ আন্তরিক ছিল। দুই দেশ সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসের কথা বলেছে। অবধারিতভাবেই এসেছে চীনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের ঢাকা সফর ও বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চীন সফরের প্রসঙ্গ। চীনের প্রেসিডেন্টের বার্তা ছিল, তিনি বন্ধুর কাছে এসেছেন। আর বাংলাদেশের বার্তা ছিল, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাংলাদেশ-চীন বন্ধুত্ব। চীনের প্রেসিডেন্ট এ সময় দুই দেশের স্বপ্ন পূরণে একসঙ্গে যাত্রার কথাও বলেছেন। এ প্রসঙ্গে এক কর্মকর্তার মত হচ্ছে, শুধু ব্যবসা দিয়ে সম্পর্ক নিবিড় করা যায় না। সম্পর্কে গভীরতার জন্য রাজনৈতিক উপাদান জরুরি। এবারের সফরে দুই দেশ তা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির মনে করেন, চীনের প্রেসিডেন্টের সফরে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কের ভবিষ্যৎ পথরেখা তুলে ধরছে। এটা ভুলে গেলে চলবে না, এ বিষয়গুলোর সবই অঙ্গীকার। আর এই অঙ্গীকার সফল বাস্তবায়নের জন্য আলোচনার প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতি, সক্ষমতা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

কৌশলগত অংশীদারত্বে নিরাপত্তার উপাদান আছে কি না, জানতে চাইলে হুমায়ুন কবির বলেন, 'কৌশলগত শব্দটি এলেই তার মানে চিরাচরিত নিরাপত্তার বিষয়টি ভাবলে চলবে না। উন্নয়নের সঙ্গে নিরাপত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়ন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি রোধ হলে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক হয়। কাজেই সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই কৌশলগত অংশীদারত্ব ইতিবাচক বলেই বিবেচনা করি।'

বাংলাদেশ এই প্রথম বিশ্বের কোনো দেশের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠায় রাজি হলো। বিশ্বের কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের এই পর্যায়ের সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে বলেন, চীনের সঙ্গে গত চার দশকের যে সম্পর্ক, তাতে কোনো একটি বিষয়ে এখন পর্যন্ত দূরত্ব তৈরি হয়নি। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আলোচনায় সম্পর্কে গভীর আস্থার বিষয়টি এসেছে। কাজেই সম্পর্কের আস্থার বিষয়টি পরীক্ষিত বলেই তা কৌশলগত—এ নিয়ে দুই দেশ দ্বিধা করেনি।

সংশ্লিষ্ট অন্য এক কর্মকর্তা বলেন, দক্ষিণ চীন সাগরের পরিস্থিতি, বাংলাদেশে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের মতো প্রসঙ্গগুলো আলোচনায় তোলেনি চীন।

এক অঞ্চল, এক পথে যুক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরে এক কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে বলেন, এই উদ্যোগে এর মধ্যেই শতাধিক দেশ সমর্থন দিয়েছে। আর ৩৩টি দেশ ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়ায় চীনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সিল্ক রুট ফান্ডের জন্য বিপুল অঙ্কের তহবিল রেখেছে চীন। ফলে এতে যুক্ত হয়ে অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা পাবে বাংলাদেশ।

১৩৬০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি সই

নিজস্ব প্রতিবেদক

> চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এসব চুক্তি করেছে বাংলাদেশের ১১টি বেসরকারি ও দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ হবে

চীনের ১৩টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১ হাজার ৩৬০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশের ১১টি বেসরকারি ও ২টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা। এসব চুক্তির আওতায় চীনা কোম্পানিগুলো মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করবে।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ-চীন ব্যবসায়িক ফোরামের বৈঠকে এসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশে আসা ব্যবসায়ীদের নিয়ে যৌথভাবে এ বৈঠকের আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই) ও চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন কাউন্সিল (সিসিপিআইটি)। এতে চীনের প্রায় ৮৬ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের ১৯টি চুক্তির একটি তালিকা দেওয়া হয়। পরে সংগঠনটির সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ চীনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ করে সাংবাদিকদের জানান, মোট চুক্তি হয়েছে ১৩টি। চুক্তিতে অংশ নেওয়া চীনা কোম্পানিগুলোর মধ্যে কিছু সরকারি ও কিছু বেসরকারি। বাকি চুক্তিগুলো হয়নি কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বাকিরা ট্রেন ধরতে পারেনি।'

স্টেডিয়াম নির্মাণের দুটি চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে সই করেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়। বাকি ১১টি চুক্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা স্বাক্ষর করেন। বেসরকারি খাতের বেক্সিমকো, ওরিয়ন, মেঘনা গ্রুপসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ চুক্তিগুলো হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের আগে অনুষ্ঠিত আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, 'চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। যেসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তার ফলে বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ অনেক বাড়বে। এ ছাড়া চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চীনের জন্য একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল করা হচ্ছে। এতে চীনা বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে পারবেন।'

চীনের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে তোফায়েল বলেন, বিদেশি বিনিয়োগ টানতে বাংলাদেশ উদারনীতি অনুসরণ করে। এ দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আইন দ্বারা সুরক্ষিত। চীনারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে দুই দেশের অর্থনীতিই লাভবান হবে।

বৈঠকের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। চীনের প্রতিনিধিদলের এই সফর সেই সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেবে। তিনি বলেন, যে ১৩টি চুক্তি হলো দ্রুতই সেগুলো বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার যে পথে হাঁটছে, এই চুক্তি তার একটি ধাপ।

সিসিপিআইটির চেয়ারম্যান চেন ঝো বলেন, টেক্সটাইল, অটোমোবাইল, যন্ত্রাংশ, জাহাজ নির্মাণ, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে চীনের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। তিনি বলেন, এফবিসিসিআই ও সিসিপিআইটিয়ের মাধ্যমে নতুন যোগসূত্র হলো। এর ফলে উভয় দেশের বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে। চীনের অর্থায়নে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য চীনে রপ্তানি করে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যবৈষম্য দূর করা সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি।

বৈঠকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, ওষুধ, সিরামিক ও চামড়া খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনার বিষয়টি তুলে ধরেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মুক্তাদির, ইপিলিয়ন গ্রুপের সিএসআর প্রধান রেজাউল কবির, চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশনের প্রেসিডেন্ট চং উ দং এতে বক্তব্য দেন। প্রশ্নোত্তরপর্বে বাংলাদেশের ব্যবসার পরিবেশসহ নানা বিষয়ে জানতে চান চীনের ব্যবসায়ীরা।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাণিজ্যসচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এফবিসিসিআইয়ের সহসভাপতি সফিউল ইসলাম ও মাহবুবুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

১৩ অক্টোবর চীনের ৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১৮ কোটি ৬০ লাখ ডলারের ব্যবসায়িক চুক্তি করে বাংলাদেশের ১৩টি কোম্পানি টাকার অঙ্কে যা প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। এ চুক্তির আওতায় মূলত বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো মূলত চীনে পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করবে।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত 'নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্টজনেরা। ছবিটি ১৫ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে তোলা ● প্রথম আলো

সুজনের গোলটেবিলে বিশেষজ্ঞদের মত

ইসি গঠনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সঠিক নির্বাচনের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক ব্যক্তিদের নিয়ে কমিশন গঠনের ওপর জোর দিয়েছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মত, সুষ্ঠু নির্বাচনের সবচেয়ে বড় বাধা নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওপর জনগণের আস্থার অভাব। আস্থা ফেরাতে কমিশন গঠনের আগে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। একই সঙ্গে দরকার সরকারের সদিচ্ছা। কারণ, সরকার না চাইলে নির্বাচন কখনো সুষ্ঠু হবে না।

১৫ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত 'নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এমন মত প্রকাশ করেন বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ টি এম শামসুল হুদা বলেন, নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কমিশনের ওপর জনগণের আস্থার অভাব। যে দল পরাজিত হয়, তারা ফল বর্জন করে। কী কী করলে কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা তৈরি হবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে। যারা হারবে, তাদের ফল মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। অনেক দেশে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরামর্শ করে কমিশন গঠন করা হয়। এটি ভালো কৌশল। তিনি বলেন, 'আমরা কমিশনার নিয়োগ আইনের যে খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেখানে এ কথা বলা ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর মত নিয়ে কমিশন গঠন করা হলে কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা তৈরি হবে।'

শামসুল হুদা বলেন, তবে সঠিক ব্যক্তিদের নিয়ে কমিশন গঠনের পরও সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাহায্য করেছিল বলেই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল।

বিএনপি ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশ না নিয়ে ঐতিহাসিক ভুল করেছিল বলে মনে করেন শামসুল হুদা। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে যে নাশকতা হয়েছিল, সেটা ভালো কাজ হয়নি। সংসদ বর্জনও একধরনের অপসংস্কৃতি। এসবের কারণে গণতন্ত্রের ভিত নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভালো নির্বাচনের জন্য কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা বাড়াতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী না চাইলে কোনো কিছুতেই লাভ হবে না। সে জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার আগে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময় হতে পারে। এতে আস্থা রাখার মতো একটি কমিশন গঠন করা সম্ভব হবে এবং নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, কমিশন পুনর্গঠন হলে গণতন্ত্র উদ্ধার হবে, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। ইসি সঠিকভাবে গঠিত না হলে পরিণতি খারাপ হয়। সে জন্য দরকার সরকারের সহযোগিতা। তা না হলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না।

গোলটেবিলের ধারণাপত্রে সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সঠিক নির্বাচনের জন্য সঠিক ব্যক্তিদের নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে কমিশন গঠন করতে হবে। আর এ জন্য সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে হবে; যাতে সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিরা কমিশনে নিয়োগ পান।

সংবিধান অনুসরণ করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব করে সুজন বলেছে, কমিশন গঠনের জন্য সাবেক সিইসি এ টি এম শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত গত কমিশনার নিয়োগ আইনের খসড়া কাজে লাগানো যেতে পারে। কমিশন পুনর্গঠনের জন্য আইনের আওতায় পাঁচ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে সুজন বলেছে, আপিল বিভাগের বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি থাকতে পারে।

২৭ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই

রাহীদ এজাজ

দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে 'সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বে' নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে বাংলাদেশ ও চীন। ১৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠকে এ বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

চীনা প্রেসিডেন্ট দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের প্রথম দিনে ১৪ অক্টোবর বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে বৈঠক করেন। তাঁদের বৈঠকের পর দুই দেশ ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এ ছাড়া চীনের অর্থায়নে ছয়টি প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করা হয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চালুর লক্ষ্যে দুই দেশ যৌথ সমীক্ষা চালাতে সম্মত হয়েছে। বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিতে দুই দেশ ২০১৭ সালকে 'বিনিময় ও বন্ধুতার' বছর হিসেবে অভিহিত করেছে। তবে চীনের প্রেসিডেন্টের এই সফরে বাংলাদেশকে দেওয়া আর্থিক সহায়তার পরিমাণ কত, তা জানানো হয়নি।

আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর গণমাধ্যমের সামনে দেওয়া বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'দুই দেশ সহযোগিতার নিবিড় সমন্বিত অংশীদারত্বকে সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বে নিতে রাজি হয়েছে। কৌশলগত অংশীদারত্বের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে আমরা কাজ করতে সম্মত হয়েছি।'

কৌশলগত অংশীদারত্ব বলতে কী বোঝানো হয়েছে, জানতে চাইলে পররাষ্ট্রসচিব মো. শহীদুল হক বলেন, আর্থসামাজিক, বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও নিবিড় ও গভীর হবে। এই অংশীদারত্বে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা যুক্ত হবে কি না, জানতে চাইলে শহীদুল হক বলেন, 'আপাতত আমরা এ বিষয়ে কথা বলছি না। দুই দেশের জনগণের উন্নয়নে যা প্রয়োজন, তা নিয়েই আমরা কথা বলছি।'

> শেখ হাসিনা-চিন পিং বৈঠকে সম্পর্ককে 'সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বে' নিতে মতৈক্য

বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় একচীন নীতির প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, অবকাঠামো, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং কৃষি খাতে সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁরা রাজি হয়েছেন। চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এগুলো বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, সামুদ্রিক অর্থনীতি, বিসিআইএম-ইসি, সড়ক ও সেতু, রেল, জ্বালানি, সামুদ্রিক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, শিল্পোৎপাদন, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত।

বৈঠক শেষে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ঢাকা-বেইজিং সম্পর্ক এখন নতুন ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের পথে এবং তা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে। চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতা দুই দেশের জনগণের জন্য আরও ফলপ্রসূ হবে এবং এই অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক সুরে সি চিন পিংও বলেন, চীন সহযোগিতার নিবিড় সমন্বিত অংশীদারত্বকে সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বে নিতে আগ্রহী। একে অন্যের প্রতি আস্থা ও সমর্থনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশের বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে কাজ করতে রাজি আছে চীন।

চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন, সম্পর্ককে আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিতে দুই দেশ উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ ও কৌশলগত যোগাযোগের বিষয়ে সম্মত হয়েছে। সি চিন পিং বলেন, 'আমরা একসঙ্গে এক অঞ্চল, এক পথ বাস্তবায়নে রাজি হয়েছি।'

পররাষ্ট্রসচিব সাংবাদিকদের বলেন, সই হওয়া ২৭টি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তির মধ্যে ১৫টি দুই দেশের মধ্যে এবং ১২টি ঋণ ও বাণিজ্যবিষয়ক। তবে এর মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক কয়টি এবং এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি কিছু জানাননি।

চীনের প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফরকে যুগান্তকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সাবেক পররাষ্ট্রসচিব ফারুক চৌধুরী। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, এই সফর সম্পর্ককে যে নতুন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। চীনের প্রেসিডেন্টের উদ্যোগ এক অঞ্চল, এক পথে যুক্ত হওয়াটা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ১৪ অক্টোবর লা মেরিডিয়ান হোটেলে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ● ফোকাস বাংলা

ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে চীন বাংলাদেশের সমর্থন চায়

সি চিন পিং—খালেদা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে চীন যে ভূমিকা পালন করছে, বিশেষ করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ তা সমর্থন করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ঢাকা সফররত চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। রাজধানীর হোটেল লা মেরিডিয়ানে ১৪ অক্টোবর বিকেলে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট এ আশা প্রকাশ করেন বলে বৈঠক শেষে জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুই নেতার মধ্যে প্রায় আধঘণ্টা বৈঠক হয়। এতে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বৈঠকে উল্লেখ করেছেন, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় স্থাপিত হয়। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রয়েছে। চীন সব সময় বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। খালেদা জিয়া আশা করেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম, বিশেষ করে উন্নয়নকাজে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ও পাশে থাকবে।

বৈঠকে বিএনপির চেয়ারপারসনের সঙ্গে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মাহবুবুর রহমান, নজরুল ইসলাম খান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রিয়াজ রহমান ও সাবিহ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুরে এক বিবৃতিতে সি চিন পিংকে বাংলাদেশ সফরের জন্য স্বাগত জানান বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। তিনি বলেন, বিএনপি ও বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বাস করে, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত নিবিড়। সি চিন পিংয়ের এই সফর নিঃসন্দেহে চীন ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে।

মাছ-পেঁপে থেকে মাসে আয় লাখ টাকার বেশি

পুষ্পেন চৌধুরী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নের নালারকুল গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনকে একনামে চেনে সবাই। মাছ চাষ করে লাখপতি হয়েছেন তিনি। ২০০৬ সালে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে চাকরির পেছনে ছোটেননি। তাঁর স্বপ্ন ছিল কৃষি ও মৎস্য খামার গড়ে তুলবেন। তিনি সেই স্বপ্ন কেবল বাস্তবায়নই করেননি মাছ চাষ করে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন।

বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের আন্ধারী এলাকায় ১৫টি পুকুরে জাহাঙ্গীর হোসেনের মাছের খামার। মাছ চাষ থেকে বছরে খরচ বাদ দিয়ে তাঁর লাভ হয় ১০ লাখ টাকার মতো। এ ছাড়া পুকুর পাড়ে তিনি লাগিয়েছেন কয়েক হাজার রেড লেডি জাতের পেঁপেগাছ। মৌসুমে কেবল পেঁপে বিক্রি করেই মাসে ৬০ হাজার টাকা আয় হয় তাঁর। বর্তমানে তাঁর দেড় হাজার গাছে পেঁপের ফলন হয়েছে। কর্মচারীদের বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে তাঁর আয় লাখ টাকার কাছাকাছি।

কীভাবে এল এই সাফল্য? সম্প্রতি লামার আন্ধারী এলাকায় জাহাঙ্গীরের খামারে গেলে তিনি সবিস্তারে শোনান তাঁর সাফল্যের গল্প। শুরুতে খামার করার ইচ্ছে থাকলেও বিনিয়োগ করার মতো টাকা ছিল না তাঁর কাছে। তবে বাবা-মা দুজনই সরকারি চাকরি থেকে একই বছর অবসর নেওয়ার পর কিছু মূলধন হাতে পান তিনি। সেই টাকা দিয়ে ২০১১ সালে বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের দুর্গম আন্ধারী এলাকায় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১৫টি অব্যবহৃত পুকুর ১২ বছরের জন্য ইজারা নেন। অব্যবহৃত এসব পুকুর সংস্কার করে মাছের পোনা ছাড়েন তিনি। পুকুর পাড়ে পেঁপে, কলাসহ বিভিন্ন শাক-সবজিও লাগান। খামারের নাম দেন আন্ধারী এগ্রো ফার্ম। খুব দ্রুত আসে সাফল্য। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় মাছ চাষে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে এ বছর জাতীয় মৎস্য পুরস্কারের রৌপ্য পদক পান। গত ২০ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় এই পুরস্কার প্রদান করেন।

লোহাগাড়ার পুটিটিলার নালারকুপ গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেন তাঁর খামারের কর্মীদের নিয়ে পুকুর থেকে মাছ তুলছেন ● প্রথম আলো

খামারের পেছনে ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন তিনি। এর মধ্যে ২০ লাখ টাকার মতো ঋণ আছে তাঁর। প্রতি তিন মাস অন্তর পুকুর থেকে মাছ তুলে বিক্রি করেন তিনি। খামারে কর্মচারী আছেন চারজন। এ ছাড়া অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন আরও ১০ থেকে ১২ জন।

জাহাঙ্গীরের খামারের গিয়ে দেখা যায় শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি। কখনো পুকুরে মাছের খাবার দিচ্ছেন, আবার কখনো ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন পেঁপেগাছের যত্ন নিতে। এসব পুকুরে রয়েছে রুই, কাতলা, মৃগেল, তেলাপিয়া, কই, মাগুর, সরপুঁটি, কার্প, গ্রাসকার্প ইত্যাদি প্রজাতির মাছ। প্রতিটি পুকুর পাড়েই রয়েছে রেড লেডি জাতের পেঁপে ও কলাগাছ।

জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, শুরুর ছয় মাস পর থেকেই মাছ বিক্রি শুরু করেন তিনি। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন। ফলে মাছের বৃদ্ধিও ভালো হচ্ছে। বর্তমানে বছরে তিনবার প্রায় ৫০ লাখ টাকার মাছ বিক্রয় করেন। খরচ বাদে ১০ লাখ টাকার মতো আয় হয় তাঁর। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে প্রায় দেড় হাজার কেজি পেঁপে বিক্রি করে মাসে ৭০ হাজার টাকার মতো আয় করেন।

লোহাগাড়ার পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী মো. আখতার হোসেন আন্ধারী এগ্রো ফার্ম থেকে প্রতি চার মাস অন্তর ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার মাছ কেনেন। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায় জাহাঙ্গীরের খামারের মাছের গুণগত মান ভালো।

লামা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. রাশেদ পারভেজ প্রথম আলোকে জানান, প্রযুক্তিনির্ভর মাছ চাষ করে জাহাঙ্গীর পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে দেখে এ এলাকার অনেকে এ ধরনের মাছ চাষে উৎসাহিত হয়েছেন।

এক ছেলে ও এক মেয়ের বাবা জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন খামার আরও বড় করার। দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরেও যাবে তাঁর খামারের মাছ। তৈরি করবে নতুন কর্মসংস্থান।

ভগ্নিপতিকে খুন করে থানায় হাজির শ্যালক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

জরুরি কাজে ভগ্নিপতি শহরের বাইরে গেছেন, রাতে ফিরবেন না—১৬ অক্টোবর দুপুরে বোন প্রিয়াঙ্কা ধরকে ফোন করে এ কথা জানান ছোট ভাই বাবলু ধর। প্রিয়াঙ্কা তখন বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল থেকে চট্টগ্রামের টেরিবাজার এলাকার নিজ বাসায় ফিরছিলেন। তাঁর বাসাতেই থাকেন বাবলু। ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করে বোন আর নিজের বাসায় যাননি। সন্তানদের স্কুলে দিয়ে সেখান থেকেই নগরের পাথরঘাটায় বাবার বাড়ি চলে যান।

১৭ অক্টোবর সকাল নয়টা। চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানায় হাজির হন বাবলু। পুলিশকে জানান, ভগ্নিপতি অঞ্জন ধরকে (৩৫) ছুরিকাঘাত করে খুন করেছেন তিনি। লাশ বস্তাবন্দী করে বাসায় রেখে এসেছেন। বোনকে নির্যাতন করায় ভগ্নিপতিকে খুন করেছেন তিনি।

অঞ্জন ধর নগরের হাজারী গলির একটি সোনার দোকানের কারিগর। একই দোকানে বাবলু ধরও (২১) কাজ করেন। আট বছর আগে তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা ধরের সঙ্গে অঞ্জন ধরের বিয়ে হয়।

খুনের বিষয়ে পুলিশকে দেওয়া বাবলু ধরের বর্ণনা অনুযায়ী, রোববার সকালে সাত বছর বয়সী মেয়ে ও তিন বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে স্কুলে যান তাঁর বোন। তখন ভগ্নিপতি অঞ্জন ও তিনি বাসায় ছিলেন। বোন চলে যাওয়ার পর শোবার ঘরে অঞ্জনকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন তিনি। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর লাশ বস্তাবন্দী করে রাখেন। পরে বাসা থেকে বের হয়ে রক্তমাখা কাপড়চোপড় একটি খালে ফেলে দেন। আর বোনকে ফোন করে জানান, তাঁর ভগ্নিপতি একটি কাজে মানিকছড়ি গেছেন। স্কুল ছুটি হলে বাচ্চাদের নিয়ে বাবার বাড়ি চলে যেতে বলেন।

পুলিশ জানায়, লাশটি বাসার বাইরে নিয়ে কোথাও ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেও শেষ পর্যন্ত তাতে সফল হতে পারেননি বাবলু। কেরোসিন ঢেলে লাশটি পুড়ে ফেলার চিন্তাও করেছিলেন একবার। কিন্তু সেটিও করেননি। পরে সকালে থানায় হাজির হয়ে খুন করার কথা স্বীকার করেন।

টেরিবাজারের ওই বাসার নিচে পুলিশের উপস্থিতিতে গতকাল দুপুরে প্রিয়াঙ্কা ধর *প্রথম আলোকে* বলেন, স্বামী ও ভাইকে দীর্ঘ সময় ধরে মুঠোফোনে না পেয়ে রোববার রাত ১২টার দিকে সন্তানদের নিয়ে তিনি আবার নিজের বাসায় ফেরেন। কিন্তু দরজার বাইরে দুটি তালা দেওয়া থাকায় ভেতরে ঢুকতে পারেননি। পরে আবার পাথরঘাটায় বাবার বাসায় ফিরে যান। গতকাল সকালে পুলিশ খবর দিলে বাসায় এসে তিনি স্বামীর বস্তাবন্দী লাশ দেখতে পান। তিনি বলেন, স্বামীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য কলহ ছিল। কিন্তু স্বামীকে এভাবে মেরে ফেলবেন ভাই, এর কিছুই তিনি জানতেন না।

সিআইডি চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিদর্শক এ এম ফারুক বলেন, নিহত ব্যক্তির গলা, বুকসহ শরীরে একাধিক ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি বাসায় পাওয়া গেছে।

দেশে ফিরতে অপরাধ!

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিকে এগিয়ে আসছেন। আশঙ্কা করছিলাম, ওই যুবক ছিনতাই করার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু ছিনতাই না করে ওই যুবক আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চাপা দেন। আমি ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করি। আমার ভাই তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে ফোন করেন। ঘটনাক্রমে পাশেই সাদাপোশাকে একজন পুলিশ সদস্য ছিলেন। তিনি এসে আমাকে ছাড়িয়ে নেন ও ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেন।'

এ ঘটনায় বাংলাদেশি ওই যুবককে ১৫ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। রিমান্ড শেষে আদালতে হাজির করা হয় ১০ অক্টোবর। দোষী সাব্যস্ত হলে ওই যুবকের সর্বোচ্চ এক বছর শাস্তি হতে পারে। শাস্তি ভোগ করার পর তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ

সমস্যা সমাধানে কাতার আন্তরিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ থেকে কাতারে জনশক্তি আনার বিষয়টি মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে জানান রাষ্ট্রদূত।

বৈঠকে কাতারের শ্রমমন্ত্রী আরও বলেন, বিদেশি শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় কাতারের আইনকানুন আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি শ্রমবান্ধব। এ ছাড়া যেকোনো অভিযোগ দায়েরের জন্য আদালত, শ্রমবিভাগ, মানবাধিকার কমিটিসহ বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। শ্রমিকদের যেকোনো অভিযোগ আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে কার্পণ্য করবে না কাতারের শ্রম কর্তৃপক্ষ।

শ্রমমন্ত্রী কাতারের নতুন আইন সম্পর্কে কাতারে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের সব শ্রেণি-পেশার অভিবাসীর মধ্যে প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তা কামনা করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকেরা নতুন আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তাঁদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। এ সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মন্ত্রণালয়কে যেকোনো ধরনের সহায়তায় প্রস্তুত বলে জানান।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০তম

ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণে দক্ষিণ এশিয়ার দুই বড় দেশ ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। তবে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-জিএইচআই) ২০১৬-তে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ১২ অক্টোবর এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে খাদ্যনীতিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি)।

২০১৬-এর সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৮টি দেশের মধ্যে ৯০তম। ২০১৫-এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৩তম। অবশ্য গত বছর প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল ১০৪টি দেশের মধ্যে। ওই সূচকে ভারতের অবস্থান ছিল ৮০ ও পাকিস্তানের ৯৩।

২০১৬-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও ক্ষুধার ঝুঁকিতে আছে। বাংলাদেশের ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ শিশু খর্বকায়।

এ প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ১৩ অক্টোবর *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবেদনটি তিনি এখনো দেখেননি। তবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য বিমোচনকে বিশ্বের মধ্যে উদাহরণ হিসেবে মনে করছে।

প্রতিবেদনটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইফপ্রি, বাংলাদেশ কার্যালয়ের প্রধান ড. আখতার আহমেদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টিকর খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরও ভালো করার সুযোগ আছে।

সূচকে ১১৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০। বাংলাদেশের সূচক ২৭ দশমিক ১। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের আগে রয়েছে শ্রীলঙ্কা (৮৪), মিয়ানমার (৭৫), নেপাল (৭২) ও চীন (২৭)। সূচকে ভারতের অবস্থান ৯৭ এবং পাকিস্তানের ১০৭।

ভারতে ১৫ দশমিক ২ শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে আর পাকিস্তানে এর হার ২২ শতাংশ। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ভারতে খর্বকায় ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৩৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণ সূচকে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা। তাদের জিএইচআই স্কোর ৫-এর কম। দেশটিতে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা দশমিক ২ শতাংশ। আর পাঁচ বছরের কম বয়সী ৮ দশমিক ১ শতাংশ শিশু খর্বকায়। গত বছর সবচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল কুয়েত।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় জিএইচআই স্কোর ২১ দশমিক ৩ হলেও ব্রাজিল, চিলি, ক্রোয়েশিয়ার মতো ১৬টি দেশ খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছে, যাদের স্কোর ৫-এর কম।

মহেশখালীতে ১১ সেতু উদ্বোধন

মহেশখালী (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ●

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় দুই কোটি ৬৮ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১১টি সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে। ৮ অক্টোবর স্থানীয় সাংসদ আশেক উল্লাহ রফিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্মিত এই সেতুগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল কালাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিউল আলম, উপসহকারী প্রকৌশলী হামিদ মিয়া, ছোট মহেশখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিহাদ বিন আলী, ছোট মহেশখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জহিরুল ইসলাম সিকদার, সাধারণ সম্পাদক এনামুল করিম, জেলা ছাত্রলীগ নেতা হালিমুর রশিদ প্রমুখ।

সংক্ষেপ

মাসিক 'বিজ্ঞানচিন্তা'র যাত্রা শুরু

দেশবাসীর বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়ানো এবং বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশেষ আবিষ্কার, অর্জন ও সম্ভাবনার কথা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করল মাসিক *বিজ্ঞানচিন্তা*। *প্রথম আলো* পরিবারে নতুন সংযোজন এটি। ১৫ অক্টোবর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে মোড়ক উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রাহীম, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক মুখ্য বিজ্ঞানী রেজাউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিদ্দিক-ই রাব্বানী, বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিরা বিজ্ঞানচিন্তার সাফল্য কামনা করে বলেন, বিজ্ঞানের বিষয়গুলো এমনভাবে লিখতে হবে যেন সব শ্রেণির পাঠক বুঝতে পারেন। বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টিতে বিজ্ঞানচিন্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন তাঁরা।

● নিজস্ব প্রতিবেদক

নোয়াখালীতে জোড়া লাগানো জমজ

নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলা সদরের বেসরকারি এহ্‌ছানিয়া হাসপাতালে ১৪ অক্টোবর জোড়া লাগা যমজ ছেলেসন্তানের জন্ম দিয়েছেন মারজাহান বেগম (২০) নামের এক নারী। শিশু দুটির মাথা দুটি হলেও হাত তিনটি ও পা দুটি। হাসপাতাল সূত্র জানায়, চিকিৎসক মন্তাজুল মান্নানের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জোড়া লাগা শিশুর জন্ম হয়। পরে চিকিৎসকেরা তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। ১৪ অক্টোবর রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাবা ফরিদ উদ্দিন জোড়া লাগা যমজকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। চিকিৎসক মন্তাজুল মান্নান প্রথম আলোকে বলেন, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জোড়া লাগা যমজের জন্ম হয়। তিনি বলেন, তাদের ওজন প্রায় চার কেজি। মন্তাজুল মান্নান বলেন, দুটি মাথায় চোখ, কান, নাক ও মুখমণ্ডল সবই ঠিক আছে। দুই মুখেই কান্না করে। হাসপাতাল সূত্র জানায়, নবজাতকের মা বর্তমানে এহ্‌ছান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি ভালো আছেন। ফরিদ উদ্দিনের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ভাটিয়ালপুর গ্রামে।

● নোয়াখালী অফিস

পেলেন নৌকা বাংলা ভাইয়ের সহযোগী!

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার গোয়ালকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আলমগীর হোসেন সরকার আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক পেয়েছেন। তবে দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, আলমগীর জেএমবির দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইয়ের সহযোগী ছিলেন। তিনি নৌকা প্রতীক পাওয়ায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা বলেন, ৩১ অক্টোবর উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) নির্বাচন হবে। এসব ইউপিতে গত ৭ মে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৫ মে রাতে অনিবার্য কারণ দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন ভোট স্থগিত ঘোষণা করে।

আওয়ামী লীগের স্থানীয় কয়েকজন কর্মী বলেন, এর আগে গোয়ালকান্দি ইউপিতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের কৃষিবিষয়ক সম্পাদক আবদুস সালাম। কিন্তু জেএমবির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় তাঁর দলীয় মনোনয়ন বাতিল করা হয়। আলমগীরও জেএমবি নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইয়ের সহযোগী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে বসে বাংলাভাই বিভিন্ন সভা করতেন ও সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন। ১৫ অক্টোবর প্রতীক বরাদ্দের দিনে আলমগীরকে নৌকা প্রতীক দেওয়া হয়।

মুহুরীর চরের বিরোধ শিগগিরই মীমাংসা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, ফেনীর পরশুরামের বিলোনিয়া সীমান্তবর্তী মুহুরীর চরের সীমানা নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বিরোধ দুই দেশের উচ্চপর্যায়ে বৈঠকের মাধ্যমে শিগগিরই মীমাংসা করা হবে। ১৩ অক্টোবর মুহুরীর চর পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'ভারত আমাদের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র এবং তারা সব সময় আমাদের পাশে থাকে। বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভারতের সঙ্গে সব চুক্তি এ সরকারের আমলে বাস্তবায়ন হবে।' এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ফেনী-২ আসনের সাংসদ নিজাম উদ্দিন হাজারী, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ, যুগ্ম সচিব দীপক চক্রবর্তী প্রমুখ।

● ফেনী অফিস

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

গাড়িচালক
একটি নেতৃস্থানীয় কোম্পানির জন্য হালকা ও ভারী যানের কয়েকজন করে চালক আবশ্যক। যোগ্যতা : কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী। ভিসা স্থানান্তর করতে হবে। ফোন করুন : ৭০১২৮০৫৩। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল/ক্রেন টেকনিশিয়ান
জরুরি ভিত্তিতে চারজন ট্রাক মেকানিক টেকনিশিয়ান, তিনজন ট্রাক ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান এবং চারজন হাইড্রোলিক, কমপ্যাক্টর ও ক্রেন টেকনিশিয়ান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : garag661@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/অপারেটর/অন্যান্য
জরুরি ভিত্তিতে ফর্কলিফট অপারেটর, গ্রেডার/ বুলডোজার অপারেটর, ক্রেন অপারেটর, ট্রেলার অপারেটর, ডাম্প ট্রাক ড্রাইভার ও বাসচালক আবশ্যক। সব পদের জন্য বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। প্রত্যাশিত বেতন, নোটিশ পিরিয়ড ও বিষয়ের স্থানে পদের নাম উল্লেখপূর্বক জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrc@seaworks.us, ফ্যাক্স : ৪৪১১-০৯২১। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/ কর্মী
বিক্রয় নির্বাহী ও ভ্যান সেলসম্যান আবশ্যক। যোগ্যতা : খাদ্য ও পানীয় শিল্পে ন্যূনতম ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা; কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; গ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন; যোগাযোগের দক্ষতা; এমএস অফিসে পারদর্শী; স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrzainuddin@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

জ্যেষ্ঠ হিসাবরক্ষক
নির্মাণ খাতের প্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একজন জ্যেষ্ঠ হিসাবরক্ষক আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা। স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও অনাপত্তিপত্র (এনওসি) থাকলে অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ফ্যাক্স করুন : ৪৪৫৬৭১৬৩, ই-মেইল : kcq@kettanehconstruction.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

টাইলস মিস্ত্রি/ ইলেকট্রিশিয়ান/ কাঠমিস্ত্রি
একটি আবাসন কোম্পানির জন্য টাইলস মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার ও কাঠমিস্ত্রি আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : adam@adwarenterprises.com, ফোন : ৪৪১৬৯৪৪৩। সূত্র : গালফ টাইমস।

ক্যাশিয়ার
ক্যাশিয়ার আবশ্যক। ফোন করুন : ৪৪৪৪১৮২৩, ৪৪৪৪১৮২৪ (সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা, বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা)। সূত্র : গালফ টাইমস।

অ্যালুমিনিয়াম/ গ্লাস ফেব্রিকেটর
জরুরি ভিত্তিতে অ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাস ফেব্রিকেটর আবশ্যক। ফোন করুন : ৭০৫০১১২৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক
ইন্টেরিয়র ফিট-আউট, জনশক্তি ও সিভিল মেইনটেন্যান্স কোম্পানির জন্য বিক্রয় ব্যবস্থাপক আবশ্যক। ফোন করুন : ৩০৯৩২০২২, ই-মেইল : jvfitout@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
জরুরি ভিত্তিতে হালকা যানের চালক আবশ্যক। বেতন : ১৫০০ কাতারি রিয়ালের পাশাপাশি থাকা ও খাওয়ার সুবিধা। স্পনসরশিপ বদল আবশ্যক। ফোন করুন : ৪৪৪৪২৮৮১, ৪৪৩২৩২৭৬ (সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা), জিএসএম : ৫৫৮৯১৮১৪। সূত্র : গালফ টাইমস।

ক্যাশিয়ার/ সিভিল ফোরম্যান/ অন্যান্য
কয়েকজন ক্যাশিয়ার ও ক্যাশিয়ার সুপারভাইজার (নারী ও পুরুষ), সিভিল সুপারভাইজার, সিভিল ফোরম্যান ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। জিসিসিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrmosiacdoha@gmail.com। ফোন করুন : ৭০৩৯১৩৬৬ ও ৭০৪৯৩৪৬৪। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
ভারী যানের কয়েকজন চালক আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। কোম্পানি ভালো বেতনের পাশাপাশি ওভারটাইম দেবে। ফোন করুন : ৫৫৮০০৮৫৩ ৫৫৮৩১৬২৯, ৫৫৮০২৬৭৭। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক/ ইঞ্জিনিয়ার
বিক্রয় ব্যবস্থাপক (বায়োমেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের হতে হবে; মেডিকেলের ক্ষেত্রে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা; এনওসিধারী), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সাইট ইঞ্জিনিয়ার (তিন বছরের অভিজ্ঞতা; অটোক্যাড ও অঙ্কনের অভিজ্ঞতা) ও ইএলভি ইঞ্জিনিয়ার (তিন বছরের অভিজ্ঞতা; ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস ব্যাকগ্রাউন্ড) আবশ্যক। যোগাযোগের ই-মেইল ঠিকানা : elie.daher@promedic-online.com, ফোন : ৪৪৩৪১৬৪৯। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত একটি কোম্পানির জন্য হালকা যানের কয়েকজন চালক আবশ্যক। বেতন : ২০০০ রিয়াল+ ওভারটাইম ও আবাসন-সুবিধা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : distribution0101@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয়কর্মী/ গাড়িচালক/ ডিজাইনার
বিপণনের জন্য বিক্রয়কর্মী (চারজন), কম্পিউটার গ্রাফিকস ডিজাইনার (দুজন) ও গাড়িচালক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : rose974@163.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার/ অভ্যর্থনাকর্মী
একটি নির্মাণসামগ্রীর কোম্পানির জন্য সেলস ইঞ্জিনিয়ার ও অভ্যর্থনাকর্মী আবশ্যক। দুই বছরের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা; বর্তমানে কাতারে অবস্থানরত; স্থানান্তরযোগ্য আবাসনের অনুমতিপত্র (আরপি); ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : shrdoha@outlook.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
একটি পরিবহন কোম্পানির জন্য ভারী যানের চালক আবশ্যক। নতুন ভিসা দেওয়া যাবে। কাতারি লাইসেন্সধারী ব্যক্তিরা ছাড়পত্র/ এনওসি আনলেও চলবে। ফোন করুন : ৬৬৩৩৪৪৮৬, ৫৫১৪৯৫১৭। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/ অপারেটর/ অন্যান্য
একটি হেভি ইকুইপমেন্ট ওয়ার্কশপের জন্য ডেন্টার, পেইন্টার, ওয়েল্ডার, টায়ারম্যান, এক্সাভেটর অপারেটর, ক্রেন অপারেটর, ভারী ও হালকা যানের চালক, ডিজেল/ হাইড্রোলিক মেকানিক, অটো ইলেকট্রিশিয়ান, অটো ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ও এসি মেকানিক আবশ্যক। কেবলমাত্র স্থানান্তরযোগ্য কর্মী ভিসাধারীরা আবেদন করতে পারবেন। সরাসরি যোগাযোগ করুন : ৩৩৯৫৪৩৯৯, ৭০৪৮০১৫৮, জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : workshop1516@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
একটি হোম কেয়ার সার্ভিস কোম্পানির জন্য গাড়িচালক আবশ্যক। ন্যূনতম এক বছর কাতারে কাজের অভিজ্ঞতা; কাতারি বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী, ইংরেজিতে যোগাযোগে পারদর্শী। ফোন করুন : ৫৫৬৮৬৪৩৬, ই-মেইল : recruitmentqhmc.hr@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গৃহকর্মী
একজন ন্যানি (গৃহকর্মী; পূর্ণকালীন/ খণ্ডকালীন) আবশ্যক। একটি শিশুর পরিচর্যা ও গৃহস্থালির কাজ করতে হবে। এশীয় হলে অগ্রাধিকার। ফোন করুন : ৫০৭১৯৬২৯। সূত্র : গালফ টাইমস।

ক্লিনিং সুপারভাইজার
জরুরি ভিত্তিতে ক্লিনিং সুপারভাইজার (কাতার ডি/এল) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : fmq.recruitment@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

কার্পেন্টার/ ফোরম্যান
একটি স্বনামধন্য ফিট-আউট কোম্পানির জন্য ফিনিশিং ফোরম্যান, কার্পেন্টারি ডেকোরেটিভ ফোরম্যান ও ডেকোরেটিভ কার্পেন্টার আবশ্যক। জিসিসিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : uldqatar@hotmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/ টেকনিশিয়ান/ অন্যান্য
একটি ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির জন্য এইচভিএসি ইঞ্জিনিয়ার (দুজন), এইচভিএসি টেকনিশিয়ান (চারজন), ক্লিনিং ফোরম্যান (চারজন) ও পেস্ট কন্ট্রোল সুপারভাইজার (তিনজন) আবশ্যক। ফোন করুন : ৩০৪৮৫৮৪০, জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : jeelaniriz.power@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/ কর্মী
একটি নেতৃস্থানীয় কম্পিউটার কোম্পানির জন্য কয়েকজন বিক্রয় নির্বাহী/ বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। স্থানীয় অভিজ্ঞতা, এনওসি ও ড্রাইভিং লাইসেন্স আবশ্যক। প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখ করে জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : deltabs@qatar.net.qa। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/ ফোরম্যান/ কর্মী
একটি কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য গাড়িচালক, ফোরম্যান-ইলেকট্রিক, ফোরম্যান-সিভিল ও অ্যালুমিনিয়াম কর্মী আবশ্যক। জিসিসিতে কাজের অভিজ্ঞতা ও এনওসিধারী হতে হবে। পদের নাম উল্লেখপূর্বক জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info@alfarisre.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

ওয়েট্রেস/ কুক
ওয়েট্রেস (১০ জন) ও কুক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hotelrecruit2014@gmail.com, ফোন : ৩৩৩২৪২৯৪। সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

হিসাবরক্ষক
একটি পরিচ্ছন্নতা-বিষয়ক কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে হিসাবরক্ষক আবশ্যক। দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : keyjobs.bh@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
কনজ্যুমার গুডস ডিভিশনের জন্য পাইকারি বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। এ/বি শ্রেণির বাজারে কাজের ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পণ্যের আদেশ গ্রহণ ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : JOBSFUD@GMAIL.COM। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস শপের জন্য ইনডোর সেলসম্যান আবশ্যক। দুই বছরের অভিজ্ঞতা। ই-মেইল করুন : worldlinehr@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গৃহকর্মী
হাউসকিপিং স্টাফ আবশ্যক। ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr.hosp16@gmail.com, ফোন : ৩৩৩১৩৭৩৩। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সুপারভাইজার/ ক্যাশিয়ার
একটি পেস্তার দোকানের জন্য আউটলেট সুপারভাইজার/ ক্যাশিয়ার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : cvgroup@outlook.com ফ্যাক্স : ১৭৬৭৩১৫১। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ক্যাশিয়ার/ হিসাবরক্ষক
একটি রেস্তোরাঁর জন্য ক্যাশিয়ার ও হিসাবরক্ষক আবশ্যক। ভালো বেতন দেওয়া হবে। ফোন করুন : ৩৯০০০৬৬৬। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
ভবন নির্মাণসামগ্রীর কোম্পানির জন্য বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। বিভিন্ন ভাষায় যোগাযোগে পারদর্শী হতে হবে; দুই-এক বছরের অভিজ্ঞতা; বৈধ বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : info@trassgroup.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়/ বিপণন নির্বাহী
নারী বিক্রয় ও বিপণন নির্বাহী আবশ্যক। কম্পিউটার, সোশ্যাল মিডিয়া, মৌলিক হিসাবের জ্ঞান থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের হতে হবে। ই-মেইল করুন : econ.touch@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

নার্স
নার্স আবশ্যক। দক্ষ ও লাইসেন্সধারী হতে হবে; থিয়েটারের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৯৪৫৪৩৯৩ (সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা)। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সেলস ম্যানেজার
আলবান্দার হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সেলস ম্যানেজার (স্থানীয় বাজার) ও সেলস ম্যানেজার (সৌদি বাজার) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrd@albander.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

চিকিৎসক/ টেকনিশিয়ান/ নার্স
সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক বিশেষায়িত মেডিকেল সেন্টারের জন্য কয়েকটি পদে আবশ্যক। কনসালট্যান্ট (অর্থোপেডিক ও নিউরোলজিতে ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা; পেইন ম্যানেজমেন্টে শক্ত আগ্রহ), ফিজিশিয়ানস(অর্থোপেডিক/ নিউরোলজির হলে অগ্রাধিকার), এক্স-রে ও ডায়াগনস্টিক টেকনিশিয়ান ও নার্স (ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা)। পদের নাম উল্লেখপূর্বক জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : rec.medical.bh@gmail.com (৮ নভেম্বরের মধ্যে), সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

লিবিয়া পৌঁছেই টাকা দিতে হবে নইলে নির্যাতন

পাচারের সময় চট্টগ্রামে আটক ৩৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

লিবিয়ায় পাচারের সময় ১৩ অক্টোবর চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৩৯ জনকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব-৭। তাঁদের কাছ থেকে পাসপোর্ট ও দুবাইয়ের ভিসা জব্দ করা হয়েছে। একজনের কাছে পাওয়া গেছে লাইফ জ্যাকেটও।

র‍্যাব জানায়, ৩৯ জনের মধ্যে মাত্র দুইজন ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা দালালদের দিয়েছেন। বাকিদের লিবিয়ায় গিয়ে টাকা পরিশোধের কথা ছিল। টাকা না দিলে নির্যাতন করা হবে। লিবিয়া পৌঁছানোর পর একেকজনের কাছ থেকে ৪ থেকে সাড়ে ৪ লাখ এবং ইতালি গেলে ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা নিত দালালেরা।

এরা সবাই ঢাকা, শরীয়তপুর, হবিগঞ্জ, মাদারীপুর, পাবনা ও সিলেটের বাসিন্দা। কেউ সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক, কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আবার কেউ বেকার।

র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের অধিনায়ক লে. কর্নেল মিফতাহ উদ্দিন আহম্মেদ সংবাদ সম্মেলনে জানান, দুবাইগামী এয়ার আরাবিয়ার একটি ফ্লাইটে করে কিছু লোককে অবৈধভাবে লিবিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খবর পেয়ে র‍্যাব বিমানবন্দরে অভিযান চালায়। ৩৯ জনের সবারই ভিসার মেয়াদ স্বল্প। কিছু কিছু ভিসার মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর কিছু ভিসার মেয়াদ ছিল মাত্র ১০ দিন। উড়োজাহাজের টিকিট অনুযায়ী তাঁদের রুট ছিল চট্টগ্রাম-দুবাই-তুরস্ক-লিবিয়া।

র‍্যাবের অধিনায়ক জানান, উদ্ধার করা ব্যক্তিদের মধ্যে ১৯ জনের পাসপোর্টে বিমানবন্দরে দায়িত্বরত অভিবাসন পুলিশ সিল-সই মারে। কিন্তু এর আগে এই ১৯ জনের ভিসা যাচাই-বাছাই করা হয়নি। বাকি ২০ জনের ইমিগ্রেশন হওয়ার আগে র‍্যাব তাঁদের আটক করে। তবে অন্য ২১ জন ফ্লাইটে উঠে যাওয়ায় তাঁদের শনাক্ত করা যায়নি।

এক প্রশ্নের জবাবে মিফতাহ উদ্দিন বলেন, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ কীভাবে ২১ জনকে ছাড়লেন, তা তারাই ভালো বলতে পারবেন। এই চক্রে কারা জড়িত তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে। প্রাথমিকভাবে ৩০ দালালকে শনাক্ত করা হয়েছে।

র‍্যাব অধিনায়ক বলেন, উদ্ধার করা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সিলেটের জিন্দাবাজারের দুটি ট্রাভেলস এজেন্সি এবং ৩০ দালালকে শনাক্ত করা গেছে। এ ঘটনায় পতেঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে। ৩৯ জনকে পতেঙ্গা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া একজন ফাহিম আহম্মেদ সিলেটের বিয়ানীবাজার থানার খসিরবন্ড হাতি টিলা গ্রামের মৃত ফরিছ উদ্দিনের ছেলে। ১৩ অক্টোবর বিকেলে পতেঙ্গায় র‍্যাব-৭ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, এলাকায় তিনি অটোরিকশা চালাতেন। বিয়ানীবাজারের মো. আবুলের মাধ্যমে দুই মাস আগে তিনি ইতালি যাওয়ার কথা জানতে পারেন। আবুলের কথামতো ১০ অক্টোবর সিলেট থেকে ঢাকায় ফকিরাপুলের একটি হোটেলে ওঠেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন জেলার আরও পাঁচ-ছয়জন ছিলেন। ১১ অক্টোবর তাঁরা চট্টগ্রামে আসেন। হোটেলে এক ব্যক্তি তাঁর হাতে তুলে দেন পাসপোর্ট ও ভিসা। ১২ অক্টোবর সকালে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর কেউই তাঁদের কাগজপত্র যাচাই করেনি। দুপুর ১২টার দিকে তাঁদের উদ্ধার করে র‍্যাব।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের ৩৭ জনই দালালদের টাকা দেননি।

মুরগির ঘর দৃশ্যটা হঠাৎ দেখলে যে কারও মনে হতে পারে, পালকি চলেছে নতুন বউ নিয়ে। আসলে তা নয়। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় রিকশা ভ্যান বা যান চলাচলের মতো কোনো রাস্তা না থাকায় ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মানুষকেই বহন করে নিতে হয়। হাঁস-মুরগির একটি ঘর দড়ি ও বাঁশ দিয়ে বেঁধে পাহাড়ি পথে এভাবে নিয়ে যাচ্ছেন দুই ব্যক্তি। ১৫ অক্টোবর দুপুরে খাগড়াছড়ি সদরের ভুয়াছড়ি রাজশাহীটিলা এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

মনপুরায় জেলেদের মধ্যে জলদস্যু-আতঙ্ক

তিন মাসে দুই শতাধিক মাছধরা নৌকা লুটপাট, চার জেলে নিহত

নেয়ামতউল্যাহ, মনপুরা (ভোলা) থেকে ফিরে ●

ভোলার জলবেষ্টিত মনপুরা উপজেলায় জলদস্যুদের উপদ্রব বেড়েছে। দস্যুরা প্রায়ই জেলেদের নৌকায় হানা দিয়ে সব লুট করে নেয়। এ ছাড়া জেলেদের অপহরণ করে। গত তিন মাসে দুই শতাধিক মাছধরা নৌকা লুটপাটের শিকার হয়েছে। জলদস্যুদের গুলিতে নিহত হয়েছেন চার জেলে। আহত ও অপহৃত জেলের সংখ্যা শতাধিক।

জলদস্যুদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার বেশ কয়েকজন জেলে *প্রথম আলো*কে বলেন, এ উপজেলার পূর্ব দিকে মেঘনা। নদীটির পূর্ব-দক্ষিণে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলা। সেখানে চরে ও জঙ্গলে দস্যুদের আস্তানা আছে। পুলিশ ও কোস্টগার্ডের ক্যাম্পও রয়েছে। কিন্তু নদীতে কোনো টহল নেই। মনপুরার মেঘনায়ও টহল দেওয়া হয় না। এই সুযোগে হাতিয়া দ্বীপের জঙ্গলে থাকা দস্যুরা দ্রুতগামী ট্রলারে এসে হানা দিয়ে জেলেদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। পালানোর চেষ্টা করলেই গুলি ছোড়ে। চলতি মৌসুমে মেঘনার জলসীমানায় পুলিশ বা কোস্টগার্ডের টহল ছিল না। ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ছিল বলে নদীতে ছিল সারি সারি জেলেনৌকা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন জেলে বলেন, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মাছঘাটগুলোতে জলদস্যুদের গুপ্তচর রয়েছে। তাঁরা জেলেসহ সবার গতিবিধি লক্ষ রাখে। দস্যুদের জানিয়ে দেয়। সুযোগ বুঝে দস্যুরা সব লুটে নেয়।

২ অক্টোবর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, তিনজন জেলে চিকিৎসাধীন। তাঁরা বলেন, গত ২৯ সেপ্টেম্বর ভোরে ৩০টি নৌকায় দস্যুরা হানা দেয়। তখন গুলিতে দুই জেলে নিহত হন। তাঁরা হলেন মনপুরা উপজেলার আবু কালাম ও তজিমুদ্দিন উপজেলার শফিক মহাজন। এ ছাড়া আহত হন আরও অন্তত ১৫ জন। অপহৃত হন পাঁচজন। তাঁদের প্রত্যেকে ৫০ হাজার টাকা করে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়েছেন। মুক্ত হওয়া জেলেদের একজন মো. ইউসুফ মাঝি (৪৫)। তিনি বলেন, দস্যুরা তাঁকে প্রথমে মনপুরা উপজেলার বদনার চরের মেঘনা নদী থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে আরও চারজন মাঝিকেও অপহরণ করা হয়। তাঁদের নেওয়া হয় হাতিয়ার উড়িরচর জঙ্গলে। তিনি আরও বলেন, দস্যুরা মুক্তিপণের জন্য তাঁর গলা টিপে ধরত। প্রথমে নির্যাতনের মাত্রা কম থাকে। পরে এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। নির্যাতনের সময় দস্যুরা বলে, টাকা ছাড়া মুক্তি নাই। মনপুরার রিজিরখাল মাছঘাটের কয়েকজন জেলে বলেন, চলতি বছর এ সময়ের মধ্যে তাঁদের ঘাটের ৩৫ জন জেলে দস্যুর কবলে পড়েন। মহসিন ও আবুল কালাম মাঝি নামে দুজন দস্যুর গুলিতে মারা গেছেন।

সৌদি আরবগামী শ্রমিকদের পকেট কাটছে দালালেরা

কাগজপত্রে খরচ দেখানো হয় ১৭ হাজার টাকা, দিতে হয় ১২ লাখ

শরিফুল হাসান ●

ফরিদপুরের আশরাফুল ইসলাম জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান জিএমজি ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে সম্প্রতি সৌদি আরবে গেছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সব কাগজপত্রে বলা হয়েছে, ১৭ হাজার ৪০০ টাকায় তাঁকে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে সৌদি আরবে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর খরচ হয়েছে ১১ লাখ টাকা। অথচ মাসে তাঁর বেতন ২০ হাজার টাকার চেয়েও কম।

আশরাফুলের বাবা কুব্বাত আলী খান *প্রথম আলো*কে বলেন, জমিজমা বিক্রি আর ধারদেনা করে তিনি এই টাকা জোগাড় করেছেন। সৌদি আরবে গিয়ে মাসে আশরাফুলের এক হাজার রিয়াল (২০ হাজার টাকা) করে বেতন পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিনি এখনো কোনো কাজ পাননি। উল্টো তাঁকে আরও ৬০ হাজার টাকা বিকাশ করে পাঠাতে হয়েছে।

আশরাফুলের মতোই একই ঘটনা ঘটেছে রাজবাড়ীর কবির খান, ঢাকার দোহারের কাশেম খান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জালাল মিয়াসহ হাজারো যুবকের ক্ষেত্রে। সরকার সৌদি আরবে লোক পাঠানোর ক্ষেত্রে জনশক্তি রপ্তানিকারকদের ১৭ হাজার ৪০০ টাকার সীমা বেঁধে দিলেও বাস্তবে ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা লাগছে। অথচ সরকারি নথিতে ১৭ হাজার ৪০০ টাকা নেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হচ্ছে। তবে গত আগস্ট থেকে সেই খরচ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৭ হাজার ৪০০ টাকা যৌক্তিক খরচ হয়ে থাকলে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন লাগছে, তা জানতে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, প্রক্রিয়াটির মধ্যে একাধিক স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে এই অতিরিক্ত খরচ। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য শুরু হয় সৌদি আরব থেকে, শেষ হয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে।

জনশক্তি রপ্তানিকারক এজেন্সিগুলো স্বীকার করেছে, সৌদি আরবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগের প্রতিটি চাহিদা বাংলাদেশি এজেন্সির বরাবরে আনতেই মধ্যস্বত্বভোগীদের এক থেকে দুই লাখ টাকা দিতে হয়। এরপর প্রতিটি চাহিদার বিপরীতে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক শ্রমিক সংগ্রহে নামে জেলা পর্যায়ের দালালরা। তারা একেকজন ইচ্ছুক শ্রমিকের কাছ থেকে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা নেয়। এরপর মন্ত্রণালয় থেকে শ্রমিক নিয়োগ অনুমতি নিতে মন্ত্রণালয়ে ঘুষ দিতে হয়। প্রতিটি নিয়োগ অনুমতির জন্য মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একজনকে ১৩ হাজার টাকা করে দিতে হয় বলে অভিযোগ করেছে শ্রমশক্তি রপ্তানিকারক এজেন্সিগুলো। এ ছাড়া দুর্নীতিবাজ একশ্রেণির কর্মকর্তাও ঘুষ নেন। সব মিলিয়ে একজন বিদেশগামীকে সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা খরচ করতে হয়।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে শুরু করে নানা পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিষয়টি জানলেও তাঁরা এই অনিয়ম বন্ধের কোনো ব্যবস্থা নেননি। বরং সরকারি কর্মকর্তাদের একটি অংশও এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছে।

*প্রথম আলো*র অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মন্ত্রণালয় থেকে শ্রমিক নিয়োগ অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি রাজধানীর মালিবাগে একটি ব্যবসায়িক কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ওই ব্যবসায়িক কার্যালয় পরিচালনাকারী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন বলে জানা গেছে। গোপালগঞ্জে বাড়ি এমন একজন ব্যবসায়ী সবার কাছ থেকে টাকা তুলে সেখানে পৌঁছে দেন। মন্ত্রীর দপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, রাজনৈতিক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সরকারি ব্যক্তিগত কর্মকর্তারাও সেখানে হাজিরা দেন। জনশক্তি রপ্তানিকারক অন্তত ১০ জন *প্রথম আলো*র কাছে বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলছেন, ঘুষ না দিলে নিয়োগ অনুমতি পাওয়া যায় না। ফলে সবাই এই চক্রের মাধ্যমে কাজ করে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন অনুযায়ী, বিদেশে শ্রমিক নিয়োগের জন্য এজেন্সিগুলোকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে নিয়োগ অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়।

এ বছরের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরব সফরের আগে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনেও মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তাতে মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং অসাধু তৎপরতার কারণে সৌদি আরবে যাওয়ার অতিরিক্ত খরচের কথা বলা হয়। তাতে ১৫টি জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নামও দেওয়া হয়, যারা অবৈধ এই তৎপরতা চালাচ্ছে।

সৌদি আরবের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ আগস্টে ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে শ্রমিকদের এই অতিরিক্ত খরচের বিষয়টি তুলে ধরেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, সৌদি আরব এবং বাংলাদেশের একশ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগীর কারণেই সৌদি আরবে কর্মী পাঠাতে ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা লেগে যায়। অভিবাসীদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করা সংগঠন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব দ্য রাইটস অব বাংলাদেশি মাইগ্র্যান্টসের (ওয়ারবি) চেয়ারম্যান সৈয়দ সাইফুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, '১৭ হাজার ৪০০ টাকায় লোক পাঠানোর বিষয়টি শুধু কাগজে-কলমে। বাস্তবে এখন ৮ থেকে ১০ লাখ লাগছে বলে আমরা জানি।'

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক কমিটির সভাপতি আবদুল হাই *প্রথম আলো*কে বলেন, এটা সত্যি, ১৭ হাজার ৪০০ টাকায় কাউকে পাঠানো হয় না। তবে সৌদি আরবের বাজার এত দিন সীমিত ছিল। তাই বেশি খরচ হয়েছে। এখন পুরোদমে বাজার চালু হলে খরচ এমনিতে কমে যাবে। সরকার-নির্ধারিত ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকাতেই তাহলে লোক পাঠানো সম্ভব হবে।

জনশক্তি রপ্তানি খাতের অনিয়ম শনাক্ত করতে মন্ত্রণালয়ের একটি টাস্কফোর্স রয়েছে। ঢাকার হজরত শাহজালাল ও চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশগামী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে এই টাস্কফোর্স জানতে পেরেছে, শুধু সৌদি আরব নয়, মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের কারণে বাংলাদেশ থেকে একজন কর্মীর কাতার, বাহরাইন বা ওমান যেতেও আড়াই থেকে ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হচ্ছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেপাল বা ভারতের একজন কর্মীর ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা লাগলেও একজন বাংলাদেশির বিদেশে যেতে ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি টাকা লাগছে। সমস্যা সমাধানে দেশ অনুযায়ী খরচ নির্ধারণ করে দেওয়া এবং ব্যাংকের মাধ্যমে টাকাপয়সা লেনদেনের সুপারিশ করেছে টাস্কফোর্স।

সরকারের একটি প্রতিবেদনে এর মধ্যে ১৫টি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যারা শ্রমিক নিয়োগের চাহিদাপত্র কেনাবেচা নিয়ন্ত্রণ করছে। এর মধ্যে রাব্বী ইন্টারন্যাশনাল ও অ্যাসুরেন্স সার্ভিস কোম্পানির বিরুদ্ধে ভিসা কেনাবেচার অভিযোগ এনে ব্যবস্থা নিতে ২০১৪ সালের ১ জুলাই সে সময়ের মন্ত্রীকে একটি চিঠিও দেয় বায়রা।

শ্রমবাজার আবার চালু হচ্ছে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিনিধিদলটি ১৭ অক্টোবর আশুলিয়ায় আরেকটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যায়। দুপুরে দলটির সদস্যরা প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিকেলে মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে সফরের নানা বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত হয়।

প্রতিনিধিদলের এই সফর ও শ্রমবাজার চালুর বিষয়ে জানতে চাইলে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী নুরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের সঙ্গে ইউএই প্রতিনিধিদলের অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। তারা আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, স্মার্ট কার্ডসহ সার্বিক বিষয় দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। শিগগিরই তারা আবার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া শুরু করবে। তবে দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। প্রতিনিধিদলটি দেশে গিয়ে প্রতিবেদন দেবে। তারপর দেশটি ব্যবস্থা নেবে। তবে তারা সাধারণ শ্রমিক ও পেশাজীবী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা তাদের সফরকে ইতিবাচকভাবে দেখছি। আশা করছি বন্ধ এই বাজারটি আবার চালু হয়ে যাবে।'

২০১২ সালের অক্টোবরে হঠাৎ করেই বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দেয় ইউএই। একপর্যায়ে গত বছরের নভেম্বরে বন্ধ হয়ে যায় ব্যবসায়ী ও পর্যটক ভিসা। জনশক্তি রপ্তানিকারকেরা বলছেন, আরব আমিরাতে কিছু বাংলাদেশির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতায় দুবাইয়ের ওয়ার্ল্ড এক্সপো-২০২০ সামনে রেখে রাশিয়াকে সমর্থন দিলে ক্ষুব্ধ হয় সংযুক্ত আরব আমিরাত। এ কারণে এত দিন বাজারটি চালু হয়নি। বাংলাদেশ পরে আগের অবস্থান থেকে সরে এসে আরব আমিরাতকে ভোট দিলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

২০১৪ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোট সরকার সংযুক্ত আরব আমিরাতে জনশক্তি রপ্তানি স্বাভাবিক করতে নানা উদ্যোগ নেয়। বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড এক্সপো-২০২০ সামনে রেখে সে দেশে যে কর্মযজ্ঞ হবে, তাতে বাংলাদেশি কর্মীদের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের অক্টোবরে সে দেশে সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুহাম্মদ বিন রশিদ আলমাকতুতের প্রতিও একই আহ্বান জানান। এরপর প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেছে।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আরব আমিরাতে কৃষি ও মৎস্য খাতে বিদেশি শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে। চলতি মাসেই আরব আমিরাতের জলবায়ু ও পরিবেশ-বিষয়কমন্ত্রী থানি বিন আহমেদ আলজায়দি ব্যাংককে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহ্‌রিয়ার আলমের সঙ্গে বৈঠকে বাজার চালুর সম্ভাবনার কথা শোনান। আর এবার শ্রমমন্ত্রীর সফর ঘিরে সব বাধা দূর হয়ে যাবে বলে আশা করছে সরকার।

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালে ১ লাখ ৩০ হাজার ২০৪ জন, ২০০৭ সালে ২ লাখ ২৬ হাজার ৩৯২ জন, ২০০৮ সালে ৪ লাখ ১৯ হাজার ৩৫৫ জন, ২০০৯ সালে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৩৪৮ জন, ২০১০ সালে ২ লাখ ৩ হাজার ৩০৮ জন, ২০১১ সালে ২ লাখ ৮২ হাজার ৭৩৯ জন, ২০১২ সালে ২ লাখ ১৫ হাজার ৪৫২ জন বাংলাদেশি ইউএইতে গেছেন। কিন্তু ২০১২ সালের অক্টোবরে বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ২০১৩ সাল থেকে মহিলা কর্মী বাদে অন্যদের যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাজারটি চালু হলে আবার বছরে কয়েক লাখ কর্মী সে দেশে যাওয়ার সুযোগ পাবে বলে আশা করছে সরকার।

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) মধ্যপ্রাচ্য-বিষয়ক কমিটির সভাপতি আবদুল হাই *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ইউএইর এই প্রতিনিধিদলের সফরের মধ্যে দিয়ে শিগগিরই আরব আমিরাতের শ্রমবাজার চালু হবে বলে আমরা আশা করছি। সৌদি আরবের পর এই বাজার চালু হলে জনশক্তি খাতের অচলাবস্থা কেটে যাবে।'

ঝামেলা এড়াতে বাড়ছে হিমায়িত খাদ্যের চাহিদা

আশরাফুল ইসলাম ●

ব্যস্ত নগরজীবনে সকাল ও বিকেলের নাশতা তৈরির ঝামেলা থেকে বাঁচতে এখন অনেক বাসাতেই প্যাকেটজাত রুটি-পরোটা ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার বাসায় অতিথি এলে বা বিকেলের নাশতা হিসেবে পুরি, শিঙাড়া, চিকেন নাগেটের মতো খাবারের চাহিদাও এখন বেশ ভালো। কারণ, এসব খাবার এখন আর দীর্ঘ সময় নিয়ে হাতে তৈরি করতে হয় না। ফ্রিজ থেকে বের করে তেলে ভাজলেই হয়ে গেল।

জীবনযাপনের পরিবর্তন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় হিমায়িত খাবারের প্রতি মানুষের নির্ভরতা তাই ক্রমেই বাড়ছে। এসব খাদ্যপণ্য আগে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। এখন দেশেই বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান এসব পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। বাজার ধরতে এসব প্রতিষ্ঠান বেশ বড় অঙ্কের বিনিয়োগও করেছে এ খাতে।

হিমায়িত খাদ্যপণ্য মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এগুলো হলো পরোটা, স্ন্যাকস ও মাংসের তৈরি খাদ্যপণ্য। মাংসের তৈরি খাদ্যপণ্যের বেশির ভাগই মুরগি থেকে তৈরি করা হচ্ছে। মাছের তৈরি খাবারের কিছু আইটেমও পাওয়া যায়।

বাজারে সুপারশপগুলোতে বেশি বিক্রি হয় এসব ব্র্যান্ডের হিমায়িত খাদ্য। তবে এখন ক্রেতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় অলিগলির বড় দোকানও এসব হিমায়িত খাদ্য রাখছে। বিভিন্ন কোম্পানি এক প্যাকেট শিঙাড়া বা সমুচা সাধারণত ১০০ থেকে ১৫০ টাকা বিক্রি করে। ২০টি পরোটার একটি প্যাকেট বিক্রি হয় ২০০ থেকে ২২০ টাকায়। চিকেন নাগেট, মিটবল, স্প্রিং রোল, চিকেন রোলের মতো আইটেমগুলো প্যাকেটের আকারভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়।

হিমায়িত খাদ্যের বাজারে এখন ১০টির বেশি কোম্পানি আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গোল্ডেন হারভেস্ট, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, কাজী ফার্মস, আইজি ফুডস, প্যারাগন, ব্র্যাক চিকেন, আফতাব ফুডস, সিপি, রিচ ফুড, এজি গ্রুপ ইত্যাদি।

এসব কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সব মিলিয়ে হিমায়িত খাদ্যপণ্যের বাজারের আকার ৩৫০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা। তবে প্রতিবছর এ বাজার গড়ে ৩০ শতাংশ হারে বাড়ছে। কিছু কিছু কোম্পানির বিক্রি বাড়ছে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ হারে।

দেশে ২০০৬ সাল থেকে হিমায়িত খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে গোল্ডেন হারভেস্ট। এদের হিমায়িত খাদ্যপণ্যের মধ্যে রয়েছে পরোটা, আলু ও ডালপুরি, বিফ ও চিকেন স্প্রিং রোল, শিঙাড়া, সমুচা, চিকেন নাগেটসসহ মুরগির মাংসের তৈরি নানা পদ। এ ছাড়া চিকেন মিটবল, মিষ্টি ও ঝাল স্বাদের চিকেন উইংস, পপ চিকেন, চিকেন স্ট্রিপস নামের নতুন কয়েকটি পণ্য সম্প্রতি বাজারে এনেছে তারা।

এসব খাদ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য গোল্ডেন হারভেস্টের ১৬টি পণ্য উৎপাদন লাইন আছে। আর উৎপাদিত পণ্য মজুত রাখার জন্য রয়েছে ৩৭টি ইউনিট। কোম্পানিটির গ্রুপ ব্র্যান্ড ম্যানেজার ফারহান হাদি *প্রথম আলো*কে বলেন, মানুষের ব্যস্ত জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে এখন অনেকেই তৈরি হিমায়িত খাদ্যের প্রতি ঝুঁকছেন। মানুষের নতুন এ চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখেই গোল্ডেন হারভেস্ট গত কয়েক বছরে ঢাকা ছাড়াও দেশের সব বড় শহরে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ হিমায়িত খাদ্যের বাজারে এসেছে ২০১৩ সালে। প্রতিষ্ঠানটির হিমায়িত খাদ্যের ব্র্যান্ড-নাম 'ঝটপট'। এ ব্র্যান্ডে তারা পরোটা, শিঙাড়া, সমুচা, রুটি, চিকেন স্প্রিং রোল, চিকেন নাগেট, চিকেন পেটি, চিকেন সসেজ, অনথন, পুরি, পপকর্নসহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করছে। দেশের পাশাপাশি কয়েকটি দেশে এসব খাদ্যপণ্য রপ্তানিও করছে প্রাণ-আরএফএল।

হিমায়িত খাদ্যপণ্য
৩ শ্রেণিতে
বিভক্ত

১ মাংসের তৈরি খাদ্য
২ স্ন্যাকস
৩ পরোটা

মাংসের তৈরি খাদ্যপণ্যের বেশির ভাগই মুরগি থেকে তৈরি করা হচ্ছে। কিছু মাছের তৈরি খাবারের আইটেমও পাওয়া যায়

সুপারশপের পাশাপাশি ক্রেতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় অলিগলির বড় দোকানও এসব হিমায়িত খাদ্য রাখছে

সব মিলিয়ে হিমায়িত খাদ্যপণ্যের বাজারের আকার ৩৫০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা। তবে প্রতিবছর এ বাজার গড়ে ৩০ শতাংশ হারে বাড়ছে

খুচরা বিক্রেতা পর্যায় পর্যন্ত সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখা এ খাতের চ্যালেঞ্জ

এক প্যাকেট সিঙাড়া বা সমুচা সাধারণত ১০০ থেকে ১৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ২০টি পরোটার একটি প্যাকেটের দাম ২০০ থেকে ২২০ টাকা

হিমায়িত খাদ্যের বাজারে নতুন এসেছে প্রাণ-আরএফএল আইজি ফুডস ও প্যারাগন

হিমায়িত খাদ্য মূলত শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা বেশি পছন্দ করে

এ বাজারে এখন ১০টির মতো কোম্পানি আছে। এর মধ্যে অংশীদারত্ব সবচেয়ে বেশি গোল্ডেন হারভেস্টের

কাজী ফুডস ইন্ডাস্ট্রিজ ২০১৪ সালে দেশের বাজারে হিমায়িত খাদ্যপণ্যের ব্যবসা শুরু করে। নিজস্ব খামারে উৎপাদিত মুরগির তৈরি বিভিন্ন আইটেমের পাশাপাশি টিজার্স, স্ট্রিপস, স্প্রিং রোল, নাগেটস, পরোটা, পুরি, সমুচা হালকা খাবারও বিক্রি করছে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের কাজী ফার্মস কিচেন আউটলেট নামের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র আছে। পাশাপাশি সুপারশপ ও সাধারণ মুদিদোকানে তাদের পণ্য বিক্রি হচ্ছে।

ভালো মানের কারণে খুব অল্প সময়ে বাজারে তাদের পণ্য জনপ্রিয়তা পেয়েছে বলে উল্লেখ করে কাজী ফুডসের ফ্র্যাঞ্চাইজি অপারেশন বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান বলেন, 'আমাদের খামারে মুরগিকে সবজিভিত্তিক (ভেজিটেবল বেসড) খাবার খাওয়ানো হয়। যাতে সর্বোচ্চ মানের মাংস উৎপাদন করা যায়। উৎপাদিত পণ্যে টেস্টিং সল্ট, নাইট্রেটের মতো কোনো প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয় না। এসব কারণেই কাজী ফুডসের পণ্য ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করেছে।'

ইসলাম গ্রুপের আইজি ফুডস লিমিটেড রেডি শেফ ব্র্যান্ডের নামে হিমায়িত খাদ্যপণ্য সম্প্রতি বাজারে নিয়ে এসেছে। এই ব্র্যান্ডের মুরগির তৈরি চার রকমের পণ্য আছে প্রতিষ্ঠানটির। এর মধ্যে ফ্রাইড চিকেন, উইংস, নাগেট, মিটবল, ড্রামস্টিকের মতো মুরগি থেকে প্রস্তুত খাদ্যপণ্যের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব খামারে উৎপাদিত হিমায়িত ব্রয়লার মুরগির মাংস বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

শুধু মুরগির মাংসের তৈরি বিভিন্ন হিমায়িত খাদ্যপণ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি বা অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করে সিপি। সিপির তৈরি চিকেন বল, ফ্রাইড চিকেন, চিকেন ললিপপ, চিকেন পেটি, চিলি নাগেটস ও রেগুলার নাগেটস বেশ জনপ্রিয় বাজারে। ঢাকার অনেক পাড়া-মহল্লায় সিপির ফ্র্যাঞ্চাইজিতে এসব খাবার ভেজে বিক্রি করা হয়। সর্বনিম্ন ২০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকার মধ্যে সিপির এসব খাদ্যপণ্য কিনতে পাওয়া যায়।

এ বছর ৪০টি আইটেমের হিমায়িত খাদ্যপণ্য নিয়ে বাজারে এসেছে প্যারাগন গ্রুপ। এর মধ্যে মুরগির তৈরি চিকেন আইটেম আছে ২৫টি। আর পরোটা, সমুচা, শিঙাড়া, চিকেন রোল, ভেজিটেবল রোলসহ ১৫ রকমের স্ন্যাকস আইটেম বাজারজাত করছে প্রতিষ্ঠানটি। ঢাকা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন সুপারশপ ও বড় দোকানে পাওয়া গেলেও শিগগির অন্য শহরে পণ্য বাজারজাত করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। প্রতি মাসে দুই থেকে আড়াই কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করা প্রতিষ্ঠানটি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বেচাকেনা পাঁচ কোটিতে উন্নীত করার লক্ষ্য ঠিক করেছে বলে জানা গেল।

হিমায়িত খাদ্যের বাজারে সম্ভাবনার পাশাপাশি এ খাতের কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও জানালেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল। তিনি বলেন, হিমায়িত খাদ্যপণ্যকে সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য খুচরা বিক্রেতা পর্যায় পর্যন্ত সরবরাহের ব্যবস্থা (কোল্ড চেইন) ঠিক রাখতে হয়। সরবরাহের ব্যবস্থা ঠিক রেখে সর্বোচ্চ মানের পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দিতেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এ ধরনের হিমায়িত খাদ্য মূলত শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা পছন্দ করেন। তাঁদের আগ্রহের কারণে পরিবারে অভিভাবকদের সেগুলো কিনতে হয়। আবার যাঁদের সকাল-বিকেল নাশতা বানানোর সময় নেই, তাঁদের কাছে এসব খাবার খুবই জনপ্রিয়। বাচ্চাদের স্কুলের টিফিন হিসেবেও এসব পণ্য জনপ্রিয়।

রাজধানীর শেওড়াপাড়ার বাসিন্দা উম্মে সালমা *প্রথম আলো*কে বলেন, ছোটরা এসব খাবার খেতে চায়। কিন্তু রাস্তার পাশের খাবার স্বাস্থ্যসম্মত নয়। সেগুলো পোড়া তেলে ভাজা হয়। দোকান থেকে কিনে এনে বাসায় ভেজে খাওয়ালে সে ঝুঁকি নেই।

চালকের ধূমপান নয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বছরের কম বয়সী কিশোরের কাছে তামাক জাতীয় পণ্য বিক্রি করে, তাকে জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

এত দিন আইন থাকলেও কঠোর প্রয়োগ ছিল না। বেশ কিছুদিন ধরে সরকার এই আইন প্রয়োগে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক কারও কাছে সিগারেট বিক্রি করা হলে বিক্রেতাকে এক লাখ কাতার রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হবে। এ ছাড়া দোকানি কারাদণ্ডেরও মুখোমুখি হতে পারেন। এ ছাড়া আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সম্প্রতি ওই পরিসীমা এক হাজার মিটারে উন্নীত করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা তাঁদের জন্য আরোপ করা হয়েছে, যাঁরা গাড়িতে ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে থাকাকালে ধূমপান করেন।

অন্যান্য বিধান

নতুন আইন অনুযায়ী কাতারের বিভিন্ন শপিং মল ও কফিশপের মতো জনবহুল স্থানে প্রকাশ্যে ধূমপান করলে সর্বোচ্চ তিন হাজার কাতারি রিয়ালে জরিমানা গুনতে হবে। এর আগে এই জরিমানার পরিমাণ ছিল ৫০০ রিয়াল। চলতি বছরের শুরুর দিকে উপদেষ্টা পরিষদ নতুন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। সাধারণ মানুষ এই পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, কাতারের শপিং মলগুলোতে ধূমপানের প্রবণতা বন্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

সরকারের নানা পদক্ষেপ সত্ত্বেও কাতারে ধূমপানের হার ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো স্টাডি অনুযায়ী, ২০১৩ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ (১৫ বছর বয়সের কাছাকাছি কিশোর) ধূমপান করে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী নতুন তামাক আইনের মাধ্যমে কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের এই মারাত্মক অভ্যাস থেকে নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত ধূমপানবিরোধী প্রচারণার কাজে ব্যবহারের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর ৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য। স্বেইকা ও অন্যান্য চর্বণযোগ্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি (২০১৩ সালে কাতারে ইলেকট্রনিক সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে), নতুন আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে তিন মাসের মধ্যে আইন লঙ্ঘনের ঘটনা রোধ করা এবং তামাক ব্যবসার ওপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে অন্তত দুটি দৈনিক পত্রিকায় নিয়ম লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজ খরচে প্রত্যয়নপত্র প্রকাশ করা।

দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত তামাকজাত দ্রব্য বাজেয়াপ্ত, ধ্বংস বা পুনঃ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। তবে এ রকম কোনো অভিযোগ আদালতে উপস্থাপিত হওয়ার আগে কাতারের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় বিষয়টি নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণিত হলে তাঁকে ফৌজদারি মামলা এড়াতে নির্ধারিত জরিমানার অর্ধেক টাকা পরিশোধ করতে হবে। নতুন আইনটি তামাকজাত দ্রব্য এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২-এর ২০ নম্বর ধারার পরিবর্তে জারি করা হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ নতুন আইন কবে থেকে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি।

গুরুর হয়ে শিষ্যের হাজতবাস!

মুক্তার হোসেন, নাটোর ●

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমা 'আয়নাবাজি'র কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের এই ঘটনার অনেক মিল রয়েছে! ছবির নায়ক টাকার বিনিময়ে অন্যের হয়ে কারাভোগ করতেন। বাস্তবের এই ব্যক্তি গুরুর কথা মানতে গিয়ে ফেঁসে গেছেন। গুরুর অপরাধ কাঁধে নিয়ে এখন হাজতবাস করছেন তিনি। বোকা বনেছে পুলিশও। কারাগারে ঢোকানোর সাত দিন পর পুলিশ জানতে পেরেছে, এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তি নন। আসল অপরাধীকে ধরতে এবার কারাগারে আটক শিষ্যের রঙিন ছবি নিয়ে তদন্ত করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

নাটোরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালত এই নির্দেশ দেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলার আসামি কলিমুদ্দিনের (৪৫) হয়ে জেল খাটছেন তাঁর শিষ্য আজাদুল ইসলাম (৩২) নামের এক যুবক। তিনি সিংড়া উপজেলার গুটিয়া গ্রামের আবদুল গণির ছেলে।

নাটোরের আদালত-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সিংড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) প্রদীপ কুমার সরকার গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সিংড়া উপজেলার গুটিয়া গ্রামের আখের প্রামাণিকের ছেলে কলিমুদ্দিনের বাড়ি থেকে ১০০ লিটার মদ উদ্ধার করেন। বাড়ির মালিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও আটক করা হয় আমির হামজা নামের এক মাদকসেবীকে। এ ঘটনায় বাড়ির মালিক কলিমুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী মর্জিনা বেগম ও আমির হামজার বিরুদ্ধে ওই দিনই সিংড়া থানায় মামলা হয়।

৭ এপ্রিল ওই আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে আদালত ১০ মে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। এরপরও আসামিরা আদালতে হাজির না হওয়ায় ২০ সেপ্টেম্বর আদালত আসামিদের বাড়ির মালামাল ক্রোক করার নির্দেশ দেন।

পরে ২৭ সেপ্টেম্বর পলাতক আসামি কলিমুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী মর্জিনা বেগম আইনজীবীর মাধ্যমে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করেন। আবেদন নামঞ্জুর করে আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সাত দিনের মাথায় ৪ অক্টোবর ধরা পড়ে জেলে আটক কলিমুদ্দিন আসল কলিমুদ্দিন নন। আসল কলিমুদ্দিন আদালতে হাজিরই হননি। কলিমুদ্দিন সেজে আদালতে ওই দিন হাজির হয়েছিলেন আজাদুল ইসলাম!

ওই দিনই আদালত-পুলিশ বিষয়টি আদালতের নজরে আনে। ঘটনা শোনার পর আদালত সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নাটোর জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কলিমুদ্দিনের হয়ে জেল খাটা আজাদুলের রঙিন ছবি সংগ্রহের পর সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেন। কারাগার থেকে আজাদুলকে ১০ অক্টোবর আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দেন।

১০ অক্টোবর কলিমুদ্দিন নামধারী আজাদুল ইসলামকে আদালতে হাজির করা হলে তিনি আদালতের খাসকামরায় জবানবন্দি দেন। তিনি জানান, তিনি কলিমুদ্দিনের শিষ্য। আদালতের এক কর্মচারী ও এক আইনজীবীর পরামর্শে প্রকৃত আসামি কলিমুদ্দিন তাঁর হয়ে তাঁকে (আজাদুল) আদালতে হাজির হতে বলেছিলেন। হাজির হলে যে হাজতে যেতে হবে, তা তিনি জানতেন না। জানলে তিনি মিথ্যা পরিচয়ে হাজির হতেন না বলে অনুশোচনা করেন।

আদালত-পুলিশের নথি উপস্থাপক (জিআরও) শরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, 'আজাদুলের লোকজনের কাছ থেকে ঘটনাটি জানার পর আমি বিষয়টি আদালতের নজরে দিই।'

এদিকে কলিমুদ্দিনের বদলে আজাদুলকে আদালতে হাজির হওয়ার পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আসামি পক্ষের আইনজীবী আজিম উদ্দিন। গতকাল দুপুরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দাবি করেন, তাঁর কাছে আসামি যে পরিচয় দিয়েছেন, সেই পরিচয়েই তিনি জামিনের আবেদন করেছেন। পরে প্রতারণার বিষয়টি জানার পর তিনি তা তদন্ত করে দেখার জন্য আদালতের কাছে লিখিত আবেদনও করেছেন।

সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিন মণ্ডল *প্রথম আলো*কে বলেন, তদন্তে আসামি কলিমুদ্দিনের পরিবর্তে তাঁর শিষ্য আজাদুলের জেল খাটার বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃত আসামিকে ধরার চেষ্টা চলছে।

শিমচাষে সমৃদ্ধ জীবন

মাহাবুবুল হক, ঈশ্বরদী (পাবনা) ●

পাবনার ঈশ্বরদীর মুলাডুলির আড়তে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ শিম আসে। সেখান থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রির জন্য শিম নিয়ে যান ব্যাপারীরা ● প্রথম আলো

ফসলের মাঠ ও সবজির আড়তে একসময় দিনমজুরিতে কাজ করতেন পাবনার ঈশ্বরদীর মুলাডুলি গ্রামের আবদুল হামিদ। কিন্তু অভাবের সংসারে দিনমজুরির আয়ে চলত না। কষ্ট লেগেই থাকত। ইতিমধ্যে এলাকার অনেককে শিমের চাষ করে ভালো আয় করতে দেখে তিনিও অন্যের জমি ভাড়া নিয়ে নেমে গেলেন এই সবজির আবাদে। বদৌলতে বছর দশেকের মধ্যে বেশ সচ্ছল হয়ে ওঠেন তিনি। নগদ ১০ লাখ টাকার পুঁজিতে সবজির আড়ত গড়ে তোলার পাশাপাশি বাড়িতেও তৈরি করেছেন দালান।

একইভাবে মুলাডুলি স্টেশনপাড়ার কৃষক নজরুল ইসলামও এক যুগ আগে জমি বর্গা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে শিমচাষ শুরু করেন। এত দিনে তাঁর ভাগ্য বদলে গেছে, সংসারে সচ্ছলতা এসেছে। টিভি, ফ্রিজ, মোটরসাইকেল সবই হয়েছে। যেখানে ছিল পুরোনো টিন ও খড়ের ঘর, সেখানে তৈরি করেছেন তিনতলা পাকা বাড়ি।

শিমচাষে শুধু নজরুল কিংবা হামিদই নন, গোটা মুলাডুলি গ্রামের শত শত মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। একসময় পিছিয়ে থাকা এই গ্রামটিতে কোথাও এখন আর খড়ের বা কাঁচা কোনো ঘর নেই। গ্রামে ঢুকলেই চোখে পড়ে চকচকে টিনের ঘর আর ঝকঝকে পাকা দালান। পরিবর্তন এসেছে সবার জীবনযাত্রায়। সবচেয়ে ভালো খবর হলো লেখাপড়া ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা।

শিমচাষকে ঘিরে মুলাডুলিতে গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের একটি বৃহৎ সবজির আড়ত ও দৈনিক বাজার। ব্যবসায়ী-আড়তদারেরা জানান, উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলাসহ রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগর চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার পাইকারি ব্যবসায়ীরা এই মোকাম থেকে ট্রাক বোঝাই করে শিম কিনে নিয়ে যান।

মুলাডুলি সবজিবাজার ও আড়তদার সমবায় সমিতির অর্থ সম্পাদক আমিনুর রহমান ওরফে শিম বাবু *প্রথম আলো*কে জানান, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে জানুয়ারি পর্যন্ত শিমের ভরা মৌসুম থাকে। এ সময় শুধু মুলাডুলি নয়, পাবনার আটঘরিয়া, কাশীনাথপুর, নাটোরের বড়াইগ্রাম, রাজাপুর, গুরুদাসপুর, লালপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার চাষিরাও এখানে শিম বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। সব মিলিয়ে মুলাডুলি থেকে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৭০ থেকে ৮০ ট্রাক শিম নেওয়া হয়। এই শিমের দাম এক কোটি টাকার মতো।

কৃষি কর্মকর্তাদের মতে, ঈশ্বরদী উপজেলায় প্রতিবছর আনুমানিক ৮০ থেকে ৯০ কোটি টাকার শিম বেচাকেনা হয়। এর অধিকাংশই হয় মুলাডুলিতে। তবে মুলাডুলির কৃষকদের দাবি, শুধু তাঁরাই মৌসুমে ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকার শিম বিক্রি করেন।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, মুলাডুলি মোকামে আগাম জাতের শিম উঠতে শুরু করেছে। প্রতি কেজি শিম ১০০ টাকা বা তার কিছু বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। সেখানে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার আড়তদার জসিম উদ্দিন *প্রথম আলো*কে জানান, শিমের মৌসুম শুরু হলেই তাঁরা ২৫-৩০ জন পাইকারি ব্যবসায়ী দল বেঁধে মুলাডুলিতে চলে আসেন। কিশোরগঞ্জে ব্যাপক চাহিদা থাকায় তাঁরা মুলাডুলি থেকে নিয়মিত পাইকারি দরে শিম কিনে নিয়ে যান।

ঈশ্বরদী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মুলাডুলি গ্রামের কৃষকেরা 'নিজেদের উদ্ভাবিত' নতুন পদ্ধতিতে শিম চাষ করেন। এটি ইতিমধ্যে 'মুলাডুলি শিমচাষ' পদ্ধতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের আরও কয়েকটি জেলার কৃষকেরা এখন শিমচাষে লাভবান হচ্ছেন। এমনকি বিভিন্ন জেলা থেকে কৃষি বিভাগের কর্মীরাও সরেজমিনে 'মুলাডুলি শিমচাষ পদ্ধতি' দেখতে আসেন।

স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারাও মুলাডুলির শিমচাষ পদ্ধতিকে দেশের কৃষি খাতের জন্য একটি মডেল মনে করেন। কারণ, মুলাডুলিতে প্রায় তিন দশক ধরে একটি কার্যকর পদ্ধতিতে শিমের চাষ হয়ে আসছে।

মুলাডুলির প্রবীণ কৃষকেরা জানান, আগে শিমচাষ হতো মূলত বাড়ির আঙিনায়। কিন্তু ২৭-২৮ বছর ধরে নিজেদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ফসলের মাঠেই চাষ হচ্ছে শিমের। এ পদ্ধতিতে কৃষকেরা জমিতে মাটি উঁচু (ঢিবি) করে শিমের আবাদ করেন, যাতে পানি না জমে। কারণ, শিমের জমিতে পানি জমলে গাছ মরে যায়। শিমের গাছগুলো বেড়ে ওঠার জন্য তৈরি করা হয় জাংলা। গাছে যখন শিম ধরে তখন তা এই জাংলাতেই ঝুলে থাকে।

প্রবীণ শিমচাষি শফিকুর রহমান বলেন, ১৯৮৮ সালের দিকে এলাকার আবদুল খালেকসহ কয়েকজন কৃষক প্রথম এই পদ্ধতিতে শিমের আবাদ শুরু করেন। তাতে ভালো ফলন হওয়ায় পরের বছর থেকেই এ পদ্ধতিতে, অর্থাৎ জমিতে ঢিবি তৈরি করে শিমের চাষ করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। এভাবে এক এক করে গ্রামের অন্য কৃষকেরাও শিমচাষের দিকে ঝুঁকে পড়েন। পরবর্তী সময়ে এ পদ্ধতিতে শিমচাষ অন্যান্য জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে।

মুলাডুলি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান সেলিম মালিথা বলেন, শিমচাষের কারণে মুলাডুলির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। বর্তমানে এখানকার ৯৫ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিমচাষের সঙ্গে জড়িত। শিম চাষ করে লাভবান হয়ে উঠছেন কৃষকেরা। গ্রামের চেহারা বদলে গেছে। গ্রামে খড় ও টিনের ঘরের পরিবর্তে ইট-সিমেন্টের নতুন বাড়িঘর তৈরি হয়েছে।

সেলিম মালিথা আরও বলেন, মুলাডুলিতে মানুষ আর বেকার নেই। নারী-পুরুষ সবাই মিলে শিমচাষে নিয়োজিত আছেন। এ ছাড়া শিমের জমিতে ফুল বাছাই ও পরিচর্যার কাজ করেন প্রচুরসংখ্যক দিনমজুর। তাঁরা প্রত্যেকে প্রতিদিন (মৌসুমে) ২০০ থেকে ৩০০ টাকার মতো আয় করেন।

কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষকদের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, মুলাডুলিতে তিন জাতের শিম উৎপাদন হয়। এগুলো হচ্ছে রূপবান, অটো ও ঘৃতকাঞ্চন শিম। এর মধ্যে অটো শিমের আবাদ শুরু হয়েছে তিন বছর আগে থেকে।

ঈশ্বরদী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, গোটা মুলাডুলি ইউনিয়নে এখন শিমচাষির সংখ্যা ৪ হাজার ৬০০। প্রতিবছর এখানে শিমের আবাদ বাড়ছে। যেমন এ বছর ঈশ্বরদীতে ১ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে শিমের চাষ হয়েছে। এর মধ্যে মুলাডুলিতেই হয়েছে ১ হাজার ২০০ হেক্টরে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রওশন জামাল *প্রথম আলো*কে জানান, মুলাডুলি বর্তমানে শিমচাষের একটি মডেল গ্রাম। কারণ, শিমের আবাদ এখানকার কৃষকদের ভাগ্য বদলে দিয়েছে। এতে তাঁদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। তিনি আরও বলেন, মুলাডুলি শিমচাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের অন্যান্য জেলার কৃষকেরাও এখন স্বাবলম্বী হচ্ছেন। বর্তমানে এটি খুবই লাভজনক ও উচ্চমূল্যের সবজি। ধানের তুলনায় দাম বেশি হওয়ায় কৃষকেরা এই শিম চাষে ঝুঁকে পড়ছেন।

টেকনাফের সেরা বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ বেঞ্চের সংকট!

টেকনাফ (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি** ●

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সাবরাং উচ্চবিদ্যালয় ফলাফলের বিবেচনায় উপজেলার সেরা বিদ্যালয়। টানা পাঁচ বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বিদ্যালয়টি। শিক্ষার্থীরা বরাবর ভালো ফল করলেও এই বিদ্যালয়ে নেই পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ ও টুল-বেঞ্চসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। রয়েছে শিক্ষক সংকটও। এতে ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যালয়ের পাঠদান।

সাবারাং বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা জানান, ২০১২ সাল থেকেই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে। টানা পাঁচ বছর ধরে শত ভাগ পাসের রেকর্ডও গড়েছে বিদ্যালয়টি। প্রতি বছর বেশ কিছু শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাচ্ছে। বিদ্যালয়টি থেকে ২০১৪ সালে ৫৪ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে সবাই পাস করেছে। এদের মধ্যে চারজন পেয়েছে জিপিএ-৫। ২০১৫ সালেও পাসের হার ছিল শতভাগ। ওই বছর ৫৬ জন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। জিপিএ-৫ পেয়েছিল সাতজন শিক্ষার্থী। আর এ বছর ৫৫ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। একজন পেয়েছে জিপিএ-৫।

সাবারাং বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়!নের সিকদারপাড়া এলাকায় একটি টিনের ছাউনিযুক্ত আধা পাকা ভবনে তিনটি শ্রেণিকক্ষ নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৭ সালে নিম্নমাধ্যমিকের অনুমতি পাওয়ার পর থেকে বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চলছে। কিন্তু বাড়েনি শ্রেণিকক্ষ, বেঞ্চ এবং অন্যান্য উপকরণ। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৭৪২ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। সে অনুপাতে শিক্ষক দরকার ১৮ জন। কিন্তু কর্মরত রয়েছেন ১২ জন। এর মধ্যে কেবল ছয়জন সরকারি এমপিওভুক্ত। বিদ্যালয়ে ১৫টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন হলেও রয়েছে আটটি। বাধ্য হয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এক বেঞ্চে পাঁচ-ছয়জন শিক্ষার্থীকে বসতে হয়েছে।

৬ অক্টোবর সরেজমিনে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির 'ক' শাখায় গাদাগাদি করে বসেছে শিক্ষার্থীরা। ওই শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩৯ জন। কথা হয় শিক্ষার্থী তসলিমা আক্তার, রিনা আক্তার ও কল্পনা শর্মার সঙ্গে। তারা জানায়, এক কক্ষে প্রায় দেড় শ শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে বসে। এ কারণে তারা শিক্ষকের পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না।

ষষ্ঠ শ্রেণির ওই শাখায় পাঠদান করছিলেন শিক্ষক মোহাম্মদ এজাজ। তিনি বলেন, এত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে পাঠদান করা কঠিন। বাড়তি শ্রেণিকক্ষ থাকলে আরও একটি শাখা করা যেত। বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের এভাবে পাঠদান করতে হচ্ছে।

ইউপি নির্বাচনে ফুলগাজীতেও বিনা ভোটে দুই চেয়ারম্যান

পরশুরামে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই!

ফেনী অফিস ●

ফেনীর পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলার নয়টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে এবারও পাঁচটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে চলেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা। এর মধ্যে ফুলগাজীর আনন্দপুর ইউনিয়নে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় বাদ পড়েন বিএনপির মনোনীত এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী। অন্য চারটি ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থীসহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৪ অক্টোবর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

দ্বিতীয় ধাপে গত মার্চ মাসে ফেনীর ফুলগাজী ও পরশুরামের নয়টি ইউপিতে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রার্থীদের অব্যাহত হুমকি ও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে মারধর করার ঘটনায় ফুলগাজীর ছয় ইউপির নির্বাচন স্থগিত করে কমিশন। আর পরশুরামের তিন ইউপির প্রতিটিতেই চেয়ারম্যান পদে মাত্র একজন করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় সেখানেও ভোট স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

পরে দুটি উপজেলার নয়টি ইউনিয়নে নতুন করে তফসিল ঘোষণা করে কমিশন। ৩১ অক্টোবর নয়টি ইউনিয়নে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

পরশুরাম উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সাহেদা আক্তার ১৪ অক্টোবর মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল ১৪ অক্টোবর। চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা ও সাধারণ ওয়ার্ড সদস্য পদের অনেক প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এখন তিন ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে মাত্র একজন করে প্রার্থী রয়েছেন। এ ছাড়া সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে তিন ইউনিয়নে নয়জনের মধ্যে আটজন এবং তিন ইউনিয়নের ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪ জন সদস্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন।

সাহেদা আক্তার বলেন, উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নে সাতটি সাধারণ ওয়ার্ডে, চিথলিয়া ইউনিয়নে তিনটি সাধারণ ওয়ার্ডে ও বক্সমাহমুদ ইউনিয়নে তিনটি সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের মধ্যে একটি এবং তিনটি সাধারণ ওয়ার্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জানতে চাইলে পরশুরাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, দল মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছে কি না, তা তিনি জানেন না।

পরশুরামের তিন ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাওয়া আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা হলেন মির্জানগর ইউনিয়নে মো. নুরুজ্জমান ওরফে ভুট্টু, চিথলিয়া ইউনিয়নে জসিম উদ্দিন এবং বক্সমাহমুদ ইউনিয়নে জাকির হোসেন চৌধুরী।

নাম না প্রকাশের শর্তে স্থানীয় বিএনপির কয়েকজন নেতা বলেন, চাপের কারণেই বিএনপির প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন।

অবশ্য ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুর রহমান দাবি করেন, নিশ্চিত পরাজয় জেনেই পরশুরাম ও ফুলগাজীর বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থীরা সরে দাঁড়িয়েছেন।

এদিকে ফুলগাজী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, উপজেলায় ছয়টি ইউনিয়নের মধ্যে দুটিতে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন। তাঁরা হলেন আনন্দপুর ইউনিয়নে হারুন মজুমদার ও দরবারপুর ইউনিয়নে নিজাম উদ্দিন মজুমদার।

সাতকানিয়ায় ২৫ বসতঘর বিলীন

শঙ্খের ভাঙনে আতঙ্কে তিন শতাধিক পরিবার

মামুন মুহাম্মদ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার উত্তর তুলাতলী গ্রাম। চরতি ইউনিয়নের শঙ্খ নদের পাড়ের এই গ্রামের বাসিন্দাদের দিন কাটে এখন আতঙ্কে। এই বর্ষায় শঙ্খের ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে ২৫টি বসতঘর, ভাঙনের মুখে আছে আরও ৫০টি।

গ্রামের বাসিন্দা নুরুল হাকিম বলেন, 'ঘরের অর্ধেক বিলীন হয়ে গেছে শঙ্খে। বাকিটা যেকোনো মুহূর্তে চলে যাবে। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হারালে কোথায় যাব, কী করব কিছুই ভাবতে পারছি না। এখন বৃষ্টি হলেই আতঙ্কে থাকি। শুধু আমি না, গ্রামের সবাই ভয়ে ভয়ে দিন পার করছেন।'

চরতির উত্তর তুলাতলী ছাড়াও ভাঙন আতঙ্ক ভর করেছে সাতকানিয়ার শঙ্খপাড়ের আরও ১৪ গ্রামের তিন শতাধিক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। প্রতি বছরই নদের ভাঙনে বিলীন হচ্ছে বসতঘর ও ফসলি জমি।

১০ অক্টোবর সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের বিশ্বহাট, জেলেপাড়া, কালিয়াইশ ইউনিয়নের মাইঙ্গাপাড়া, কাটগড়, পূর্ব কাটগড়, নলুয়া ইউনিয়নের টেন্ডলপাড়া, আমিলাইশ ইউনিয়নের সরওয়ার বাজার, মধ্যম আমিলাইশ, পশ্চিম আমিলাইশ, চরতি ইউনিয়নের উত্তর তুলাতুলী, তুলাতুলী, মধ্যম চরতি, উত্তর ব্রাহ্মণডাঙ্গা, দক্ষিণ ব্রাহ্মণডাঙ্গা ও দ্বীপ চরতি এলাকায় প্রায় আট কিলোমিটারে নদের ভাঙন তীব্র। এসব এলাকায় বসতঘরের পাশাপাশি ভাঙনের মুখে রয়েছে পশ্চিম আমিলাইশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দ্বীপ চরতি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও বিভিন্ন বাজারের ১৫টি দোকানসহ ফসলি জমি ও বাগান। এদিকে চরতি ইউনিয়নের উত্তর ব্রাহ্মণডাঙ্গা-যতরমুখ সড়কটির অন্তত এক কিলোমিটার নদের বুকে হারিয়ে গেছে।

বাসিন্দারা জানায়, প্রতি বছর বর্ষার মৌসুমে নদের ভাঙন তীব্র হয়। তা ছাড়া সারা বছরই জোয়ার-ভাটা ও পানির স্রোতে শঙ্খের পাড় ভাঙছে। নদের ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নিতে জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেও কোনো কাজ হচ্ছে না।

ধর্মপুর জেলেপাড়ার বাসিন্দা সুবল জলদাশ (৩৮) বলেন, 'চোখের সামনেই কতগুলো ঘর শঙ্খের বুকে বিলীন হয়ে গেছে।'

ইলিশের প্রজনন মৌসুম ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত সরকার ইলিশ মাছ শিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মেঘনা পাড়ের জেলেরা তা মানছেন না। ১৪ অক্টোবর উপজেলার নুনেরটেক এলাকায় মেঘনা নদীতে কারেন্ট জাল ফেলে অবাধে ধরা হচ্ছে ইলিশ ● প্রথম আলো

ইলিশের দাম বৃদ্ধির খবরে মেঘনায় অবাধে শিকার!

মনিরুজ্জামান, সোনারগাঁ ●

ইলিশের নির্বিঘ্ন প্রজনন নিশ্চিত করতে সরকার ১২ অক্টোবর থেকে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে সব নদীতে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহন, মজুত, বাজারজাতকরণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। তবে এ বিষয়ে প্রচারণা না থাকায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মেঘনা নদীতে চলছে অবাধে ইলিশ মাছ আহরণ।

১৪ অক্টোবর দুপুরে মেঘনা নদীর বৈদ্যেরবাজার লঞ্চঘাট থেকে ট্রলারযোগে নুনেরটেক, মেঘনা সেতু এলাকা ও চরকিশোরগঞ্জ এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, নদীর প্রায় ১৬ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে শতাধিক কারেন্ট জাল ফেলে জেলেরা মাছ শিকার করছেন। এ সময় কয়েকজন জেলে বলেন, গত কয়েক দিনে হঠাৎ করে ইলিশের দাম বেড়েছে। জেলেরাও ইলিশ ধরায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় নদীতে জেলেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাছ ধরায় ব্যস্ত উপজেলার নুনেরটেক গ্রামের জেলে নেকবর আলী ও নোয়াব মিয়া বলেন, ইলিশ মাছ ধরার বিষয়ে এখন সরকারের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না তা তাঁরা জানেন না। তাঁরা বলেন, এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো জেলেকে জানানো হয়নি। মৎস্য বিভাগের কোনো কর্মকর্তা নদীতে আসেননি বা মাইকিংও করা হয়নি।

চরকিশোরগঞ্জ গ্রামের জেলে ইজ্জত আলী ও শাহীন মিয়া বলেন, 'সরকার ইলিশ মাছ ধরতে আমাদের এলাকায় নিষিদ্ধ করেনি। আমরা সারা বছর ধরেই নদীতে মাছ ধরি।'

বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের সাতভাইয়াপাড়া গ্রামের জেলে নারায়ণ চন্দ্র ও বিকাশ চন্দ্র বলেন, 'নদীতে মাছ ধরতে না পারলে পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে। মাছ ধরা বন্ধ করলে অন্যরা সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পায়। আমরা তো কোনো সাহায্য পাই না।'

এদিকে নদীতে অবাধে জাল ফেলে ইলিশ শিকারের প্রভাব পড়েছে সোনারগাঁয়ের প্রধান মাছের আড়ত হিসেবে পরিচিত বৈদ্যেরবাজার ফিশারিজ ঘাট ও স্থানীয় মোগড়াপাড়া চৌরাস্তা মাছের বাজারে। গতকাল এসব মাছের বাজার ঘুরে দেখা যায়, অবাধে জাটকাসহ মা ইলিশ বিক্রি করা হচ্ছে।

বৈদ্যেরবাজার ফিশারিজ ঘাটের মাছ ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বলেন, জেলেরা ইলিশ শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে না জানলেও পাইকারেরা জানেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ভয়ে দুই দিন ধরে পাইকারেরা ইলিশ নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছেন না। তাই স্থানীয় বাজারগুলোতে ইলিশের সরবরাহ বেশি।

এ ব্যাপারে জানতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মমিনুল হকের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন দিলেও বন্ধ পাওয়া যায়।

তাড়াইলে ১০ টাকার চাল যাচ্ছে সচ্ছল পরিবারে

আবদুস সাত্তার, তাড়াইল (কিশোরগঞ্জ) ●

কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার ধলা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেকান্দরনগর গ্রামের (নয়াপাড়া) বাসিন্দা মো. ইব্রাহিম গত বৈশাখ মাসে ৬০০ মণ ধান পেয়েছেন। তাঁর বসতঘরে রয়েছে ফ্রিজ, রঙিন টেলিভিশনসহ মূল্যবান আসবাব। ব্যাটারিচালিত চারটি অটোরিকশা, চারটি গরু ও চাষাবাদের জমিও রয়েছে তাঁর।

এই সচ্ছল গৃহস্থের নামই ধলা ইউনিয়নের জন্য প্রস্তুত করা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তালিকায় রয়েছে। তালিকার ৯৩ ক্রমিকে তাঁর নাম পাওয়া গেছে। অথচ হতদরিদ্রদের মাঝে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ করার জন্য সরকার এই খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আর চাল পাচ্ছেন ইব্রাহিমের মতো ধনী ব্যক্তিরা।

৩০০ টাকা দিয়ে ডিলারের কাছ থেকে ৩০ কেজি চাল কিনে আনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইব্রাহিমের ছেলে কামরুল ইসলাম। শুধু ইব্রাহিম নন, এই ওয়ার্ডের ৩০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সাতজনই সচ্ছল। এদের মধ্যে ১০২ ক্রমিকে আলম, ৯৪ ক্রমিকে রফিকুল, ১০৯ ক্রমিকে আনোয়ার হোসেন, ৮৫ ক্রমিকে আফিয়া খাতুন, ৮৮ ক্রমিকে জুয়েনা, ১১৩ ক্রমিকে হারুনা আক্তার ও ১০১ ক্রমিকে গেনু মিয়ার নাম রয়েছে।

অথচ একই ওয়ার্ডের মৃত আবদুল আজিজের স্ত্রী আছিয়া আক্তার একটি কুঁড়েঘরে থাকলেও তাঁর নাম তালিকায় ওঠেনি। আছিয়ার মতো হতদরিদ্র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ফরিদ মিয়া, বাকপ্রতিবন্ধী আবদুল ওয়াদুদ, ভিক্ষুক মন্নাক মিয়া, আবদুল করিম, আবদুল হাকিমসহ হতদরিদ্র অনেকের নাম তালিকাভুক্ত হয়নি।

অভিযোগ রয়েছে, সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরির সময় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং রাজনীতিবিদেরা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। আবুল কাসেম, শাহিন মিয়াসহ অনেকেই অভিযোগ করেন, যাঁরা চাল পাওয়ার যোগ্য তাঁদের বাদ দিয়ে ধনীদের নাম তালিকায় রাখা হয়েছে।

হতদরিদ্রদের বাদ দিয়ে সচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি স্বজনপ্রীতির নজির পাওয়া গেছে। ধলা ইউপির সংরক্ষিত (১, ২, ৩) ওয়ার্ডের সদস্য মাসুমা আক্তারের স্বামী আবদুল কাদির (ক্রমিক ৯১), মেয়ে পান্না আক্তার (ক্রমিক ১০৭), দেবর আবদুল গণি (ক্রমিক ১০৬), চাচাতো দেবর রঞ্জু মিয়া (ক্রমিক ১০৫), ভাগনের স্ত্রী ঝর্না আক্তারসহ পাঁচজনের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন মাসুমা।

কোথায় হচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়?

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রামে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় হবে, এ নিয়ে আছে মতভিন্নতা। কেউ চাইছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের বর্তমান ক্যাম্পাসেই বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক। আর অনেকে ফৌজদারহাটে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করার পক্ষে মত দেন। এ মতভিন্নতার মধ্যেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য স্থান হিসেবে ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গত ১ জুলাই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) ক্যাম্পাসে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। গত ১৫ জুলাই প্রকৌশলী-স্থপতিদের নিয়ে ক্যাম্পাসের স্টাফ কোয়ার্টার-সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন। তিনিও সেখানে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেছিলেন। তবে এখন ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ৭ অক্টোবর প্রকৌশলী ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) কয়েকজন নেতাসহ ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল এলাকা পরিদর্শন করেন।

জানতে চাইলে মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আমি চমেক ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ফৌজদারহাট এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে এগোচ্ছি। জায়গাটি চমেকের চেয়ে ভালো মনে হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানেন। প্রাথমিকভাবে স্থানটি নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আমরা একটি সার্ভে কমিটি করে দিচ্ছি। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

> “আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আমি চমেক ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ফৌজদারহাট এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে এগোচ্ছি
>
> **মোশাররফ হোসেন**
> গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী

এর আগে গত ১৮ আগস্ট চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর অনানুষ্ঠানিক পত্র (ডিও লেটার) দেন। ওই চিঠিতে তিনি ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে উল্লেখ করেন।

জানতে চাইলে এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমি ফৌজদারহাটে বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য কেবল ডিও লেটার নয়, যুদ্ধ করেছি। চাঁদাবাজি আর ঠিকাদারি করার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের বর্তমান ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে চেয়েছিল কয়েকজন।' তিনি বলেন, ফৌজদারহাটের জায়গাটি খোলামেলা। ওখানে অনেক সম্প্রসারণের সুবিধা আছে। ফৌজদারহাট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত।

সূত্র জানায়, ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতালের ক্যাম্পাসে ১৬ একর খালি জমি আছে। পাশাপাশি আরও প্রায় ১৪ একর জমি অধিগ্রহণ সম্ভব। এ ছাড়া একই ক্যাম্পাসে দুই একর জমির ওপর অবস্থিত চারতলার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ (বিআইটিআইডি) হাসপাতাল ভবন ১১ তলা পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

স্বাচিপ সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের বর্তমান ক্যাম্পাসে, নাকি ফৌজদারহাটে বিশ্ববিদ্যালয় হবে—তা নিয়ে চট্টগ্রামে স্বাচিপের নেতাদের মধ্যে ভিন্নমত ছিল। চমেকের স্বাচিপ নেতারা চাইছিলেন বর্তমান ক্যাম্পাসেই বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ও বিএমএর চট্টগ্রামের সভাপতি মুজিবুল হক খানও চমেক ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় করার ইতিবাচক দিকগুলো গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। স্বাচিপের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আ ন ম মিনহাজুর রহমান, বিএমএর চট্টগ্রামের যুগ্ম সম্পাদক ফয়সাল ইকবাল চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন স্বাচিপ নেতা শুরু থেকেই ফৌজদারহাটে বিশ্ববিদ্যালয় করার বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। বিএমএর চট্টগ্রামের সাবেক সভাপতি শেখ শফিউল আজমও ফৌজদারহাটে বিশ্ববিদ্যালয় করার পক্ষে মত দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসকে সম্ভাব্য স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি মুজিবুল হক খান।

নতুন স্থান নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, 'গণপূর্তমন্ত্রী ফৌজদারহাট পরিদর্শন করে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। আরও আলাপ-আলোচনা হবে। মন্ত্রণালয় শেষ পর্যন্ত স্থান চূড়ান্ত করবে।' চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের চেয়ে ফৌজদারহাটের জায়গাটি খোলামেলা বলে মন্তব্য করেন মেয়র।

লবণমাঠ তৈরির জন্য কক্সবাজারের কুতুবদিয়া উপজেলার চর ধুরুং সৈকতের ঝাউগাছ নিধন চলছে। ১২ অক্টোবর ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো

কুতুবদিয়ায় 'প্রায় দেড় হাজার গাছ' কেটেছে দুর্বৃত্তরা

লবণমাঠ বানাতে কাটা হচ্ছে ঝাউগাছ!

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার ●

'লবণ চাষ করতে' কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের চরধুরুং সৈকত থেকে ঝাউগাছ কেটে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা।

বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ২০১০ সালে চরধুরুং সৈকতের প্রায় আড়াই কিলোমিটারজুড়ে (২৫ হেক্টর) উপকূলীয় বন বিভাগ সাত হাজারের বেশি ঝাউগাছ রোপণ করে। গাছগুলো এখন ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে চরধুরুং এলাকার প্রভাবশালী এক ব্যক্তির নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা রাতের বেলায় শত শত ঝাউগাছ কেটে নিচ্ছে।

চরধুরুং এলাকার লবণচাষি গিয়াস উদ্দিন বলেন, ঝাউবাগান কেটে সেখানে লবণমাঠ তৈরি করা হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে লবণ উৎপাদনের নতুন মৌসুম শুরু হচ্ছে। তাই আগেভাগে গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে। যারা গাছ কাটছে, তারা প্রভাবশালী হওয়ায় এলাকার মানুষ বাধা দিতে পারছেন না।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত সাত দিনে এ বাগানের প্রায় দেড় হাজার ঝাউগাছ কাটা হয়েছে। অন্য গাছগুলোও কেটে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা।

স্থানীয় লোকজন বলেন, রাতের বেলায় গাছ কাটা হয়। আর গাছ কাটার চিহ্ন মুছে ফেলতে দিনের বেলায় শিশু-কিশোরদের দিয়ে গাছের গোড়া উপড়ে ফেলা হচ্ছে। তারপরও বাগানে শত শত গাছের গোড়া এখনো রয়ে গেছে।

বেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের সমৃদ্ধি প্রকল্পের সমন্বয়কারী ফজলুল হক বলেন, উপকূল রক্ষার ঝাউগাছগুলো কেটে ফেলায় জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের পাশাপাশি বসতিও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তিনি বলেন, গত ২১ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে উপজেলার চারটি ইউনিয়নের প্রায় ২০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ভেঙে গেছে। এর মধ্যে উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে ভেঙে গেছে প্রায় ১০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ। ওই সময় উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের সাত হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। এখনো ৮০ শতাংশ মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারেনি। ভাঙা বেড়িবাঁধ এখনো খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে ঝাউগাছগুলো কেটে ফেললে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

উপকূলীয় বন বিভাগের কুতুবদিয়া উপজেলা রেঞ্জ কর্মকর্তা অসিত কুমার রায় বলেন, চরধুরুং এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মো. ফারুকের নেতৃত্বে মজিব বাহিনীর লোকজন লবণমাঠ তৈরির জন্য সমুদ্রসৈকতের প্যারাবন ও ঝাউবাগান উজাড় করছে। বন বিভাগের বাধার কারণে লবণমাঠ তৈরি বন্ধ হলেও গাছ চুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। কারণ, বন কার্যালয় থেকে ঘটনাস্থল ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে। স্বল্পসংখ্যক বনকর্মী দিয়ে সেখানে দিন-রাত পাহারা বসানো কঠিন। মজিব বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য জলদস্যু। মজিব ইউপি সদস্য ফারুকের আপন ভাই।

রেঞ্জ কর্মকর্তা বলেন, এখন ঝাউবাগানের ভেতরে গাছের যেসব গোড়া দেখা যাচ্ছে, সেগুলো রোয়ানুর আঘাতে ভেঙে যাওয়া গাছের। সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায়ও প্রতিদিন কিছু কিছু ঝাউগাছ বিলীন হচ্ছে।

অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে ইউপি সদস্য মো. ফারুক বলেন, ঝাউগাছ নিধনের সঙ্গে তিনি ও তাঁর ভাই মজিব জড়িত নন। তাঁর দাবি, চট্টগ্রামের বাঁশখালী থেকে লোকজন ট্রলার নিয়ে এসে ঝাউগাছগুলো কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আবার এলাকার কিছু দরিদ্র মানুষও জ্বালানির জন্য ঝাউগাছ কেটে নিচ্ছে। দুর্গম এলাকা হওয়ায় ঝাউগাছ নিধন বন্ধ করা যাচ্ছে না।

উত্তর ধুরুং ইউপি চেয়ারম্যান আ স ম শাহরিয়ার চৌধুরী বলেন, 'চরধুরুং সৈকতে সৃজিত ঝাউবাগানের প্রায় ৬০০ গাছ কেটে ফেলার খবর পেয়েছি।' তিনি বলেন, তিনি কুতুবদিয়ার বাইরে আছেন। তাই গাছগুলো কারা কাটছে, তা বলতে পারছেন না। এলাকায় ফিরে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাখা আছে ঘোরে না, বাল্ব আছে জ্বলে না

নাটোরের হাটদৌল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

নাটোর প্রতিনিধি ●

মাথার ওপর বৈদ্যুতিক পাখা ও বাল্ব ঝুলছে। অথচ গরমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা হাতপাখা ও বই-খাতা দুলিয়ে বাতাস নেন। আকাশ অন্ধকার হলে শ্রেণিকক্ষে মোমবাতি জ্বালিয়ে চলে পড়ালেখা। দুই বছর ধরে এ দৃশ্য নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার হাটদৌল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় ভবনটি নির্মিত হওয়ার দুই বছর পরও বিদ্যুৎ-সংযোগ না পেয়ে এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে এলজিইডি ৩৯ লাখ ৫৫ হাজার টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়টির জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ করে দিয়েছে। ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পর ঠিকাদার ভবনে ওয়্যারিংয়ের কাজও করেন। শ্রেণিকক্ষে ফ্যান, লাইটসহ প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সামগ্রীও লাগানো হয়। পরে ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু এরপর গত দুই বছরও সেখানে বিদ্যুৎ-সংযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ ভবন নির্মাণের পরপরই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এ নির্ধারিত টাকা জমা দিয়ে বিদ্যুৎ-সংযোগের জন্য আবেদন করেছে। শ্রেণিকক্ষ-সংকটের কারণে গত বছরের ১৯ মার্চ স্থানীয় সংসদ সদস্য আবুল কালাম বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই ভবনটি উদ্বোধন করেন।

বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র সুমন আলী বলে, তাদের নতুন ভবনটি খুব সুন্দর। কিন্তু গরমে তারা শ্রেণিকক্ষে বসে থাকতে পারে না। বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে আনা তালের পাখা দিয়ে আবার কখনো বই-খাতা দিয়ে বাতাস নেন।

৫ অক্টোবর কথা হয় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ না থাকায় অতিরিক্ত গরমের সময় ক্লাসে উপস্থিতি কমে যায়। কেউ কেউ বাড়ি থেকে হাতপাখা এনে বাতাস নেয়। ল্যাপটপ থাকলেও শিক্ষকেরাও বিদ্যুতের অভাবে সেগুলোও ব্যবহার করতে পারছেন না। ফলে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

হাসপাতালে মাকে দেখতে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরলেন ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

অসুস্থ মাকে দেখতে নোয়াখালী থেকে চট্টগ্রামে ছুটে আসেন নাছির উদ্দিন (৩৪)। পথে যানজটের কারণে হাসপাতালে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যায় তাঁর। ততক্ষণে দর্শনার্থীদের প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। মায়ের অবস্থা জানতে হাসপাতালের ফটক থেকে মুঠোফোনে এক চাচির সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ওই চাচি মায়ের সঙ্গে হাসপাতালেই ছিলেন। তিনি তাঁকে বিশ্রাম নিয়ে আবার সকালে আসতে বলেন। কিন্তু মাকে দেখার আগেই ছিনতাইকারীর হাতে প্রাণ হারান নাছির।

১৪ অক্টোবর ভোরে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতালের সামনে থেকে নাছিরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, রাতে হাসপাতাল থেকে চাচির বাসায় যাওয়ার সময় ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন তিনি। তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

আঘাতের ধরন দেখে পুলিশ ধারণা করছে, ছিনতাইকারীদের সঙ্গে নাছিরের ধস্তাধস্তি হয়েছে। তাঁর মুঠোফোন নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। সঙ্গে থাকা সাড়ে আট হাজার টাকা অবশ্য নিতে পারেনি।

নাছির দেড় বছর আগে দুবাই থেকে ফিরেছেন। আবারও সেখানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা বলেন, চোখের চিকিৎসার জন্য সপ্তাহ খানেক আগে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি থেকে চট্টগ্রামের পশ্চিম খুলশীর জালালাবাদ এলাকায় নাছিরের এক চাচার বাসায় ওঠেন তাঁর মা মোবাশ্বেরা বেগম (৬২)। ১৩ অক্টোবর সকালে পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মোবাশ্বেরাকে। সেদিনই তাঁর চোখের অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। খবর পেয়ে অসুস্থ মাকে দেখতে ১৩ অক্টোবর রাতে বাসে করে বাড়ি থেকে রওনা দেন নাছির। কিন্তু যানজটের কারণে হাসপাতালে পৌঁছাতে রাত তিনটা বেজে যায়।

নিহত নাছিরের চাচা আবদুল মতিন বলেন, অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় হাসপাতালে আর ঢুকতে পানেনি নাছির। পরে মুঠোফোনে তাঁর চাচি হোসনে আরার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে জালালাবাদের বাসায় (চাচির বাসা) গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেন। নাছিরের মা এমনিতেই অসুস্থ, এ অবস্থায় ছেলের এমন মৃত্যুর শোক তিনি কীভাবে সামলাবেন!

হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নাছিরের আরেক চাচা আলী বাদল বাদী হয়ে খুলশী থানায় মামলা করেছেন। জানতে চাইলে খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নিজাম উদ্দিন বলেন, ১৪ অক্টোবর সকালে পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতাল গেটের সামনের ড্রেনে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখলে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। নিহতের ডান পায়ের উরুতে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জোয়ারের পানির তোড়ে বিধ্বস্ত টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়কটি। সম্প্রতি উত্তরপাড়া এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

সড়ক বাদ দিয়ে নৌকায় যাতায়াত!

ক্ষতবিক্ষত টেকনাফ–শাহপরীর দ্বীপ সড়ক

গিয়াস উদ্দিন, টেকনাফ (কক্সবাজার) ●

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে শাহপরীর দ্বীপের উত্তরপাড়া থেকে হারিয়াখালী পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটারই ক্ষতবিক্ষত। জোয়ারের তোড়ে সড়কের বেশির ভাগ স্থানে কার্পেটিংয়ের অস্তিত্ব নেই; ইটের খোয়াও ভেসে গেছে।

এলাকাবাসী বলেন, ২০১২ সালের ২২ জুলাই জোয়ারে সড়কটির পাশের উপকূলীয় বেড়িবাঁধের সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকা ভেঙে যায়। এতে সড়কের ভরাখাল এলাকার একটি কালভার্ট ধসে পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে ওই পাঁচ কিলোমিটার অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্ধ হয়ে যায় শাহপরীর দ্বীপের সঙ্গে টেকনাফ সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ।

'বর্তমানে বর্ষা মৌসুমে কোনোরকমে নৌকায় করে এ পাঁচ কিলোমিটার পার হয়ে সড়কের আরেক পাশে উঠতে হয়। কিন্তু শুকনো মৌসুমে সেই সুযোগও থাকে না। অথচ এ নিয়ে যেন কারও মাথাব্যথা নেই। যত কষ্ট সব আমাদের।' ক্ষোভের সঙ্গে বলছিলেন শাহপরীর দ্বীপের মিস্ত্রিপাড়ার গৃহবধূ শাহেদা সুলতানা (৩৬)। ১১ অক্টোবর সকালে কথা হয় তাঁর সঙ্গে।

শাহেদা যাচ্ছিলেন টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, অসুস্থ ছেলেকে চিকিৎসক দেখাতে। ভারী বৃষ্টি উপেক্ষা করে সড়কের ভাঙা অংশ পাড়ি দিতে নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। চলাচলে এমন কষ্টে রয়েছে শাহপরীর দ্বীপের ১৬ গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার মানুষ।

গ্রামগুলো হলো শাহপরীর দ্বীপের ঘোলাপাড়া, হাজিপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বাজারপাড়া, কোনারপাড়া, ডেইলপাড়া, জালিয়াপাড়া, ক্যাম্পপাড়া, উত্তরপাড়া, বিলপাড়া, পশ্চিমপাড়া, ডাঙ্গারপাড়া, মাঝেরপাড়া, মগপুরা ও হারিয়াখালী। গ্রামগুলো পড়েছে টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নে।

সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নুর হোসেন বলেন, বেড়িবাঁধের ওই ভাঙা অংশ দিয়ে মাঝেমধ্যেই জোয়ারের পানি ঢুকে প্লাবিত হচ্ছে ওই ১৬ গ্রামের বসতবাড়ি, ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে উপজেলার অন্যত্র গিয়ে ভাড়া বাসায় থাকছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নানা চেষ্টা-তদবির করে বেড়িবাঁধটি নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। কিন্তু ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া আজও শুরু হয়নি। আর সড়কটি সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের হলেও তা মেরামতে যেন কোনো গরজ নেই তাদের।

সওজের কক্সবাজার কার্যালয় সূত্র বলছে, ১৩ দশমিক ৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়কটি আগেও কয়েকবার মেরামত করা হয়েছে। তবে প্রতিবারই জোয়ারের পানি উঠে সেটি নষ্ট হয়।

কক্সবাজার সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী রানা প্রিয় বড়ুয়া বলেন, ভাঙা বেড়িবাঁধ মেরামত না হওয়ায় টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়কের ভাঙা অংশ ও কালভার্ট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, এখন টাকা খরচ করে সড়ক নির্মাণ করলে যেকোনো সময় তা জোয়ারের পানিতে ভেঙে যাবে। তাই আগে বেড়িবাঁধ নির্মাণ; এরপর সড়ক মেরামত। তবে কবে নাগাদ হবে, তা তিনি বলতে পারছেন না।

১১ অক্টোবর সরেজমিনে দেখা যায়, টেকনাফ থেকে শাহপরীর দ্বীপে যাওয়ার একমাত্র সড়কটি পানিতে নিমজ্জিত। স্থানীয় লোকজন নৌকা নিয়ে চলাচল করছেন। অকেজো হয়ে পড়েছে পাউবোর চারটি স্লুইসগেটও।

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) টেকনাফের নির্বাহী প্রকৌশলী সবিবুর রহমান বলেন, গত ১৬ আগস্ট একনেকের সভায় ১০৬ কোটি ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে শাহপরীর দ্বীপের বেড়িবাঁধ মেরামতের প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। তবে শর্ত ছিল, ওই সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকায় উপকূলে গাছ লাগাতে হবে। সে অনুযায়ী ছয় লাখের মতো গাছ লাগিয়েছে পাউবো। এরপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। শিগগিরই বেড়িবাঁধ মেরামতের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে।

যাতায়াতে যাত্রীদের ভোগান্তির শেষ নেই

জগন্নাথপুর-বিশ্বনাথ সড়ক

খলিল রহমান, সুনামগঞ্জ ●

স্থানে স্থানে পিচ উঠে গেছে। ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত। বেহাল হয়ে পড়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার জগন্নাথপুর-বিশ্বনাথ সড়ক। ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন। এ সড়কে নিত্যদিন যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা *প্রথম আলো*কে বলেন, উপজেলা সদর থেকে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা হয়ে সিলেট সদরে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু উপজেলার প্রধান সড়কটি গত তিন বছর সংস্কার করা হয়নি। স্থানে স্থানে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত ও খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে গর্ত অনেক বড় হয়েছে। তাতে বৃষ্টির পানি জমে যান চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ পথে সিলেটে যেতে-আসতে যাত্রীদের ভোগান্তির সীমা থাকে না।

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জগন্নাথপুর সদর থেকে সিলেটের বিশ্বনাথ পর্যন্ত এই সড়কের দৈর্ঘ্য ১৩ কিলোমিটার। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে সড়কটি সংস্কার করা হয়েছিল। জগন্নাথপুর উপজেলায় জনসংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। এ ছাড়া পাশের সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার কুলঞ্জ ও জগদল ইউনিয়নের মানুষও সিলেটে যাতায়াত করতে এই সড়ক ব্যবহার করে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সড়কের জগন্নাথপুর পৌর শহরের হবিবপুর এলাকায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও আবদুস সোবহান উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত। সড়কের কোনো কোনো অংশে পিচ উঠে ইট-পাথরের খোয়া বেরিয়ে এসেছে। গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে। পথচারীদের চলাফেরায়ও অসুবিধা হচ্ছে। প্রায় একই দৃশ্য দেখা যায় সড়কের বাউরকাপন, মিরপুর, নাসিরপুর, ইকরছই, আমরাতইল, কলিয়ারপাড়া এলাকায়।

হবিবপুর এলাকার বাসিন্দা আবদুল মনাফ বলেন, 'আমাদের এলাকায় সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ, কিন্তু সংস্কার করা হচ্ছে না।' উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশের দোকানি আবু বক্কর বলেন, 'সড়কের কাজের জন্য বারবার দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না।'

মিরপুর গ্রামের বাসিন্দা সাদিকুর রহমান বলেন, 'এই সড়কের সিলেট অংশে প্রতিবছর সংস্কার করা হয়, কিন্তু আমাদের এখানে কাজ হয় না। আর কাজ হলেও ছয় মাস ঠেকে না। আমাদের দুর্ভোগ বাড়তেই থাকে।' এই সড়কের মাইক্রোবাসচালক রহিবুল ইসলাম বলেন, 'ভাঙাচোরা সড়কের কারণে আধা ঘণ্টার পথ যেতে এক ঘণ্টা লাগে। ঝাঁকুনি তো আছেই। কোনো স্থানে গাড়ি আটকে যায়। দুর্ঘটনার আশঙ্কা তাড়া করে।'

উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মুক্তাদীর আহমদ বলেন, 'উপজেলার মাসিক উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সড়কটি সংস্কারের বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। সড়কটি দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বলেছি।'

gulfedition@prothom-alo.info

লুণ্ঠনের খপ্পরে জনশক্তি রপ্তানি

বাড়তি অর্থ আদায়ের চক্রকে দমন করুন

সৌদি আরবে জনশক্তি রপ্তানি হরিলুটের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সরকারি নিয়মে যেখানে অভিবাসনে ইচ্ছুক শ্রমিককে ১৭ হাজার ৪০০ টাকা দেওয়ার কথা, সেখানে একেকজনকে দিতে হচ্ছে ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা করে! প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী কোনো অভিযোগ পাননি বলে দাবি করলেও *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, এই আর্থিক নয়ছয়ের শিকড় তাঁর মন্ত্রণালয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ১০-২০ শতাংশ অর্থ বেশি আদায়কে দুর্নীতি বলা যায়। কিন্তু ৫০-৬০ গুণ বেশি অর্থ আদায় তো নির্জলা লুণ্ঠন! *প্রথম আলোর* সংবাদ জানাচ্ছে, সৌদি আরবে জনশক্তি রপ্তানি একশ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে জিম্মি। সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এদের দৌরাত্ম্য। বিদেশে শ্রমিক নিয়োগের অনুমতিপত্র পেতে মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ লোকজনকে টাকা দিতে হয়। টাকা দিতে হয় সৌদি আরব থেকে শ্রমিক নিয়োগের চাহিদাপত্র বাংলাদেশে আনতে। একজন কর্মীকে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে গেলে প্রতিটি সরকারি দপ্তরে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিতে হয়। ভারত ও নেপালের শ্রমিকেরা যেখানে ৫০-৬০ হাজার টাকাতেই বিদেশে যান, সেখানে আমাদের শ্রমিকদের এই খেসারত দিতে হচ্ছে কেন? বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ছাড়া এত বড় অনিয়ম দিনের পর দিন ধরে চলতে পারত না।

প্রথম আলোর সংবাদে দেখানো হয়েছে, কীভাবে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এই দুর্নীতিচক্রের মধ্যমণি হয়ে রয়েছে। জনশক্তি রপ্তানিকারকদের প্রতিষ্ঠান বায়রা এসব অনিয়মের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করলেও সেগুলোর প্রতিকার হয়নি। তাঁর মন্ত্রণালয়ের ভেতরে চলমান অপকর্মের বিষয়ে নজরদারিতে না থাকা কি দায়িত্বশীলতার পরিচয়? ওই মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিষয়টি জানেন। তারপরও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার অর্থ—দুর্নীতি চালাতেই সহায়তা করা!

শুধু সৌদি আরব নয়, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে কর্মী নিয়োগে এমন অনিয়ম বাংলাদেশের শ্রমবাজারকেই ঝুঁকিতে ফেলছে। সরষের মধ্যেই যখন ভূত, তখন সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার বিকল্প নেই।

বেহাল টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়ক

দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ দরকার

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়কের পাঁচ কিলোমিটার অংশ খানাখন্দে ভরে গেলেও তা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেই। জোয়ারের তোড়ে সড়কের ওই অংশের বেশির ভাগ স্থানে কার্পেটিংয়ের অস্তিত্ব নেই; ইটের খোয়াও ভেসে গেছে। ফলে এ সড়কে চলাচলকারী লোকজনকে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে শাহপরীর দ্বীপের উত্তরপাড়া থেকে হারিয়াখালী পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটারই ক্ষতবিক্ষত। ২০১২ সালের ২২ জুলাই জোয়ারে সড়কটির পাশের উপকূলীয় বেড়িবাঁধের সাড়ে তিন কিলোমিটার অংশ ভেঙে যায়। এরপর ধীরে ধীরে ওই পাঁচ কিলোমিটার অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ষা মৌসুমে কোনোরকমে নৌকায় করে এই পাঁচ কিলোমিটার পার হয়ে সড়কের আরেক পাশে উঠতে হয়। কিন্তু শুকনো মৌসুমে সে সুযোগটাও থাকে না। ফলে সেখানকার ১৬টি গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার বাসিন্দাকে পোহাতে হচ্ছে চরম দুর্ভোগ। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বেড়িবাঁধের ওই ভাঙা অংশ দিয়ে মাঝেমধ্যেই জোয়ারের পানি ঢুকে প্লাবিত হয় ওই গ্রামগুলোর বসতবাড়ি, ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট।

বেড়িবাঁধটি সংস্কারের দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) আর সড়ক মেরামতের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের। বর্তমান পরিস্থিতি এই দুটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতাকেই তুলে ধরছে। এ ব্যাপারে কক্সবাজার সওজের বক্তব্য হচ্ছে, ভাঙা বেড়িবাঁধ মেরামত না হওয়ায় সড়কের ভাঙা অংশ ও কালভার্ট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সড়ক সংস্কার করলেও তা যেকোনো সময় জোয়ারের পানিতে ভেঙে যাবে। তাই আগে বেড়িবাঁধ নির্মাণ; এরপর সড়ক মেরামত।

আমরা চাই পাউবো দ্রুত বেড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে এই সড়ক সংস্কারের কাজে গতি আনতে সহায়তা করুক। আর সওজ বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে এসব সড়ক সংস্কার করে জনদুর্ভোগ নিরসনে এগিয়ে আসুক।

প্রবাসে যেন দেশকে অপমান না করি

ভা ব মূ র্তি

তামীম রায়হান

কাতারে বিভিন্ন দেশের অভিবাসীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশিদের অবস্থান চতুর্থ। কাতারে বিদেশি অভিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয়তা হিসেবে ভারত, নেপাল ও ফিলিপাইনের পরপরই অবস্থান বাংলাদেশের। এই বাংলাদেশি অভিবাসীদের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কর্মী কাজ করছেন নির্মাণ খাতে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশাতেও বাংলাদেশিদের সংখ্যা কিন্তু একেবারে কম নয়। এককথায়, এ দেশের মহামান্য আমিরের দপ্তর ও মসজিদ থেকে শুরু করে আমির-ওমরাদের বাসভবন, কার্যালয়, পুলিশ, সেনাবাহিনী, রাষ্ট্রীয় অফিস-আদালত, কলকারখানা, মসজিদ, স্কুল, মাদ্রাসা, বেসরকারি অফিস, বাজার, বিপণিবিতান, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর-কোথায় নেই বাংলাদেশিরা!

কাতারে বাংলাদেশিদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সেই সঙ্গে পড়ালেখাসহ বিভিন্ন অঙ্গনে বাংলাদেশিদের সাফল্যও বাড়ছে। কিন্তু সংখ্যা ও সাফল্যের এই আধিক্য কখনো কখনো চাপা পড়ে যায় গুটিকয়েক অন্যায় ও অনাচারের ঘটনায়। গত দুই বছর ধরে সংবাদকর্মী হিসেবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমাদেরই স্বদেশি কর্মীদের কারও কারও সীমা লঙ্ঘন কখনো এমন পর্যায় ছাড়িয়ে যায়, যার ফলে কাতার নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোনো আইন তৈরি করতে বা বিদেশি অভিবাসীদের জন্য বরাদ্দ কোনো সুযোগ-সুবিধাটি বদলে ফেলতে বাধ্য হয়।

একটি সত্য ঘটনা এর প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরছি। আবদুর রহমান (ছদ্মনাম) কাতারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদে চাকরি করেন বেশ কয়েক বছর ধরে। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান তিনি। সম্প্রতি তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর ছোট ভাইকে কাতার ভ্রমণ করাতে। ভাইটি সদ্য উচ্চমাধ্যমিক শেষ করেছে। ছোটবেলা থেকে তিনিই তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। কাতারে আসার পর কর্মব্যস্ততায় তাকে অনেক দিন কাছে পাননি। ফলে পরীক্ষার পর সাময়িক অবসরে তাকে কাতার ঘুরিয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

এ জন্য তিনি তাঁর নিজের জিম্মায় ভ্রমণ ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন, যেটি অন্য দেশিরা খুব সহজে করে থাকেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানাল, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য এই সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি দ্বারস্থ হলেন বিভিন্ন ভিসা এজেন্সির। তারাও দিনকয়েক পর ব্যর্থ হয়ে জানিয়ে দিল, বাংলাদেশিদের জন্য কাতারে ভ্রমণ ভিসা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ তিনি হাজির হলেন কয়েকটি পাঁচতারকা হোটেলের কাছে-এসবের মধ্যে মাত্র একটি হোটেল রাজি হলো ভিসা বের করে দিতে। কিন্তু এর বিনিময়ে যে অর্থ খরচ হবে তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। অথচ এর অর্ধেক অর্থ খরচ করে খুব সহজে তিনি ভাইটিকে থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়া ঘুরিয়ে আনতে পারেন। অগত্যা তিনি ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে গেলেন এবং স্নেহের ছোট ভাইটিকে অন্য দেশ ঘুরিয়ে একরাশ তৃপ্তি নিয়ে কাতারে ফিরে এলেন।

কেবল আবদুর রহমান নন, এমন অভিজ্ঞতা এখন অনেক কাতারপ্রবাসীর। কেউ বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তাঁর বিনিয়োগে ইচ্ছুক বন্ধুকে কাতারে আনতে চাইছেন কয়েক দিনের জন্য, সেটিও সম্ভব হচ্ছে না। কেউ সাংস্কৃতিক কোনো আয়োজনে বাংলাদেশ থেকে শিল্পীদের আনতে চাইছেন, সেটিও হচ্ছে না। বিপুল অর্থ জমা রেখে হাতে গোনা দুয়েকটি পাঁচতারকা হোটেল এখন বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রমণ ভিসা ইস্যু করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে সত্য, কিন্তু এর যা খরচ তা চিন্তা করা যায় না।

নির্মাণ খাতে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন বাংলাদেশি শ্রমিকেরা

বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রমণ ভিসার ওপর এই নিষেধাজ্ঞার কারণ কী? এর পেছনে আছে প্রতারণা ও অবৈধ বাণিজ্য। ভ্রমণ ভিসায় কাতারে এসে এখন অবৈধ অভিবাসী হয়ে আছেন, এমন বাংলাদেশিদের কাছে আপনি যখন প্রতারণার গল্প শুনবেন, তখন হয়তো আপনিই বলবেন, ভ্রমণ ভিসায় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কাতার কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কাজই করেছে।

শুধু সাধারণ ভ্রমণ ভিসা নয়, বরং বিজনেস ওয়ার্ক ভিসা-যা ব্যবসায়ীদের জন্য ইস্যু করা হতো-সেটিও এখন পুরোপুরি বন্ধ। এর মূলেও রয়েছে অবৈধ ভিসা-বাণিজ্য এবং ধোঁকাবাজির অজস্র ঘটনা। বিনা মূল্যে ইস্যু হওয়া এসব ভিসার বিনিময়ে বাংলাদেশি কর্মীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা। অনেক সরলপ্রাণ বাংলাদেশি কর্মীকে সর্বোচ্চ তিন মাস মেয়াদি ভিসায় কাতারে এনে কেবল প্রতারণাই নয়, বরং আর্থিকভাবে তাঁদের নিঃস্ব করে দিয়েছেন একশ্রেণির অসাধু ভিসা-ব্যবসায়ীরা। এঁদের অনেকেই এখন কাতারে কর্মহীন দিন কাটাচ্ছেন। কেউ হতাশায় অন্যায় কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন। তাঁরা না পারছেন দেশে ফেরত যেতে, না পারছেন কাতারে কোথাও কাজের সুযোগ নিতে। বরং ভয় ও অনিশ্চয়তায় ঘেরা তাঁদের প্রতিটি দিন এখন যন্ত্রণার অবর্ণনীয় অধ্যায়। এমন অসহায় বাংলাদেশি কর্মীদের দুর্দশা ও দুঃখ দেখলে আপনি নিজের অজান্তেই হয়তো কাতার কর্তৃপক্ষের এই নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানাবেন আন্তরিক চিত্তে।

আরেকটি ঘটনা। ২১ বছরের তরুণ সুমন (ছদ্মনাম) কাতারে এসেছেন মাস দুয়েক আগে। এসে জানতে পারলেন, কাতারে দুটি মোবাইল ফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ওরিদু ও ভোডাফোন। সহকর্মীদের কাছ থেকে তিনি তথ্য পেলেন, বিদেশি অভিবাসীদের জন্য সাশ্রয়ী হিসেবে ভোডাফোন বেশ ভালো। ইন্টারনেট সেবা ও বিভিন্ন দেশে কলরেটের বিবেচনায় এটি ওরিদুর চেয়ে জনপ্রিয়। বিশেষ করে এর পোস্টপেইড সিমকার্ডে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রিপেইড সেবার চেয়ে সস্তা ও সহজ।

এক সন্ধ্যায় সুমন হাজির হলেন দোহায় অবস্থিত ভোডাফোনের একটি সেবাকেন্দ্রে। অন্য দেশের কর্মীদের সঙ্গে তিনিও লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দেখছেন, তাঁর রুমের প্রতিবেশীদের মধ্যে মিসর ও ভারতের দু-তিনজন কর্মীও এই লাইনে আছেন। কথা বলে জানতে পারলেন, তাঁরা সবাই একই পোস্টপেইড প্ল্যান কিনতে এসেছেন। ভারতীয় কর্মীর পালা এলে তিনি পরিচয়পত্র দেখিয়ে ফরম পূরণ করে বুঝে নিলেন তাঁর সিমকার্ডটি। প্রতিষ্ঠানটির কর্তব্যরত কর্মকর্তা তাঁকে জানালেন, আগামী মাস থেকে তাঁর নামে বিল ইস্যু হবে, তিনি যেন তখন থেকে সময়মতো বিল দিয়ে দেন। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ভারতীয় কর্মী সিমকার্ড হাতে বেরিয়ে গেলেন। এরপর পালা মিসরীয় সহকর্মীর। তিনিও সিমকার্ড নিলেন একই প্রক্রিয়ায়। হাসিমুখে তাঁর চলে যাওয়ার পর পালা এল সুমনের। তখনই বিপত্তি। সুমন তাঁর আইডি কার্ড দেখানো মাত্র কর্মকর্তার চেহারায় পরিবর্তন দেখা গেল। সুমনের কাছে আইডি কার্ড ফেরত দিতে দিতে কর্মকর্তার উত্তর ছিল, দুঃখিত, আপনি এটি বিনা মূল্যে পাবেন না। আপনাকে ২০০ রিয়াল গচ্ছিত রাখতে হবে। তবেই আপনি এ সেবা নিতে পারেন। সুমন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, লাইনে দাঁড়ানো অন্য দেশীয় সবাই তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। তবুও সুমন সাহস করে জানতে চাইলেন কেন? কর্মকর্তার উত্তর, বাংলাদেশি কেউ এমন পোস্টপেইড সিমকার্ড নিতে হলে ২০০ রিয়াল নিরাপত্তা হিসেবে জমা রাখতে হবে। সুমনের মনে হলো, এই বাক্যটির মধ্য দিয়ে যেন পুরো বাংলাদেশের মানচিত্রকে অপমান করা হলো। নিরাশ হয়ে একবুক দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে সুমন ফিরে এলেন।

কেবল সুমন নন কিংবা কেবল দোহায়ও নয়, বরং কাতারজুড়ে ভোডাফোনের কোনো সেবাকেন্দ্র থেকে কোনো বাংলাদেশি অভিবাসী ২০০ রিয়াল সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দেওয়া ছাড়া এই কোম্পানির পোস্টপেইডের কোনো প্ল্যান কেনার সুযোগ পাবেন না। কিন্তু এর কারণ কী? এর পেছনে আছে ভোডাফোনের অনাদায়ী বিলের এক সুদীর্ঘ তালিকা, যার অধিকাংশই বাংলাদেশি। অনেক বাংলাদেশি বিগত সময়ে এই কোম্পানির কাছ থেকে পোস্টপেইড প্ল্যানের সিমকার্ড কিনেছেন, তারপর মাসভর তাদের সেবা গ্রহণ করেছেন, কথা বলেছেন, ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন, এরপর যখন বিল ইস্যু হলো, সিমকার্ডটি ফেলে দিয়েছেন। কেউ বিল আদায় না করেই কাতার ত্যাগ করেছেন। এতে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্য ভোডাফোন এমন নিয়ম চালু করল।

এ তো কেবল দুটি অঙ্গনের সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা। কাতারের অন্যান্য সেবা খাতেও আমাদের কেউ কেউ এমন অন্যায় ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছি বলে সেসব ক্ষেত্রেও এখন আমাদের বাঁকাচোখে দেখা হয়। এই মন্দ দিকগুলো এত প্রবল যে অন্যান্য অঙ্গনে আমাদের বিস্ময়কর অনেক সাফল্য এর নিচে চাপা পড়ে যায়। আমাদের কারও কারও অসচেতনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এভাবেই অপমান, নিষেধাজ্ঞা, এমনকি বিপদ টেনে আনে সবার ওপর। একজনের অন্যায়ের দায়ে দায়ী হতে হয় সবাইকে। নিজেদের রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ভিনদেশ কাতার যেকোনো শক্ত ও আইনি পদক্ষেপ নিতেই পারে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এর মূলে যখন আমাদের স্বজাতির কারও কারও অনিয়ম দায়ী হয়, তখন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সবার পরিচয়পত্রে উল্লেখিত বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত যে অপমানিত হয়, এর দায় কে নেবে?

এই বিদেশভূমিতে তাই আমাদের কোনো একজনের অপরাধ কেবল তাকেই নয়, বরং তা ক্ষতিগ্রস্ত করে একই দেশের সব নাগরিককে। একই সঙ্গে তা মর্যাদা ক্ষুণ্ন2 করে আমাদের সম্ভাবনাময় বাংলাদেশেরও। কাতারে আমাদের সম্মিলিত মেধা, দক্ষতা, শ্রম ও কর্মনিষ্ঠা এ দেশে বাংলাদেশি অভিবাসীদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করতে যতখানি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে, দু-একজনের অন্যায় ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এর চেয়ে বেশি আমাদের মর্যাদাকে ডুবিয়ে দিতে পারে। আমরা এই কাতারে যে যেখানে যেভাবেই থাকি না কেন, আমাদের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কোনো সুনাম ও সুখ্যাতি না হোক, অন্তত কুখ্যাতি যেন না হয়। আমাদের কর্মকাণ্ডে তো নয়ই, আমাদের সহকর্মী বা একই কামরার অধিবাসী কারও অপরাধে যেন বাংলাদেশ অপমানিত না হয়। আমাদের চোখ-কান সদাজাগ্রত থাকলে আমরাই পারি প্রবাসে আমাদের আশপাশের অসাধু চক্র ও অপরাধীদের চেতনা ফিরিয়ে দিতে। বাংলাদেশ যখন আরেকটি দেশে অপরাধীদের পরিচয়ে চিহ্নিত হয়, তখন কি আপনার-আমার বুকের ভেতর কোথাও মোচড় দিয়ে ওঠে না?

● **তামীম রায়হান:** *প্রথম আলোর* কাতার প্রতিনিধি।

ইসলামে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব

ধ র্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

নৈতিক শিক্ষা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্গত। ইসলামি দর্শনে আদি শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাই ফেরেশতারা বলেছিলেন: ‘হে আল্লাহ, আপনি পবিত্র! আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনোই জ্ঞান নেই; নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ৩২)।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি ওহির প্রথম নির্দেশ ছিল: ‘পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানব ‘আলাক’ হতে। পড়ো, তোমার রব মহা সম্মানিত, যিনি শিক্ষাদান করেছেন লেখনীর মাধ্যমে। শিখিয়েছেন মানুষকে যা তারা জানত না।’ (সুরা আলাক, আয়াত: ১-৫)। ‘দয়াময় রহমান (আল্লাহ)! কোরআন শেখাবেন বলে মানব সৃষ্টি করলেন; তাকে বর্ণ শেখালেন।’ (সুরা রহমান, আয়াত ১-৪)।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব

আচরণে (আমলে বা কর্মে) ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে যেসব বিষয় সরাসরি সম্পর্কিত সেগুলো হলো সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, দুর্নীতি দমন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি। আচরণে অভীষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান বা জ্ঞান দান করাকে শিক্ষা বলে। খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে হজরত উবায় ইবনে কাআব (রা.) বলেন, ‘ইলম হলো তিনটি বিষয়—আয়াতে মুহকামাহ (কোরআন), প্রতিষ্ঠিত সুন্নত (হাদিস) ও ন্যায় বিধান (ফিকাহ)।’ (তিরমিজি)।

হজরত উবায় ইবনে কাআব (রা.) বলেন, ‘(শিক্ষিত তিনি) যিনি শিক্ষা অনুযায়ী কর্ম করেন (অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষাও থাকে)।’ (সহিহ তিরমিজি ও সুনানে আবু দাউদ)। ইলম বা জ্ঞান হলো মালুমাত বা ইত্তিলাআত তথা তথ্যাবলি। এটি দুভাবে অর্জিত হতে পারে: (ক) পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা। যথা (১) চক্ষু, (২) কর্ণ, (৩) নাসিকা, (৪) জিহ্বা ও (৫) ত্বক। এ প্রকার ইলমকে ইলমে কাছবি বা অর্জিত জ্ঞান বলে। (খ) ওয়াহি। যথা (১) কোরআন ও (২) হাদিস। এ প্রকার ইলমকে ইলমুল ওয়াহি বা ওয়াহির জ্ঞান বলে।

নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোরআনের ভাষ্য

হজরত ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করলেন: ‘হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের মাঝে পাঠান এমন রাসুল, যিনি আপনার আয়াত উপস্থাপন করবেন, কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী স্নেহশীল ও কৌশলী।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১২৯)। মানুষ দোষে-গুণে সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতঃপর তাতে ঢেলে দিলেন অপরাধপ্রবণতা ও তাকওয়া। অবশ্যই সফল হলো সে যে তা পবিত্র করল; আর বিপদগ্রস্ত হলো সে যে তা ছেড়ে দিল।’ (সুরা শামছ, আয়াত: ৮-১০)। ‘নিশ্চয় যারা অকৃতজ্ঞ, হোক সে কিতাবধারী ও অংশীবাদী, সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল দগ্ধ হবে; তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্টতম। আর যারা বিশ্বাসী ও সৎ কর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।’ (সুরা বাইয়িনা, আয়াত: ৬-৭)।

নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে হাদিস শরিফের ভাষ্য

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা (মুদগাহ) আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরাটি হলো কলব।’ (বুখারি শরিফ, হাদিস: ৫০)।

অর্জনীয় উত্তম বৈশিষ্ট্য বা সদ্‌গুণাবলি

আত্মিক ও মানবিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন সদ্‌গুণাবলি অর্জন ও ষড়্‌রিপু নিয়ন্ত্রণ। সদ্‌গুণাবলির মধ্যে আছে কৌমার্য, সতীত্ব, শক্তিমত্তা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ, দয়া, মহানুভবতা, পরোপকারিতা, ধৈর্য-সহনশীলতা, মিতাচার বা সংযম ইত্যাদি। ধর্মীয় সদ্‌গুণ তিনটি; যথা (১) বিশ্বাস, (২) আশা ও (৩) ভালোবাসা।

বর্জনীয় ও নিন্দনীয় বিষয়সমূহ

বর্জনীয় বিষয় হলো ষড়্‌রিপু বা কুপ্রবৃত্তিসমূহ। যথা (১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৫) মদ, (৬) মাৎসর্য। সাধারণত মানুষের মধ্যে ১০টি সদ্‌গুণ ও ১০টি বদগুণ বিদ্যমান থাকে। পরিভাষায় এগুলোকে রজায়িল (কুপ্রবৃত্তি) ও ফাজায়িল (সুকুমারবৃত্তি) বলা হয়। মানুষের উচিত বদগুণ বর্জন ও সদ্‌গুণ অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করা। এ ছাড়া কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অর্জন করা মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয় এবং কল্যাণের পথে সহায়ক।

রজায়িল বা কুপ্রবৃত্তিসমূহ

রজায়িলগুলো হলো (১) হিরছ (লোভ), (২) তমা (লালসা), (৩) রিয়া (প্রদর্শনের ইচ্ছা), (৪) কিবর (অহংকার), (৫) কিজব (মিথ্যা), (৬) গিবত (পরনিন্দা), (৭) হাছাদ (হিংসা), (৮) উজব (অহমিকা), (৯) কিনা (পরশ্রীকাতরতা) ও (১০) বুখল (কৃপণতা)।

ফাজায়িল বা সুকুমার বৃত্তিসমূহ

ফাজায়িলগুলো হলো (১) তাওবা (গুনাহের জন্য অনুতাপ করা, ক্ষমা চাওয়া), (২) ইনাবাত (আল্লাহর দিকে মন সর্বদা রুজু রাখা), (৩) জুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশা পরিত্যাগ করা), (৪) অরা (সন্দেহজনক জিনিস থেকে বেঁচে থাকা), (৫) সবর (ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা), (৬) শোকর (কৃতজ্ঞতা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা), (৭) তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া), (৮) তছলিম (আল্লাহর হুকুম-আহকাম/নিয়ামত ও মুসিবত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া এবং আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা), (৯) রেজা (আল্লাহর
ইচ্ছার ওপর রাজি থাকা), (১০) কানাআত (অল্পে তুষ্টি)।

বিদ্যা মানে জ্ঞান, শিক্ষা মানে আচরণে পরিবর্তন। সব শিক্ষাই বিদ্যা কিন্তু সব বিদ্যা শিক্ষা নয়; যদি তা কার্যকর বা বাস্তবায়ন করা না হয়। জ্ঞান যেকোনো মাধ্যমেই অর্জন করা যায়, অধ্যয়ন জ্ঞানার্জনের একটি পন্থা মাত্র। অধ্যয়ন মানে পঠন বা পাঠ করা অথবা পাঠ গ্রহণ করা; অধ্যাপনা মানে পাঠন বা পাঠদান বা পাঠ প্রদান করা। অধ্যয়ন সব সময় জ্ঞানার্জনের সমার্থক নয়; জ্ঞানার্জন সর্বদাই অধ্যয়নের সমার্থক হয়। বর্তমানে বস্তুবাদী শিক্ষা ও আর্থসামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আমাদের সমাজকে করেছে কলুষিত, জাতিকে করেছে কলঙ্কিত, দেশকে করেছে প্রশ্নবিদ্ধ।

নৈতিক শিক্ষায় পিতা, মাতা ও অভিভাবকের করণীয়

শিশুর বা সন্তানের নৈতিক শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উৎস হলেন তার পিতা, মাতা ও অভিভাবকেরা। তাঁদের জীবন ও কর্ম পৌষ্য বা সন্তানের জীবনে সরাসরি প্রতিফলিত হয়। তাঁরা যদি সৎ ও সুন্দর পরিশীলিত চরিত্র ও মার্জিত আচরণের অধিকারী হন, সন্তানেরা দেখে দেখেই তা আয়ত্ত করবে। সন্তানেরা তাঁদেরই প্রতিবিম্ব।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর জীবনের প্রধান প্রভাবক। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক হলেন হিরো (নায়ক) বা আইকন (মডেল)। তাই শিক্ষককে হতে হবে শিক্ষার্থীর রোল মডেল বা আদর্শের বাস্তব নমুনা।

নৈতিক শিক্ষায় সমাজের করণীয়

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রভাব সমাজজীবনে প্রকট। সুতরাং আমাদের সমাজজীবনের প্রতিচ্ছায়া শিক্ষার্থীর মন, মানস ও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। তাই সুশিক্ষার জন্য চাই সহায়ক পরিবেশ; ন্যায়বিচার, সুশাসন, স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক সহনশীলতা।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী: যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্‌ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

ডিসি সাহেবের বিদায় সংবর্ধনা!

ন গ র দ র্প ণ

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

শেষ পর্যন্ত বিষয়টা জাতীয় সংসদেও উঠল। বিপুলভাবে সংবর্ধিত বিদায়ী জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জাসদের নেতা মাঈনুদ্দিন খান বাদল। ক্ষুব্ধ সাংসদ বলেছেন, রাষ্ট্রাচারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে। দেশে একটি শাসনতন্ত্র চালু আছে। সেই শাসনতন্ত্রে যার যার কর্মপরিধি এবং নিয়ম সুস্পষ্ট করা আছে। কিন্তু সেসব কিছু না মেনে সরকারি কর্মকর্তারা রাজনীতিকদের মতো একের পর এক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিচ্ছেন। একজন জেলা প্রশাসক ১১৭টি সংবর্ধনা নিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন মাঈনুদ্দিন খান।

চট্টগ্রামের বিদায়ী জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিনকে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রতিযোগিতা দেখে বিস্মিত হয়ে যখন এর কারণটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, তখন পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য সূত্রে জানা গেল, শুধু চট্টগ্রামে নয়, কুমিল্লা, নরসিংদী, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় ডিসি সাহেবদের বিদায় উপলক্ষে এই ‘আদিখ্যেতা’ হয়েছে। ময়মনসিংহের বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকী যোগ দিয়েছেন অন্তত ৩৫টি সংবর্ধনা সভায়। রাজার পোশাক পরে, মাথায় মুকুটশোভিত হয়ে ফারুকী সিংহাসনে বসে সংবর্ধনা নিয়েছেন। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে হাজির হয়েছেন অনুষ্ঠানস্থলে।

ডিসি সাহেবদের বিদায়কালে নগরবাসীর এ রকম ‘আপ্লুত’ হয়ে পড়া এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার রেওয়াজটা কিন্তু দীর্ঘদিনের নয়। এই প্রবণতা দাতা ও গ্রহীতা কারোর জন্যই শোভন বা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

জনপ্রতিনিধি বা রাজনীতিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কটা যে রকম, আমলাদের সঙ্গে নিশ্চয় সে রকম নয়। এই দুই ধরনের সম্পর্কের মধ্যে সুস্পষ্ট কিছু পার্থক্য আছে। রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁর দলের সমর্থকের সম্পর্ক আবেগের। কর্মী-সমর্থকেরা তাঁদের নেতাকে মাথায় নিয়ে নাচেন, আবার বিরোধীরা তাঁর মুণ্ডুপাত করেন। তাঁদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তার বিচার হয় এক অর্থে রাজপথেই। আর শেষ বিচারে নির্বাচনই (যদি তা সুষ্ঠু হয়) রাজনীতিকদের জনপ্রিয়তার মানদণ্ড। কিন্তু আমলাদের কাজের পদ্ধতি ভিন্ন। তাঁরা সরকারের নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করেন চাকরি বিধিমালার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে। ফলে আবেগে-উচ্ছ্বাসে গা ভাসালে তাঁর পদমর্যাদা বা কর্মপদ্ধতির জন্য তা সংগতিপূর্ণ হয় না।

বিস্ময়কর হলেও সত্য, একজন জেলা প্রশাসক জেলার কমবেশি ৬০ থেকে ১২০টি কমিটির প্রধান। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, শিশু একাডেমী, স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার নেতৃত্ব জেলা প্রশাসকের কাঁধে। এর চেয়েও বিস্ময়ের বিষয়, জেলা প্রশাসকের স্ত্রীও অন্য কোনো যোগ্যতার বিবেচনা ছাড়াই জেলার মহিলা সমিতি, গার্লস গাইড, মহিলা রেড ক্রিসেন্টসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় এ ধরনের ব্যবস্থাপনা থাকতে পারে কি না, সে এক বড় প্রশ্ন।

জেলা প্রশাসকদের সংবর্ধনা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটিকে অনৈতিক ও সরকারি আচরণবিধির লঙ্ঘন বলে মত প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া জেলা প্রশাসকদের কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এসব অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তাকে তোষামোদ করা হয় এবং তাঁকে উপহার-উপঢৌকনও দেওয়া হয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠান আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যয়ভার কে বা কারা বহন করেন, তা-ও প্রশ্নসাপেক্ষ।

সংবর্ধনা দেওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনো স্বার্থচিন্তা আছে কি না, এ প্রশ্ন শুরুতেই করেছিলাম। ডিসি সাহেব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠনে আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকেন। যেসব প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছ থেকে এই আর্থিক সাহায্য পেয়েছে, তারা কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য এবং নতুন ডিসি হিসেবে যিনি আসছেন তাঁর সঙ্গেও একই ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার জন্য এত সংবর্ধনার আয়োজন করছে বলে আমাদের ধারণা। তা ছাড়া জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয়ে বদলি হলে সেখানেও সম্পর্কের সূত্রে তদবিরের সুবিধালাভের সুপ্ত বাসনাও আছে কারও কারও মনে।

> বিস্ময়কর হলেও সত্য, একজন জেলা প্রশাসক জেলার কমবেশি ৬০ থেকে ১২০টি কমিটির প্রধান

প্রশ্ন উঠতে পারে, ডিসি সাহেব বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে আর্থিক সাহায্য কীভাবে বা কোত্থেকে দেন। সরকারি আচরণবিধির ৮ ও ৯ ধারার ক্ষমতাবলে জেলা প্রশাসকেরা আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। ‘আপৎকালীন’ বলা হলেও এলআর (লোকাল রিলেশনস) ফান্ডের জন্য সারা বছরই অর্থ আদায় করা হয়। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রের কিছু ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে এই তহবিল পরিচালনার কথা বলা হলেও ডিসি-ইউএনওরা ব্যক্তিগত স্বার্থে এই অর্থ ব্যবহার করেন কি না, তা বোঝার উপায় থাকে না। কারণ, এই তহবিল অডিটের ব্যবস্থা নেই।

এলআর ফান্ডের অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে অনেক আগেই। এ বছরের মে মাসে এই তহবিলকে আইনি ভিত্তি দিয়ে তা ব্যবহারের নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ নিয়ে একটি সভাও করেছিল। বলা বাহুল্য, মন্ত্রিপরিষদের এ উদ্যোগে খুশি হতে পারেনি জেলা প্রশাসন। উদ্যোগটি কী অবস্থায় আছে, তা আমাদের জানা নেই।

যা-ই হোক, চট্টগ্রামের বিদায়ী জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিনকে প্রচুরসংখ্যক সংবর্ধনা দেওয়ার পেছনে অনেকেই যুক্তি দেখাতে চেয়েছেন যে তিনি এ বছর শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই স্বীকৃতি লাভের জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়, তা জানা নেই। তবে মোটা দাগে চট্টগ্রামে থাকাকালে রুটিন কাজের বাইরে মেজবাহ উদ্দিন সাহেবের কোনো বড় অবদান স্মরণ করতে পারছি না। বরং চট্টগ্রামের সংস্কৃতিকর্মীরা যখন প্রকৃতিশোভিত ডিসি হিল পার্ককে ঘিরে একটি সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স গড়ে তোলার আন্দোলন করছিলেন, তখন এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ডিসি পাহাড়ের চূড়ায় জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের যে বাসভবন আছে, তা কিছুতেই স্থানান্তর করা যাবে না—ক্ষমতার দাপটে এই জেদ বজায় রেখে তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন চট্টগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা। ডিসি হিল উন্নয়নের জন্য জনগণের দাবির মুখে যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, সেই অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবনের সামনে একটি ফোয়ারা ও তাঁর নিজের (ডিসি) বাসভবনের পেছনে একটি গোলঘর নির্মাণ করে।

চট্টগ্রামে একসময় মোকাম্মেল হক, ওবায়দুল্লাহ খান (কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ) ও হাসনাত আবদুল হাইয়ের মতো সংস্কৃতিমান জেলা প্রশাসকেরা ছিলেন। তাঁদের বিদায়ের সময় ঢাকঢোল পিটিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁদের অবদানের কথা মানুষ এখনো মনে রেখেছে। চাটুকার পরিবেষ্টিত থেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে স্থান পেতে হলে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটি অনুধাবন করতে হয়।

● **বিশ্বজিৎ চৌধুরী: কবি, লেখক ও সাংবাদিক।**
bishwabd@yahoo.com

সম্পাদক: মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা: দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স: ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

মানুষরূপী ধেড়ে ইঁদুর

সহজিয়া কড়চা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিয়ে গবেষণা করে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শ্বশুর মশাই নরেন্দ্র দেব ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার বাংলা তরজমা করেছেন তিনি এভাবে, 'মানুষেরে হীনচেতা/ তুমিই করেছো হেতা/ সে তোমারই চুক;/ ক্ষমা চাও মানুষের কাছে/ ক্ষমা করো দোষ তার যত কিছু আছে।'

পারস্যের মরমি কবি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মানুষের অপকর্ম ও পাপের জন্য মানুষকে দায়ী না করে, মানুষের যিনি স্রষ্টা, তাঁকেই দায়ী করেছেন। কারণ বিধাতা যে মানুষকে যেভাবে তৈরি করেছেন, সে সেভাবেই তৈরি হয়েছে। মানুষের দোষ কোথায়? ওমর খৈয়ামের থিওরি অনুযায়ী, যে মানুষ গরিবের হক কেড়ে খায়, হতদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া ১০ টাকা কেজির চাল পর্যন্ত যারা মেরে দেয়, তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না।

বিধাতা গরিবের চাল আত্মসাৎকারীদের ক্ষমা করলেও, ক্ষুধার্ত চাল ক্রেতারা তাদের ক্ষমা করতে নারাজ। কারণ, ওই চাল তাঁরা মুফতে নিতে চাননি। রিলিফের চাল যখন নিষিদ্ধ পলিথিনের থলেতে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, তখন তার থেকে প্রতি থলের দু-চার মুঠো সরিয়ে রাখলে দোষের কিছু নেই। মাগনা যে যা পায় তাতেই লাভ। কিন্তু টাকা দিয়ে চাল কিনতে এসে এক কেজির দাম দিয়ে ৭০০ গ্রাম পাওয়া অথবা ৩০ কেজির টাকা পরিশোধ করে ১৫ কেজি নিয়ে ঘরে ফেরার যে মর্মবেদনা তা বৃদ্ধ ওমর খৈয়াম চিন্তাও করতে পারতেন না।

সম্প্রতি সরকার অসহায় অতিগরিবদের মধ্যে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির কর্মসূচি নিয়েছে। এ জন্য সরকারকে, বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানুষ ধন্যবাদ জানিয়েছে। পত্রপত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে সরকারের প্রশংসা করেছে। টক শোর মনোনীত বিতার্কিকদের হাত নাড়া প্রশংসা ছিল খুবই উচ্ছ্বসিত ও প্রাণবন্ত। বিরোধী দলের সমর্থক দর্শক-শ্রোতারা সে প্রশংসায় দ্বিমত পোষণ করার কোনো অজুহাতই খুঁজে পাননি। কিন্তু হপ্তা খানেক যেতেই পত্রপত্রিকার পাতা ভরে উঠল ১০ টাকা কেজি চাল বিতরণের অনিয়মের কাহিনিতে।

সরকারের যেকোনো ব্যাপারে সরকারি দলের লোকদেরই ষোলো আনা কর্তৃত্ব থাকবে, তাতে কারও বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। চাল হোক, রিলিফের খেজুর হোক বা দুম্বার মাংস হোক, সরকার যখন কোনো দ্রব্য বিতরণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় বণ্টন করে, তখন তা সরকারি দলের লোকদের হাতেই গিয়ে পড়বে। কেজি দুই চাল কাকে দেবেন, একমুঠো খেজুর কার ভাগ্যে জুটবে অথবা দুম্বার একটি পা কার কপালে জোটে, তা নির্ধারণের ক্ষমতা বিধাতার নয়, সরকারি দলের লোকদের। এলাকার সবচেয়ে দুস্থ যে বিধবা বৃদ্ধা, খেজুর তাঁকে দেওয়া হয় না। কারণ তাঁর দাঁত আছে মাত্র তিনটি, খেজুর তিনি চিবাতে পারবেন না। তাই বাক্সসুদ্ধ খেজুর যায় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি দলের নেতার অথবা তাঁর ছোট ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে। দুম্বার মাংস রান্না করতে গেলে যে তেল, গরমমসলা ও পেঁয়াজ-রসুনের প্রয়োজন, তা ওই নিঃসন্তান বিধবা জোটাতে পারবেন না। সুতরাং দুম্বার পেছনের দিকের রান ও সিনার টুকরাগুলো জনপ্রতিনিধি ও নেতার শ্যালিকার শ্বশুরবাড়িতে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঠিয়ে মোবাইল ফোনে শ্যালিকাকে বলে দেন, 'এ মাংস দেশি খাসির মতো হইব না। মরুভূমির দ্যাশের পশু। চর্বি কম। একটু রুঠা রুঠা হইব। বেশি মসলা দিয়া ভুনা ভুনা করবি।' তবু গরিবদের হক মেরে, ওই মাংস খাওয়া চাই-ই।

সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তাতে দেশের অতিদরিদ্র ৫০ লাখ মানুষ ১০ টাকা কেজি দরে চাল পাবে। গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাঁচ মাস চলবে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু কাজটি শুরু হতে না হতেই অন্তত ১০ রকমের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অনিয়মগুলো হলো: ১. কোথাও গরিবের বদলে ধনীরা চাল পাচ্ছে। ২. কোথাও ওজনে কম দেওয়া হচ্ছে। ৩. কোথাও ৩০ কেজি চাল দেওয়ার টিপসই নিয়ে দেওয়া হচ্ছে ১০ থেকে ২০ কেজি চাল। ৪. তালিকা প্রণয়নের অথবা অনুমোদনের আগেই অনেক জায়গায় চাল বিতরণ শুরু হয়ে যায়। ৫. অনেক জায়গায় হতদরিদ্রের নাম তালিকায় আসেনি, সচ্ছল অথচ স্থানীয় নেতাদের ঘনিষ্ঠদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৬. চাল বিতরণে অনভিজ্ঞ দলীয় নেতা-কর্মীদের ডিলার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৭. বেশ কয়েকটি এলাকায় উপকারভোগী তালিকায় সরকারি চাকরিজীবী, স্কুলশিক্ষক ও ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারের নাম রয়েছে। ৮. কয়েকটি জেলায় খাদ্য বিভাগ থেকে নিম্নমানের চাল দেওয়া হয়েছে। ৯. কার্ডধারী ব্যক্তিদের চাল না দিয়ে খোলাবাজারে বিক্রির ঘটনা ঘটেছে। এবং ১০. ব্যানার টাঙিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে চাল বিক্রির নিয়ম থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। [*প্রথম আলো*, ১১ অক্টোবর]

এই তালিকাই পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত তা বলা যাবে না। এই তালিকা প্রকাশের পরের কয়েক দিনে অন্যান্য পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে যেসব সচিত্র ও সবাক প্রতিবেদন বেরিয়েছে, তা অবলম্বন করে করুণ তথ্যচিত্র শুধু নয়, ফিচার ফিল্ম পর্যন্ত হতে পারে। সেসব যোগ দিলে অনিয়মের তালিকা ১০ নয়, ২০ ছাড়িয়ে যাবে।

রোববার সন্ধ্যায় এক কলেজপড়ুয়া ছোকরা পালপাড়াতে গিয়ে এক বৃদ্ধাকে বলল, 'মাসি, আইজ তো বিশ্ব খাদ্য দিবস, কী খাইলেন?' মাসি বললেন, 'এই বেলা কিছু রান্ধি নাই, বাবা। ১০ টাকা দরে চাউল আনতে গেছিলাম মেম্বারের বাড়ি, কইল, "তোমার তো নামই ওঠে নাই খাতায়, কী কাজে আইছ? পরের মাসে খবর নিয়ো। এই মাসের চালান শ্যাষ।"'

গোপাল সেক ও হরিতন বিবি দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মহাসড়কের পাশে শণের ঘর বানিয়ে থাকেন। কয়েক বছর আগে নদীভাঙনে বাড়িঘর সব নদীতে চলে গেছে। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে। গোপাল গেছিলেন চেয়ারম্যানের বাড়ি। তিনি ছিলেন না, এমপি সাহেব সদরে আসবেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন জরুরি কাজে। চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলে এমপি সাহেবের প্রতিষ্ঠিত খেজুর আলী ডিগ্রি কলেজের ভিপি। বাধ্য হয়ে তাঁর কাছেই চালের ব্যাপারে জানতে চাইলেন গোপাল। মোটরসাইকেলে সজোরে স্টার্ট নিতে নিতে ভিপি বললেন, 'চাইল-ডাইল-নুন-মরিচের খবর আমার কাছে ক্যান? এইবারের চাইল সব বিক্রি হইয়া গ্যাছে।' ধমক খেয়ে তাঁর ঝুপড়িতে ফেরার পথে গোপাল দেখলেন, দুই বস্তা চাল নিয়ে একটি ভ্যানগাড়ি খান্নাস মিয়ার নতুন দালানঅলা বাড়িতে ঢুকে গেল। কোনো কোনো এলাকায় জীবিত গরিব চাল পায়নি, কয়েক বছর আগে দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে গেছে এমন ব্যক্তি এসে চাল কিনে নিয়ে গেছে। কোনো পরিবারের তিন কার্ড পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, এক কার্ডে চাল নিয়ে দুই কার্ডের চাল বিক্রি করে দিয়েছে।

যাহোক, অনিয়ম, অস্বচ্ছতার কথা গণমাধ্যমে আসার পর খাদ্য মন্ত্রণালয় আট সদস্যের একটি তদারকি কমিটি গঠন করেছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত কাজ করছেন। তাঁরা তিনজনকে সাজা দিয়েছেন। জরিমানা করেছেন ৫০ হাজার টাকা। সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। গতকাল পর্যন্ত ১১টি বা তার বেশি ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থাকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু এটুকুতেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না।

চাল বিক্রির ডিলারশিপ যে আওয়ামী লীগের লোকেরাই পাবেন, সেটা অবধারিত। তাতে দোষের কিছু নেই। তবে আওয়ামী লীগের সৎলোকটিকে দিলেই ভালো হতো। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বার এলাকার অতিগরিবদের তালিকা তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জমা দেন। অভাব ও ক্ষুধা জিনিসটি দলনিরপেক্ষ। দুবেলা দুমুঠো ভাত না জুটলে আওয়ামী-সমর্থক হতদরিদ্রের যেমন ক্ষুধা লাগে, তেমনি বিএনপি-সমর্থকদেরও পেট চিনচিন করে। তালিকা তৈরিতে ব্যাপক দলীয়করণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে চারদিক থেকে।

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। আমরা বিশ্বে চতুর্থ। গম, ভুট্টা, মাছ, শাকসবজি প্রভৃতি উৎপাদনেও প্রচুর সাফল্য। এ জন্য আমাদের কৃষক, মৎস্যজীবী, কৃষিবিদ প্রমুখ ধন্যবাদের পাত্র। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই) বা বিশ্ব ক্ষুধাসূচক ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। বাংলাদেশে এখন অভুক্ত মানুষের সংখ্যা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে কম। তবু অন্তত দুই কোটি মানুষ অতিদরিদ্র। দুবেলা তাদের ভাত-রুটি জোটে না।

শুরুতে অমর্ত্য সেনের কথা বলেছি। তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন, পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য থাকলেই দেশের সব মানুষ ক্ষুধামুক্ত থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় সরকারি গুদামে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য ছিল। বণ্টন ঠিকমতো হয়নি এবং মানুষের কেনার ক্ষমতা ছিল না। যার হাতে টাকা নেই, তাকে ৪০ টাকা কেজির চাল ২০ টাকায় দিলেও সে কিনতে পারবে না। তাই হতদরিদ্রদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতিদরিদ্রদের জন্য ১০ টাকা কেজি চাল বিক্রির যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর দলের কিছু মানুষের লোভ-লালসার কারণে কর্মসূচিটি বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে।

আমরা নানা অন্যায্য কাজ ও অনিয়মের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সমালোচনা করি। সরকারি কর্মকর্তাদেরও দোষারোপ করা হয়। আড়ালে থেকে যান দায়িত্বশীল আরও অনেকে। চাল বিক্রির এই অনিয়মের দায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংসদদেরও বহন করতে হবে। তাঁরা রাষ্ট্রের যাবতীয় আনুকূল্য নিয়ে এলাকার মানুষের জন্য কী কাজটা করছেন? তাঁদের শুল্কমুক্ত দামি গাড়ি, রাজউকের প্লট বা ফ্ল্যাট নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। সরকারের একটি চমৎকার উদ্যোগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এমপিদের ভূমিকা রাখা উচিত ছিল।

আগে আমরা দেখেছি, বাড়ির ধান-চালের গোলায় ধেড়ে ইঁদুর ঢুকে সব সাবাড় করে দিত। যারা গরিবের চাল নিয়ে দুর্নীতি করে, তারা তো মানুষরূপী ধেড়ে ইঁদুরের চেয়ে কম নয়। চাল বিক্রির অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁকে অনুরোধ করেছি, কোনোক্রমে যেন এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি সহ্য করা না হয়। এবং ভালো হয় ইউপির চেয়ারম্যান-মেম্বার ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে সত্যিকারের অতিগরিবেরা যাতে এই কর্মসূচির সুবিধা পায়। তিনি বলেছেন, সরকারি দলের লোক হোক আর যে-ই হোক, এ ব্যাপারে অনিয়ম বরদাশত করা হবে না। আমরা দৃষ্টিগ্রাহ্য পদক্ষেপ দেখতে চাই এবং দেখতে চাই দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা।

● **সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।**

বব ডিলান ও দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের সংগীত জগতে নতুন কাব্যিক ধারা সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বব ডিলান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন বব ডিলান। ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট পণ্ডিত রবিশঙ্কর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমত গড়ে তোলা এবং শরণার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য শিল্পী জর্জ হ্যারিসনকে নিয়ে এই অবিস্মরণীয় কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশের বন্ধু নোবেল বিজয়ী বব ডিলানকে নিয়ে আমাদের এই লেখা।

১৯৭১ সালের ১ আগস্ট ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন জর্জ হ্যারিসন ও বব ডিলান। ছবি: সংগৃহীত

মতিউর রহমান

২০১৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন কবি, গীতিকার ও গায়ক বব ডিলান। গত বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর, ২০১৬) বিকেলে *প্রথম আলো* অফিসে সুমনা শারমীনের কাছ থেকে এ সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই গভীর আবেগে মনে পড়ে যায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাহায্যে ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর কথা। সেদিনের অনুষ্ঠানের এক বড় তারকা ছিলেন বব ডিলান। নিউইয়র্কের সেই সংগীতানুষ্ঠান আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরি ও শরণার্থীদের সাহায্যে তহবিল গঠনে এক বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিল। সত্যিকার অর্থে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার বিরুদ্ধে আর মানবিকতার সপক্ষে যে বড় বড় সংগীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে, আসলে তা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের সমর্থনে সেই 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' থেকেই।

আমরা জানি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য তহবিল সংগ্রহে বিশ্বশ্রেষ্ঠ সেতারবাদক রবিশঙ্কর এক অনুষ্ঠান করতে বিটলস গায়ক জর্জ হ্যারিসনকে অনুরোধ করেছিলেন। জর্জ হ্যারিসনও তাঁর অনুরোধে সম্মতি জানান। তবে তাঁকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল এই অনুষ্ঠান করতে। অনুষ্ঠানের জন্য ১ আগস্ট ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন খালি পাওয়া যায়। তারপর একদিকে কনসার্টের নানা প্রস্তুতি এবং অন্যদিকে শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়। জর্জ হ্যারিসনের ভাবনায় ছিল যে এই সময়টাই সঠিক। কারণ, প্রতিদিন হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছিল এবং মার্কিন সরকার পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠাচ্ছিল।

জর্জ হ্যারিসন যখন 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তখন বিটলস গ্রুপ ভেঙে গেছে। বিটলসের সহশিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বস্তিকর ছিল না। তা সত্ত্বেও জর্জ হ্যারিসন আত্মাভিমান ত্যাগ করে সহশিল্পী ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। বিটলসের ড্রামার রিঙ্গো স্টার রাজি হয়েছিলেন এককথায়। জনপ্রিয় গায়ক লিওন রাসেল ও বিল প্রেস্টন প্রথম প্রস্তাবেই সম্মতি জানান। এরিক ক্ল্যাপটন প্রস্তাবটি বিবেচনার আশ্বাস দেন। তবে সে সময়ের প্রবল প্রভাবশালী গায়ক বব ডিলান সম্মতি জানাতে সময় নেন। বলা যায়, প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত অনিশ্চয়তা ছিল বব ডিলানের অংশগ্রহণের বিষয়টি। তবে শেষ পর্যন্ত বব ডিলান অংশ নিয়েছিলেন। তাঁকে পেয়ে জর্জ হ্যারিসন আনন্দিত হয়েছিলেন।

জর্জ হ্যারিসনের বই *আই-মি-মাইন* থেকে জানা যায়, অনুষ্ঠানের আগে সব শিল্পীর পুরো রিহার্সেলও হয়নি। অনুষ্ঠানের আলোর ব্যবস্থা ভালো ছিল না। তথ্যচিত্র ধারণের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত ছিল না। এই সবকিছুর পর অনুষ্ঠানটি এক দিন দুবার হয়েছিল। কারণ, প্রথমটির সব টিকিট দ্রুতই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

জর্জ হ্যারিসন অনুষ্ঠানের হাজার হাজার শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরুতেই বলেন, 'ভারতীয় সংগীত আমাদের চেয়ে অনেক গভীর।' তারপর পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খান ও সহশিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দেন। কনসার্টের শুরুতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেন, 'প্রথম ভাগে ভারতীয় সংগীত থাকবে। এর জন্য কিছু মনোনিবেশ দরকার। পরে আপনারা প্রিয় শিল্পীদের গান শুনবেন। আমাদের বাদনে শুধু সুর নয়, এতে বাণী আছে। আমরা শিল্পী, রাজনীতিক নই। বাংলাদেশে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশের পল্লিগীতির সুরের ভিত্তিতে আমরা বাজাব "বাংলা ধুন"।'

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশের বড় আকর্ষণ ছিলেন বব ডিলান আর জর্জ হ্যারিসন। সে অনুষ্ঠানে বব ডিলান পাঁচটি গান গেয়েছিলেন। বব ডিলানের জনপ্রিয় গানগুলো শুনতে পেরে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। তাঁর গানগুলো ছিল: ১. আ হার্ড রেইনস গনা ফল ২. ইট টেকস আ লট টু লাফ/ইট টেকস আ ট্রেন টু ক্রাই ৩. ব্লোইন ইন দ্য উইন্ড ৪. মি. টাম্বুরিন ম্যান এবং ৫. জাস্ট লাইক আ ওম্যান। প্রতিটি গানের সঙ্গে বব ডিলান অ্যাকুস্টিক গিটার ও হারমোনিকা বাজিয়েছিলেন। আর প্রতিটি গানের সঙ্গে জর্জ হ্যারিসন ইলেকট্রিক গিটার বাজান। বিটলসের আরেক সদস্য রিঙ্গো স্টার বাজিয়েছেন টাম্বুরিন। আর প্রতিটি গানের সঙ্গে বাস নিয়ে সঙ্গী ছিলেন লিওন রাসেল। তবে বব ডিলানের শেষ গানটিতে কণ্ঠ দিয়ে সঙ্গী হয়েছিলেন জর্জ হ্যারিসন ও লিওন রাসেল।

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশের বব ডিলানের পাঁচটি গানই লং প্লেয়িং (এলপি) রেকর্ড ও বিশেষভাবে সিডিতে পাওয়া যায়। তবে ২০০৫ সালে নতুন করে প্রকাশিত দুটি ডিভিডিতে বব ডিলানের গান রয়েছে চারটি। শুধু 'মি. টাম্বুরিন ম্যান' গানটি নেই।

২০০৫ সালে পুনঃপ্রচারিত দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ডিভিডি প্রকাশ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় ইউএসএ ফান্ড ফর ইউনিসেফের সভাপতি চার্লস জে লিওনসের লেখা থেকে জানা যায়, কনসার্টের টিকিট বিক্রি থেকে সংগ্রহ হয়েছিল প্রায় আড়াই লাখ ডলার।

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশের আয়োজন আর সংগীত আজও বিশ্বব্যাপী আলোচিত ও প্রচারিত। ২০০৫ সালে নতুন করে ডিভিডির বিক্রি থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দ্য জর্জ হ্যারিসন ফান্ড ফর ইউনিসেফ, যা হ্যারিসন পরিবার ও ইউএস ফান্ড ফর ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিশুদের জরুরি স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তা দান করছে। এই 'জর্জ হ্যারিসন ফান্ড ফর ইউনিসেফ'-এর প্রতিষ্ঠাতা জর্জের স্ত্রী অলিভিয়া হ্যারিসন ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিন দিনের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, ওই কনসার্ট করতে গিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল জর্জ হ্যারিসনের।

অলিভিয়া হ্যারিসন ঢাকায় অবস্থানকালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় যেসব কাজ চলছে, সেগুলো দেখতে এসেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিশুদের জন্য কিছু কর্মসূচি চলে জর্জ হ্যারিসন ফান্ডের সহায়তায়। আরও কিছু কাজ নিয়েও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল ঢাকার ইউনিসেফের অফিসের সঙ্গে।

আসলেই, ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংগৃহীত তহবিলের কাজ এখন চলছে বাংলাদেশে। এটা বড় এক অনুপ্রেরণা। সে জন্যই আমরা আজ বিশেষভাবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বব ডিলানকে স্মরণ করছি। একই সঙ্গে স্মরণ করছি পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনকে। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে তাঁরা অমর।

গুণীজন কহেন

অর্জন করার মতো লক্ষ্যই হচ্ছে আত্মোন্নয়নের প্রথম ধাপ।

জে. কে রাওলিং (ব্রিটিশ কল্প লেখক)

প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে থাকাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জেনো (গ্রিক দার্শনিক)

কাজ করার স্পৃহা থাকলে যেকোনো লক্ষ্যেই পৌঁছানো যায়।

অপরাহ উইনফ্রে (মার্কিন অভিনেত্রী)

মেঘাচ্ছন্ন দিনে আসলে সূর্য দেখা যায় না।

উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ড (১৯২১-১৯৯৪)
মার্কিন লেখক

শব্দভেদ

১	২		৩		৪	৫	
৬			৭				
	৮				৯		১০
১১				১২			
		১৩				১৪	
১৫	১৬			১৭			
			১৮			১৯	২০
২১					২২		

বাঁ থেকে ডানে
১. মেঝে, দেয়াল, সিঁড়ি প্রভৃতিতে অঙ্কিত চিত্রকলা। ৪. চাষ। ৬. বিভোর। ৭. আজকের অব্যবহিত পূর্বদিন। ৮. অলি। ৯. প্রকার। ১১. সুব্যক্ত। ১৩. জমাট বাঁধা লবণাক্ত ছানা। ১৪. মুকুট। ১৫. সামান্য। ১৭. শোভাযুক্ত। ১৮. মায়ের বোন। ১৯. প্রাচীন। ২১. অকলুষিত। ২২. অনুরাগের অভাব।

ওপর থেকে নিচে
১. সুপরিচিত ফলবিশেষ। ২. শুভ সময় অতিবাহিত। ৩. শৌখিন রসিক পুরুষ। ৪. আকৃতি। ৫. অল্পবয়সী পুরুষ। ১০. মস্তিষ্ক। ১১. ঈষৎ কম্পন। ১২. তেলাপোকা। ১৩. বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য। ১৪. বীণা আকৃতির বাদ্যযন্ত্র। ১৬. লাঞ্ছনা, তিরস্কার। ১৮. কৃত্রিম ছোট নদী। ২০. ক্রোধ।

তৈরি করেছেন: **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

আ	গ	ম	নী		চি		উ
স	ম	স	র		নি	ষ্পা	প
মা		ন	ব	মী			কা
ন	গ	দ		ন	ভো	চা	রী
	জা		অ		জ	ল	
ঘ	র		হ	ক		ক	দু
ট		হ	ং	স			পু
ক	ঙ্ক	র		ম	ন্ব	ন্ত	র

বেসিক আলী

শাহরিয়ার

আপনার রাশি

কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা—৪ ও ৮। শুভ রত্ন—ওপাল ও পান্না। শুভ রং—হালকা সবুজ, ক্রিম ও মেরুন। এবার জেনে নেওয়া যাক বারোটি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস:

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
এ সপ্তাহে নতুন চাকরির খোঁজ পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। নতুন প্রেমের সম্পর্কে সাময়িক জটিলতা দেখা দিতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। কারও প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার আগে দ্বিতীয়বার ভাবুন। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
কর্মস্থলে পদস্থ ব্যক্তিদের আনুকূল্য পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। পারিবারিক দ্বন্দের অবসান হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের জন্য সপ্তাহের শেষ দুই দিন বিশেষ শুভ। পাওনা আদায় হবে। ফেসবুকে কারও দেওয়া তথ্য আপনার প্রেমিক মনকে উসকে দিতে পারে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য এ সপ্তাহে উদ্যোগ নিন। পাওনা আদায় হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
কর্মস্থলে পদস্থ ব্যক্তিদের আনুকূল্য পেতে পারেন। নতুন ব্যবসায়ে হাত দেওয়ার এখন সুসময় বিরাজ করছে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। সৃজনশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিদেশেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবেন। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনার স্বার্থ অক্ষুণ2 থাকবে। সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। এ সপ্তাহে কোনো সমিতি কিংবা সংগঠনে যোগদানের প্রস্তাব পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো যাবে।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
কর্মস্থলে প্রভাবশালী কারও সহযোগিতা পেতে পারেন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। ভেঙে যাওয়া প্রেমের সম্পর্ক জোড়া লাগতে পারে। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। যাত্রাপথে সতর্ক থাকুন।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
ব্যবসায়িক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। পরিবারের বয়স্ক কারও রোগমুক্তি ঘটতে পারে। সৃজনশীল কাজের জন্য বিদেশেও প্রশংসিত হতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

জোছনা ও জননীর গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

পর্ব : ৩২

মজনু সঙ্গে সঙ্গে বলল, হু।
এইবার রোগ ধরা পড়েছে। ছেলের মন খারাপ মা'র জন্যে। অনেক দিন মায়েরে দেখে না। এদিকে আবার শুরু হয়েছে সংগ্রাম। খোঁজখবর নাই।

বলছি তো যাব। এখন পথেঘাটে চেকিং বেশি। মিলিটারি সমানে ধরতাছে। উনিশ-বিশ দেখলেই ঠুসঠাস। তোরে নিয়াই আমার বেশি বিপদ। খৎনা হয় নাই, এই দিকে আবার কইলমাও মুখস্থ নাই। মুখস্থ হইছে?

না।

ক দেহি, ধরাইয়া দিতেছি। প্রতমে— লা ইলাহা...। তারপর কী?

জানি না।

আসগর তাকিয়ে দেখল, ছেলে চোখ মুছছে। লক্ষণ ভালো না। চোখের পানি মার জন্যে। ছেলের বয়স তো কম হয় নাই। অখনো যদি দুধের পুলার মতো 'মা মা' করে তাইলে চলবে ক্যামনে! এখন রোজগারপাতি শিখতে হবে। দুইটা পয়সা কীভাবে আসে সেই ধান্দায় থাকতে হবে। 'মা মা' করলে মা'র আদর পাওয়া যায়, ভাত পাওয়া যায় না। জগতের সারকথা কী? জগতের সারকথা 'মা' না, 'বাপ' না। জগতের সারকথা ভাত। হিন্দুরা বলে অন্ন।

বাপরে, ক্ষিধা লাগছে?

না।

খেচুড়ি খাবি, খেচুড়ি? (আসগর কী কারণে জানি খিচুড়িকে বলে খেচুড়ি। এই খাদ্যটা তার বড়ই পছন্দ। এক প্লেট আট আনা নেয়। আট আনায় পেট ভরে না।)

খেচুড়ির কথাতেও ছেলের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হলো না। সে এখনো রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। চোখ তুলছে না। আসগর বলল, আচ্ছা যা বিষ্যুদবারে নিয়া যাব। বিষ্যুদবার দিন ভালো। রহমতের দিন। বারের সেরা জুম্মাবার কিন্তু বিষ্যুদবারও মারাত্মক। থাকবি কিছুদিন মা'র সাথে। আমি চেষ্টা নিব এর মধ্যে খৎনা করাইতে। হাজম পাইলে হয়। সংগ্রামের সময় কে কই গেছে...

মজনুর মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, ভুখ লাগছে।

কী খাবি? খেচুড়ি?

ডিমের সালুন দিয়া ভাত।

আসগর ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। এই ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুখাদ্য বাদ দিয়ে সে চায় ডিমের সালুন। খেচুড়ি খাওয়ার এত বড় সুযোগ সে হেলায় হারাচ্ছে। জীবনে যখন বড় বড় সুযোগ আসবে সেগুলিও হারাবে।

খেচুড়ি খাইয়া দেখ।

ডিমের সালুন খাব।

আচ্ছা যা ডিমের সালুন।

আসগর ঠেলাগাড়ি ঘুরাল। সে বেশ আনন্দে আছে। কারণ, গত কিছুদিন তার রোজগার ভালো হয়েছে। লোকজন মালামাল নিয়ে ঢাকা ছাড়ছে। কেউ যাবে কমলাপুর, কেউ বাসস্টেশন। সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস। তারা ভাড়া হিসেবে যা দিচ্ছে তার পুরোটাই লাভ। ঠেলার মালিককে কিছু দিতে হচ্ছে না। কারণ, পঁচিশে মার্চের পর ঠেলামালিকের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় ঘটনা ভালো না। পঁচিশে মার্চ রাতে ঠেলাটা ছিল আসগরের কাছে। তার শরীর ভালো ছিল না। পা ফুলে গিয়েছিল। সে ঠেলাটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে ভেবেছিল সকালে মালিকের কাছে যাবে, ঘটনা ব্যাখ্যা করবে। তারপর তো লেগে গেল ধুন্ধুমার। যাকে বলে রোজ কেয়ামত। দুদিন পর কেয়ামত একটু ঠান্ডা হলে সে গেল ঠেলামালিকের খোঁজে।

মালিক দুটা ঘর তুলে থাকে কাঁটাবনে। গিয়ে দেখে কোথায় ঘর কোথায় কী— বেবাক পরিষ্কার। ঘরবাড়ি কিছুই নাই। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এক দাড়িওয়ালা আদমি এসে বলল, কারে খুঁজেন?

সে ভয়ে ভয়ে বলল, ঠেলামালিক ইদ্রিসরে খুঁজি। টিনের ঘর ছিল। ঘরের সামনে দুইটা আমগাছ। কোমর সমান উঁচা।

দাড়িওয়ালা বলল, টিনের ঘর ছনের ঘর সব শেষ। আমগাছ জামগাছও শেষ। ঘরের বাসিন্দারাও শেষ। বাড়িতে যান। আল্লাখোদার নাম নেন।

সেই দুঃসময়েও আসগরের মনে হলো, আল্লা যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। এই রকম ভয়ংকর ঘটনার মধ্যেও কিছু মঙ্গল আল্লাপাক রেখেছেন। যেমন এখন ঠেলাটার মালিক বলতে গেলে সে। দৈনিক তিন টাকা ঠেলার জমা তাকে দিতে হবে না। শরীরটা যদি কোনো কারণে খারাপ হয় ঠেলার উপরে চাদর বিছিয়ে ঘুম দিবে। মালিকের জমার টাকা কীভাবে দিবে— এই নিয়ে অস্থির হতে হবে না। বরং সে ঠেলা অন্যকে ভাড়া দিতে পারে। বলতে গেলে সে এখন ঠেলার মালিক। কথায় আছে— 'আইজ ফকির কাইল বাদশা'। কথা মিথ্যা না। তাকে দিয়েই তো মীমাংসা হয়েছে।

আল্লাপাকের অসীম রহমত— 'সংগ্রাম'-এর মধ্যেও সে ভালো রোজগার করছে। ঢাকা ছেড়ে যাওয়া এখন ঠিক না। কিন্তু যেতে হবে ছেলের জন্যে। মা ছাড়া ছেলে কিছু বোঝে না। জীবন যে বড় জটিল আল্লাপাক তাকে সেই বোধ দেন নাই। আসগর আলি মাঝেমধ্যে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। নানান বিষয়ে উপদেশ দেয়। ছেলেকে উপদেশ দিতে তার ভালো লাগে। উপদেশ শুনে তার ছেলে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায় আর মুখে বলে 'হুঁ'। ছেলের মুখে 'হুঁ' শুনতে তার বড় ভালো লাগে। কঠিন সময়ে বেঁচে থাকার জন্যে উপদেশের প্রয়োজন আছে। আসগর নানান বিষয়ে উপদেশ দেয়। ধর্ম, আল্লাপাকের বিচার, সবুরে মেওয়া ফলের মীমাংসা। কিছুই বাদ যায় না। তবে তার বর্তমান উপদেশ প্রায় সবই মিলিটারি সম্পর্কিত।

বাপধন শোন, মিলিটারি দেখলে তার চোখের দিকে তাকাইবা না। মাথা নিচু কইরা হাঁইট্টা চইল্যা যাবা। যেন কিছুই দেখ নাই। মনে থাকব?

হুঁ।

মিলিটারি যদি বলে— হল্ট। দৌড় দিবা না। দৌড় দিছ কি শ্যাষ। ধুম! পিঠের মধ্যে এক গুল্লি। মনে থাকব?

হুঁ।

মিলিটারির দিকে তাকাইয়া হাসবা না, চোখের পানিও ফেলবা না। হাসি-চোখের পানি দুইটাই মিলিটারি কাছে বিষ। মনে থাকব?

হুঁ।

সময়-সুযোগ হইলে বলবা— 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। 'জয় বাংলা' বলছ কি গুড়ুম। গুড়ুম। গুল্লি যে কয়টা খাইবা তার নাই ঠিক। মনে থাকব?

হুঁ।

মিলিটারির মধ্যে কিছু আছে কালা পিরান পিন্দে। এরার নাম কালা-মিলিটারি। এরা সাক্ষাৎ আজরাইল। দূর থাইক্যা যদি দেখ কালা জামা, ফুড়ুৎ কইরা গলির মইধ্যে ঢুকবা। চুকি দিয়া দেখনের কথা মনেও আনবা না। মনে থাকব?

হুঁ।

পথে যখনই নামবা একদমে আল্লাহু আল্লাহু করবা। আল্লাপাকের নিরানব্বুই নামের সেরা নাম আল্লাহু। খাওয়া-খাদ্যের মধ্যে সেরা খাদ্য যেমন খেচুড়ি। আল্লাপাকের নামের মধ্যে সেরা নাম আল্লাহু। দিলের মধ্যে আল্লাহু থাকলে ভয় নাই। মনে থাকব?

হুঁ।

অলংকরণ : **মাসুক হেলাল**

আসগর আলির গন্তব্য নীলক্ষেতের ভাতের দোকান। এখানে কয়েকটা দোকান আছে খাওয়া এক নম্বর। তরকারির ঝোল দুই-তিনবার নেওয়া যায়, কোনো অসুবিধা নাই। ডাইলের বাটি দুই আনা। এক বাটি শেষ করলে আরও কিছু পাওয়া যায়। সেইটা মাগনা।

বলাকা সিনেমা হলের কাছে এসে আসগরের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। পাঁচ-ছয়জন কালা-মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে কাপড়ের হুড লাগানো আলিশান এক ট্রাক। ট্রাকের ভেতরও মিলিটারি, তবে কালা-মিলিটারি না। আসগর চাপা গলায় বলল, বাপধন তাকাইস না। সিনেমা হলের দিকে তাকাইস না। দমে দমে আল্লাহু বল। মাথার টুপি ঠিক কর। বেঁকা হইয়া আছে।

আসগর আলি পেছনে ফিরে ছেলের কাণ্ড দেখে হতভম্ব। টুপি ঠিক করার বদলে সে চোখ বড় বড় করে কালো-মিলিটারির দিকেই তাকিয়ে আছে। এখন ছেলেকে ইশারা করে কিছু বলা ঠিক হবে না। মিলিটারি বুঝে ফেলবে ইশারায় কথাবার্তা চলছে। মিলিটারিরা ইশারা একেবারেই পছন্দ করে না।

এই ঠেলাওয়ালা, থাম!

আসগর আলির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। একে বিপদ বলে না। একে বলে মহাবিপদ। নবিজির শাফায়াত ছাড়া এই বিপদ থেকে রক্ষা নাই। আসগর আলি চোখ বন্ধ করে এক মনে সূরা ফাতেহা পড়ে ফেলল। এই একটা সূরাই তার মুখস্থ।

তোমার নাম কী?

আসগর আলি ভালোমতো তাকিয়ে দেখে মিলিটারি না। বাঙালি এক লোক তাকে প্রশ্ন করছে। বিশিষ্ট কোনো লোক হবে। তার সঙ্গে আরও লোকজন আছে। তাদের হাতে ক্যামেরা। আরও কী সব যন্ত্রপাতি। যে প্রশ্ন করছে তার গায়ে রংচঙা শার্ট। মাথায় হইলদা টুপি। মিলিটারি যমানায় রংচঙা শার্ট, মাথায় বাহারি টুপি পরে ঘুরে বেড়ানো সহজ ব্যাপার না। যে কেউ পারবে না। আসগর আলি বিনীত গলায় বলল, জনাব, আমার নাম আসগর। আমার ছেলের নাম মজনু। আমরা ভালোমন্দ কোনো কিছুর মধ্যে নাই।

টুপিওয়ালা বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? ভয়ের কিছু নেই। আমরা তোমার কিছু কথাবার্তা রেকর্ড করব। টিভিতে প্রচার হবে। টিভি চিন?

জি জনাব, চিনি।

আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের ইন্টারভ্যু নিচ্ছি। ঢাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কোনো ঝামেলা নাই— এইটা বলবে। বুঝেছ?

জি।

উল্টাপাল্টা কিছু বলবে না। শুধু ভালো ভালো কথা বলবে। যেমন শহর শান্ত। কোনো সমস্যা নাই। দোকানপাট খুলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে— এইসব। ঠিক আছে?

জি।

ওকে, ক্যামেরা।

একজন এসে আসগর আলির মুখের সামনে ক্যামেরা ধরল। একজন ধরল ছাতির মতো একটা জিনিস। টুপিওয়ালা মাইক হাতে প্রায় আসগর আলির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। টুপিওয়ালার মুখভর্তি হাসি।

আমরা এখন কথা বলছি ঢাকা শহরের খেটে খাওয়া একজন শ্রমজীবীর সঙ্গে। তিনি এবং তাঁর পুত্র এই শহরে দীর্ঘদিন ধরে ঠেলা চালান। ভাই, আপনার নাম কী?

আমার নাম আসগর। আমার ছেলের নাম মজনু।

ঢাকা শহরে এখন ঠেলারচালাতে আপনার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে?

জে না।

শহরের অবস্থা কী?

অবস্থা ভালো। মাশাল্লাহ। অবস্থা খুবই ভালো।

চারদিকে যা দেখছেন তাতে কী মনে হয়— শহরে কোনো সমস্যা আছে?

জে না।

শহরের বর্তমান অবস্থায় আপনি কি সন্তুষ্ট? আয়-রোজগার হচ্ছে?

জি জনাব। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

ভাই আসগর আলি, আপনাকে ধন্যবাদ।

আসগর কপালের ঘাম মুছল। আল্লাপাকের অসীম দয়ায় বিপদ থেকে অল্পের উপর রক্ষা পাওয়া গেছে। টুপিওয়ালা লোকটা ভালো। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাকে একটা সিগারেট দিল। এখানেই শেষ না। পাঁচটা টাকাও দিল। আসগর ভেবেছিল তার মহা বিপদ। এখন দেখা গেল— বড়ই সুখের সময়। আল্লাপাক কখন যে মানুষকে বিপদ দেন, কখন যে বিপদ থেকে উদ্ধার করে পুরস্কার দেন বোঝা মুশকিল। কে ভেবেছিল কোনো পরিশ্রম ছাড়া মুখের কথায় রোজগার হয়ে যাবে। এই জমানায় পাঁচ টাকা কোনো সহজ ব্যাপার না।

খেতে বসে মজনু সিদ্ধান্ত বদল করল। ডিমের সালুন না, সে গরুর মাংস খাবে। আসগর আনন্দিত গলায় বলল, যত ইচ্ছা খা। যেইটা খাইতে ইচ্ছা করে খা। তয় এইখানেও একটা ঘটনা আছে।

মজনু বলল, কী ঘটনা?

আসগর বলল, রিজিক আল্লাপাকের নিজের হাতে। তুই কী খাবি না খাবি সবই আল্লপাক আগেই ঠিক কইরা রাখছেন। এখন যদি তুই ডিমের সালুন খাস, বুঝতে হবে আল্লাপাক নির্ধারণ কইরা রাখছেন ডিমের সালুন। আর যদি গরুর মাংসের ভুনা খাস, তবে বুঝন লাগব রিজিকে ছিল গো মাংস।

যদি দুইটাই খাই?

তাইলে বুঝতে হবে আল্লাহপাক নির্ধারণ কইরা রাখছেন আমার পেয়ারের বান্দা মজনু মিয়া ডিমের সালুনও খাবে, গো মাংসও খাবে। তোর কি দুইটাই খাইতে মন চাইতেছে?

হুঁ।

খা, দুইটাই খা। অসুবিদা নাই। সবই আল্লাপাকের নির্ধারণ। আমার করণের কিছু নাই। আমি উসিলা। পুরা দুনিয়াটাই তাঁর উসিলার কারখানা।

মজনু মিয়ার খাওয়া দেখে আসগরের ভালো লাগছে। কী আগ্রহ করেই না সে খাচ্ছে! সে খাচ্ছে মাংস দিয়ে কিন্তু ডিমটাও পাতে রেখে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে ডিমটা হাতে নিয়ে দেখছে। আবার থালার এক কোনায় রেখে দিচ্ছে। তার মনেয় হয় খেতে মায়া লাগছে। আহা বেচারা! পঁচিশ মার্চ রাত থেকে ছাব্বিশে মার্চ সারা দিন-রাত সে ছিল না খাওয়া। তারা বাপ-বেটা লুকিয়ে ছিল গর্তের ভেতর। মতিঝিলে বিল্ডিং বানানোর জন্যে বড় গর্ত করা হয়েছিল, সেই গর্তে। এই দীর্ঘ সময়ে মজনু একবারও বলে নাই— ভুখ লাগছে। বড়ই বুঝদার ছেলে। আসগর বলল, মাংস স্বাদ হইছে?

মজনু বলল, হুঁ।

ডিমটা খা।

অখন না। পরে।

মা'র জন্যে তোর কি বেশি পেট পুড়তাছে?

হুঁ।

আসগর আলি রহস্যময় গলায় বলল, পেট বেশি পুড়লে একটা 'ঘটনা' অবশ্য ঘটানি যায়। আইজও যাওয়া যায়। খাওয়া শ্যাষ কইরা বাসে উঠলাম। চইলা গেলাম। সন্ধ্যার আগে আগে উপস্থিত। এখন বাস চলাচল আছে।

মজনু একদৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ ছলছল করছে। মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে সে আনন্দে কেঁদে ফেলবে। আসগর আলির খাওয়া শেষ হয়েছে। সে টুপিওয়ালা সাহেবের দেয়া সিগারেটটা আরাম করে ধরিয়েছে। দোকানের ছেলেটাকে বলেছে জর্দা দিয়ে একটা পান দিতে। সে মন ঠিক করে ফেলেছে— আজই যাবে। ছেলেটা এত খুশি হয়ে তাকিয়ে আছে। খুশি নষ্ট করা ঠিক না। ছেলেমেয়ের খুশি অনেক বড় জিনিস।

টঙ্গীব্রিজের কাছে মিলিটারি চেকপোস্ট। বাসের সব যাত্রীদের নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মিলিটারিরা যাত্রীদের মালামাল পরীক্ষা করে দেখে। আসগর আলির বাস চেকপোস্টে থামল। বাসের আটত্রিশজন যাত্রীর মধ্যে ছয়জনকে আলাদা করা হলো। কোনোরকম কারণ ছাড়াই তুরাগ নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলি করা হলো। মৃতদেহগুলি ভাসতে থাকল তুরাগ নদীতে। সেই ছয়জন হতভাগ্যের একজন আসগর আলি। গুলি করার আগমুহূর্তেও সে বুঝতে পারেনি তাকে গুলি করা হচ্ছে। সে তাকিয়েছিল মজনুর দিকে। মজনুর হাতে তার মা'র জন্যে কেনা কচুয়া রঙের শাড়ির প্যাকেট। আসগর আলির একমাত্র দুশ্চিন্তা— মিলিটারিরা শাড়ির প্যাকেট রেখে দিবে না তো?

সেদিন রাত নটায় 'নগরীর হালচাল' অনুষ্ঠানে ঢাকা নগরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কিছু মানুষের ইন্টারভিউ প্রচার করা হলো। তাদের মধ্যে সরকারি চাকুরে আছেন, ব্যবসায়ী আছেন, গৃহিণী আছেন এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতিভু হিসেবে আসগর আলিও আছে। গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, শহরের অবস্থা এখন অনেক ভালো। বিশৃঙ্খলার সময় গরুর মাংসের সের হয়েছিল দুটাকা। এখন সবচেয়ে ভালোটা দেড় টাকায় পাওয়া যায়। পেঁয়াজ এবং লবণের দামও কমেছে।

অনুষ্ঠান শেষ হলো আসগর আলিকে দিয়ে। উপস্থাপক জিজ্ঞেস করলেন, শহরের বর্তমান অবস্থায় আপনি কি সন্তুষ্ট?

আসগর আলি বলল, জি জনাব। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

আসগর আলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

গৌরাঙ্গ খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার গায়ে গরম চাদর। সে চোখ বড় বড় করে টিভি দেখছে। সন্ধ্যার পর থেকে যত রাত পর্যন্ত টিভি চলে সে টিভি দেখে। শেষ অধিবেশনে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত হয়— 'পাক সার যামিন সাদবাদ।' গৌরাঙ্গ সুর করে জাতীয় সংগীত গায়। তখন তাকে দেখে মনে হয় সে বেশ আরাম পাচ্ছে। শাহেদের সঙ্গে সে কথা বলে না। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে। কথা বলে নিজের মনে। বিড়বিড় করে কথা। শাহেদ যখন বলে, 'কী বলছ?' তখন সে এমন ভঙ্গিতে তাকায় যেন শাহেদ খুবই অন্যায় কোনো কথা বলেছে, যে কথা শুনে সে আহত। গৌরাঙ্গের আরেক সমস্যা হলো, বাথরুমে যখন যায় তখন বাথরুমের দরজা পুরোপুরি খোলা রাখে। দরজা বন্ধ করলে তার নাকি ভয় লাগে।

ক্রমশ

গোল কোরো না গোল কোরো না...

আদনান মুকিত

আঁকা : **রাজীব**

খবর : আগামী তিন বছর ফিফার কোনো ম্যাচ খেলবে না বাংলাদেশ।

আমার বন্ধু শিহাব ফুটবলের খুব ভক্ত। ফুটবলের সঙ্গে দারুণ মিলও আছে ওর। দুটোই সম্পূর্ণ গোল। মাঝেমধ্যে শিহাবকে দেখলেই আমরা 'গোওওল' বলে চিৎকার করে উঠি (লাথিও মারতে চাই, সাহসে কুলায় না বলে শুধু চিৎকারেই সীমাবদ্ধ থাকি)। আশপাশের লোকজন চমকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে, খেলাটা আসলে হচ্ছে কোথায়! শিহাবের তাতে কিছু যায় আসে না। বিশ্বের কোন কোনায় কে ফুটবল খেলছে, তা নিয়ে তার যত চিন্তা! তবে ও যে প্রচণ্ড আশাবাদী একজন মানুষ, তা দেখে কেউ বুঝবে না। বুঝবে তখনই, যখন ও বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে কথা বলতে শুরু করবে। বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে তার অনেক আশা। নতুন কোচ এলেই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে রিপনের দোকানে আদা-চায়ের অর্ডার দেয় সে (অর্ডারটাই শুধু ও দেয়, বিলটা দিতে হয় আমাকেই)। নতুন কোচ যে কত ভালো এবং কীভাবে আমাদের ফুটবলকে তিনি বিশ্বমানচিত্রে জায়গা করিয়ে দেবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে শিহাব। অবশ্য ওকে বেশ ঘন ঘনই খুশি হতে দেখা যায়। কারণ, ঋতু পরিবর্তনের মতোই কদিন পরপর পরিবর্তন হয় আমাদের ফুটবল দলের কোচ। বিদেশ থেকে যত ফুটবল কোচ আসেন, হাইওয়েতে চলার জন্য বোধহয় এত হিনো চেয়ারকোচ বাসও আসে না! এ কথা শুনে খুব খেপে যায় শিহাব, 'গাধা! ফালতু কথা বলিস না। দেশের ফুটবলের কোনো খোঁজ রাখিস তুই? বল, আমাদের বর্তমান কোচের নাম বল।'

'বর্তমান কোচ সেন্টফিট (যদিও তিনি এখন পর্যন্ত কোচ আছেন কি না তা নিয়ে আমি সন্দিহান)। সুদূর বেলজিয়াম থেকে আসা। তবে দোস্ত, কোচ তো ফিট, কিন্তু দলের খেলোয়াড়েরা কতটুকু ফিট, সেটা নিয়ে আলোচনা ওঠে মাঝেমধ্যেই। অনেকের অভিযোগ, ফুটবলাররা ঠিকমতো অনুশীলন করেন না। অনুশীলনে আসেন দেরিতে। এ বিষয়ে তোর কী মত?'

শিহাব আবারও খেপে হাতে কিল দিয়ে বলল, 'তোরা তো অভিযোগ করেই বসে থাকিস। খেলোয়াড়েরা কেন দেরিতে অনুশীলনে আসেন, তা কি কোনো দিন ভেবে দেখেছিস?'

আমি মাথা নাড়ি। না তো। ভেবে দেখিনি। মিরপুরের বাস কেন দেরিতে আসেন, এটা নিয়েই আমি অধিকাংশ সময় ভাবি। অন্য কিছু ভাবার সুযোগ আর পেলাম কোথায়? শিহাব উত্তেজিত হয়ে হাত-মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'একটু চিন্তা কর। ইউজ ইয়োর ব্রেইন, ম্যান! প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ভালো করতে হলে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে হবে। বুঝতে হবে। কিন্তু ফিফা ফ্রেন্ডলি, চ্যাম্পিয়নস লিগ, বুন্দেসলিগা, স্প্যানিশ লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এসবের অধিকাংশ খেলাই হয় গভীর রাতে। ফলে রাত জেগে খেলা দেখার কারণে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় আমাদের ফুটবলারদের। তাই দেরি হয় অনুশীলনেও। শুধু শুধু ফুটবলারদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই।'

'নাহ্। তাঁদের কোনো দোষ নেই। এ জন্যই তো পাঁচ গোল খেয়ে হাসিমুখে সেলফি আপলোড করেন।'

'ঠিকই তো আছে। বইয়ে পড়িস নাই? যেকোনো বিপদ হাসিমুখে মোকাবিলা করতে হয়। এটা কয়জন পারে, বল? ব্রাজিল যে সাত গোল খেয়েছিল, তাদের কাউকে হাসতে দেখেছিস? তারা পারে না। তারা ওই বিপদটা হাসিমুখে মোকাবিলা করতে পারেনি। আমরা পারি।'

'ও আচ্ছা। দারুণ বলেছিস। তাহলে বল, আমাদের ফুটবলারেরা গোল করতে পারেন না কেন? হালি হালি গোল খাই আমরা। ভুটানও আমাদের তিন গোল দেয়! এটা কোনো কথা? বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৮ ম্যাচে ৩২টা গোল খেয়েছি! কেন? হোয়াই?'

'এটারও খুব সহজ ব্যাখ্যা আছে। তোরা তো লেখাপড়া কিছু করিস না। করলে জানতি, বিখ্যাত কবি সুফিয়া কামাল আমাদের গোল করতে নিষেধ করে গেছেন।'

'ফাজলামি করিস? তোকেই ফুটবল বানিয়ে লাথি মারব এবার। উনি কেন গোল করতে মানা করবেন?'

'বললাম না, তোরা মূর্খ। জ্ঞানহীন! আরে সুফিয়া কামাল লিখেছেন, "গোল কোরো না গোল কোরো না, ছোটন ঘুমায় খাটে"। এত বড় একজন মহীয়সী কবির কথা আমরা অমান্য করব কীভাবে? এ জন্যই আমরা গোল করি না। বোঝো নাই ব্যাপারটা?'

'বুঝছি। এই ছোটন কে তা জানিস?'

'কে? আমাদের নিচতলার দারোয়ান ছোটন নাকি?'

'জি না। এই ছোটন হচ্ছে আমাদের ফুটবল ফেডারেশন। আমরা দিনের পর দিন ম্যাচ হারছি। গোল খাচ্ছি। মানুষ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়, আমরা মেটাচ্ছি গোলে। অথচ তারা 'ছোটন' হয়ে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। নতুন খেলোয়াড় তুলে আনছে না। ঘরোয়া ফুটবলের অবস্থাও যাচ্ছেতাই।'

'এহ্! নতুন খেলোয়াড় কি তোর বাড়ির পাশের খেতের আলু নাকি যে চাইলেই তুলে আনবি? ফেডারেশনের কী দোষ? তারা তো চেষ্টা করছেই। হবে একদিন। খেলোয়াড় আসবে।'

'আসলেই। সব দোষ আমাদের।'

'হ্যাঁ। তোদেরই তো দোষ। তোরা এত নৈরাশ্যবাদী কেন? ভুটানের কাছে তিন গোল খেয়েছি বলে তোদের ঘুম হচ্ছে না হতাশায়। কেন, আমরা যে একটা গোল দিলাম, সেটা দেখলি না?'

'ব্যাটা, ভুটানকে আমরা বলেকয়ে হারাতাম আগে! এই প্রথম হারলাম! আর এই হারের কারণে যে আগামী তিন বছর ফিফা-এএফসির কোনো ম্যাচ পাব না, তার কী হবে? তবু তোর মতো খুশি হব আমরা?'

'অবশ্যই খুশি হবি।'

'কেন?'

'কারণ, এই তিন বছর ফিফা বা এএফসির কোনো ম্যাচে আমরা হারব না। গোলও খাব না। এটাও কি বড় অর্জন নয়?'

আমার ধারণা, এ রকম বিপুল পরিমাণ 'শিহাব' আমাদের ফুটবল ফেডারেশনে ঘাপটি মেরে আছে। কিংবা কে জানে, হয়তো খেলোয়াড়দের মধ্যেও কোনোভাবে শিহাবীয় চেতনা ঢুকে গেছে। সে জন্যই একের পর এক পরাজয়ের পরও কেউ কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। তবে নিশ্চয়ই একদিন কেউ উদ্যোগ নেবে। এই রে, শিহাবের ভাইরাস কি আমার মধ্যেও ঢুকে গেল!

দপ্তর রস

লেখা : **জাহিদ হাসান**
আঁকা : **নাইমুর রহমান**

নারকেলের দুই পদ

ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে স্নাতক শ্রেণির ছাত্রী **মুহসিনা তাবাসসুম**। নতুন নতুন রান্না করা তাঁর শখ। ফেসবুক ও ইউটিউবে নিজের রান্নার রেসিপি প্রকাশ করেন। তাঁর দেওয়া নারকেলের দুটি পদের রেসিপি এখানে ছাপা হলো

লেয়ার কোকোনাট কুলফি

উপকরণ : বড় নারকেল ১টি (কোরানো), দুধ আধা লিটার, কনডেন্সড মিল্ক আধা কাপ, চিনি স্বাদ অনুযায়ী, লবণ ১ চিমটি ও খাবার রং (লাল) ৩-৪ ফোঁটা।
প্রণালি : দুধ জ্বাল দিয়ে ৩০০-৪০০ মিলিলিটার করে নিন। দুধ কুসুম গরম থাকতে বা ঠান্ডা করে সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার নারকেলের ওপরের ছাবা তুলে ফেলুন। অল্প কিছু থাকলে সমস্যা নেই। আবার ১-২ মিনিট ব্লেন্ড করে দুটি পাত্রে সমান করে তুলে রাখুন। এক ভাগে রেড কালার মিশিয়ে নিন বাকি অর্ধেক সাদা রাখুন। যেকোনো মোল্ডে নিচে পিংক কালারের লেয়ার দিয়ে ১ থেকে ২ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। নিচের লেয়ার জমাট বেঁধে গেলে বাকি অর্ধেক ঢেলে ফ্রিজে রেখে দিন। ৪-৫ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন।

ফ্রুটস কেক উইথ কোকোনাট ফ্লাওয়ার

উপকরণ : ময়দা দেড় কাপ, কোকোনাট ফ্লাওয়ার আধা কাপ, বেকিং পাউডার দেড় চা-চামচ, নারকেল দুধ তিন ভাগের এক ভাগ কাপ, ডিম ৪টি, চিনি ১ কাপ, সয়াবিন তেল ১ কাপ, লবণ ১ চিমটি, ইচ্ছামতো ড্রাই ফ্রুটস (বাদাম, মোরব্বা, কিশমিশ) ও ভ্যানিলা এসেন্স ২ চা-চামচ।
প্রণালি : শুকনা উপকরণ ভালো করে চেলে নিন। ডিমের সাদা অংশ বিট করে ফল বাদে সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে বিট করুন। শুকনা উপকরণ স্প্যাচুলা দিয়ে হালকাভাবে মিশিয়ে নিন। সবশেষে ফ্রুটস দিয়ে হালকা মিশিয়ে কেকের মোল্ডে ঢেলে দিন। ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রিহিট করে ৩০-৩৫ মিনিট বেক করুন।
টিপস : কোকোনাট ফ্লাওয়ার হাতের কাছে না পেলে ড্রাই কোকোনাট ফুড প্রসেসরে বা ব্লেন্ডারে দিয়ে পাউডার করে নিন। গ্রেট করা কোকোনাট ১-২ টেবিল চামচ কুসুম গরম দুধ দিয়ে ব্লেন্ড করে চিপে নিলেই কোকোনাট মিল্ক রেডি। ঠান্ডা হলে ক্রিম বা কোকোনাট মিল্ক সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরে পাতা দই

স্বাস্থ্য ও ত্বক দুটোর জন্যই উপকারী দই। নিয়মিত দই খাওয়ার অভ্যাস আছে অনেকেরই। হয়তো বাইরে থেকেই কিনে আনা হয়। তবে বাড়িতেই সহজে দই বানিয়ে নেওয়া যায়। তেমনই কিছু রেসিপি দিয়েছেন **সিতারা ফিরদৌস**

চিনিপাতা দই

উপকরণ :
দুধ ২ লিটার, সাদা দই ১ কাপ, চিনি এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ ও দই দানা সামান্য।

প্রণালি :
দুধ, চিনি একসঙ্গে চুলায় দিয়ে খুব ভালো করে নাড়তে হবে। ১ লিটারের মতো হলে চুলা বন্ধ করে দই দানা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে অল্প গরম থাকতে দই ফেটিয়ে দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দই বসানো পাত্রে ঢেলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। গরম জায়গায় এমনভাবে রাখতে হবে যেন নাড়াচাড়া না হয়। আট-নয় ঘণ্টার মধ্যে দই জমে যাবে। (ওভেনে খুব মৃদু তাপে রাখলে বা ইয়োগার্ট মেকারে দিলে দই তাড়াতাড়ি জমে যায়)।

ভাপে দই

উপকরণ :
কনডেন্সড মিল্ক ১ কৌটা, সাদা দই ৪ কাপ, এলাচির গুঁড়া আধা চা-চামচ ও মধু ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি :
দই পাতলা কাপড়ে ছেঁকে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে, পুডিং মোল্ডে ঘি লাগিয়ে রাখতে হবে। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। গ্রিজ করা পুডিং মোল্ডে ঢেলে ভাপে অথবা স্টিমারে ৩০-৩৫ মিনিট রেখে দিন, ঠান্ডা হলে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে পরিবেশন করুন।

দই স্ট্রবেরি ও কমলার জেলির ডেজার্ট

উপকরণ :
সাদা দই ২ কাপ, ফ্রেশ ক্রিম ১ টিন, মধু ৪ টেবিল চামচ, এলাচির গুঁড়া সামান্য, কমলার জেলি আধা কাপ ও স্ট্রবেরি জেলি আধা কাপ।

প্রণালি :
দই পাতলা কাপড়ে ছেঁকে পানি ঝরিয়ে ক্রিম, মধু, এলাচির গুঁড়া দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখতে হবে। লম্বা কাচের গ্লাসে কিছু দই, কিছু স্ট্রবেরি জেলি, কিছু কমলার জেলি দিয়ে পছন্দমতো সাজিয়ে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

চকলেট দই

উপকরণ :
তরল দুধ ২ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, কুকিং চকলেট ৪ টেবিল চামচ, চিনি আধা কাপ, সাদা দই আধা কাপ।

প্রণালি :
দই বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিলিয়ে চুলায় জাল দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। অল্প গরম থাকতে দই মিশিয়ে দই জমানোর পাত্রে ঢেলে দিন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে গরম জায়গায় আট-নয় ঘণ্টা রাখতে হবে। চকলেট দই ঠান্ডা করে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করা যায়।

সাদা দই

উপকরণ :
দুধ ১ লিটার ও সাদা দই আধা কাপ।

প্রণালি :
দুধের হাঁড়ি চুলায় দিন। চামচ দিয়ে খুব ভালো করে নাড়ুন। ৭০০ গ্রাম হলে চুলা বন্ধ করে আরও কিছুক্ষণ নাড়তে থাকুন। দুধ অল্প গরম থাকতে দই ফেটিয়ে দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দই বসানোর পাত্রে ঢেলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। গরম জায়গায় এমনভাবে রাখতে হবে যেন নাড়াচাড়া না হয়। আট-নয় ঘণ্টার মধ্যে দই জমে যাবে। (ওভেনে খুব মৃদু তাপে রাখলে বা ইয়োগার্ট মেকারে দিলে দই তাড়াতাড়ি জমে যায়)।

প্রেমপত্র এখন 'ডিজিটাল'

সজীব মিয়া

দুই দশক আগেও হাতে হাতে প্রেমপত্র গুঁজে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। দুরুদুরু বুকে কাঁপা হাতে লেখা সে চিঠিই ধরে রাখত অনুভবের প্রথম আলোর ছটা। ক্যাম্পাসে বা গলির মোড়ে শত সংকোচে প্রেমপত্র হাতে প্রিয় মানুষের সামনে দাঁড়ানো—সে তো পর্বতশৃঙ্গ জয়ের মতোই ব্যাপার ছিল। কিন্তু হালের তরুণদের কাছে সেই প্রেমপত্রের আবেদন কী অজানা? স্মার্টফোনের সময়ে তাঁদের প্রেমপত্রের জায়গাটি কোন মাধ্যম দখল করেছে?

এই প্রশ্নগুলোর জুতসই উত্তর পাওয়া গেল বিভা ও অনিকের (ছদ্মনাম) কথায়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে দুজনের পরিচয়। মুক্তমঞ্চের কোনায় বসে সেদিন এক পশলা কথাও হয়েছিল। সে কথার রেশ ধরেই বিভাকে ফেসবুকে খুঁজে নেন অনিক। 'আমরা কি একদিন দেখা করতে পারি' অনিকের ফেসবুক মেসেজে সাঁয় মেলে বিভার। তারপর? অনিক বলেন, 'দেখা হলো বিকেলে। সামনাসামনি তেমন কিছুই গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না। তখন মাথায় এসেছিল চিঠি লিখলে খারাপ হয় না। কিন্তু এই সময়ে চিঠি লিখব ভাবতেই কেমন যেন সেকেলে মনে হচ্ছিল!'

এত কাঠখড় পোড়ানোর চেয়ে আপনি তো ফোনেই মনের কথা বলতে পারতেন? 'সে চেষ্টাও করেছি। ফোনে কথা বলার সময়ও সাহসে কুলোচ্ছিল না "ভালোবাসি" কথাটি বলার।' অনিকের মনের বার্তা বিভার দুয়ারে কীভাবে কড়া নাড়ল? বিভা বলেন, 'আমি তো সেদিনই ওর চোখের ভাষা বুঝেছি। কিন্তু প্রকাশ করিনি। দুই দিন পর হুট করে দেখি নাতিদীর্ঘ একটি খুদে বার্তা!' বিভার মুঠোফোনের সেই খুদে বার্তায় ছিল অনিকের 'ডিজিটাল প্রেমপত্র'।

এখনো তাঁরা সেই ডিজিটাল প্রেমপত্র চালাচালি করেন। এই গল্প শুধু অনিক ও বিভার নয়, তরুণেরা এখন নিজেদের মনের কথা পছন্দের মানুষকে জানাতে সহজ মাধ্যমই ব্যবহার করছেন। চিঠি লেখার যে উত্তেজনা, তা কি খুদে বার্তা কিংবা ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে পাঠানো মেসেজে পাওয়া যায়?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফখরুল ইসলাম বলেন, 'আসলে চিঠির রোমাঞ্চকর ব্যাপারটি গল্পে বা বড়দের কাছে শুনেছি। আমাকে এটা তেমন টানে না। হয়তো আমরা যে মাধ্যম ব্যবহার করছি সেটাই আমার কাছে রোমাঞ্চকর মনে হয় বলে।' ব্যাপারটি খোলাসা হলো একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তরুণ কর্মী সানজিদা নাহারের কথায়, চিঠি লিখতে যে আবেগের দরকার হয় তা কিন্তু একটি এসএমএস লিখতেও প্রয়োজন হয়। কতবার চেষ্টা করেই না একটি সুন্দর এসএমএস লেখা হয়। তখন তো চিঠি লিখে ঝুড়ি ভরে ফেলত। এখন আমরা ড্রাফট ভরে ফেলি। দুরুদুরু বুকেই কিন্তু সেন্ট করি।'

তবে কিছু ব্যতিক্রমী মানুষও তো সব সময়ই থাকেন। এমনই একজন তরুণ প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মেজবাহ। শৌখিন এই তরুণ এখনো চিঠি চালাচালি করেন। তিনি বলেন, 'চিঠির প্রতি বরাবরই আলাদা একটা দুর্বলতা ছিল। আমিও চাইতাম আগেকার দিনের মতো প্রেমপত্র লিখতে। সেই আগ্রহ থেকেই প্রেমপত্র লেখা শুরু করি। ভার্সিটিতে আমাদের বেশ কিছু চিঠিও চালাচালি হয়েছে। তবে ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমেই বেশি কথা হয়।'

তরুণদের যোগাযোগের মাধ্যমের পরিবর্তনকে তথ্যপ্রযুক্তিবিদেরা খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন। তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার বলেন, 'একসময় তো কবুতরের পায়ে বেঁধে চিঠি পাঠাত। আমরা তো সেটা এখন কল্পনাও করতে পারি না। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে প্রযুক্তির পরিবর্তন হবে। আর প্রযুক্তির পরিবর্তনের মধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যম পরিবর্তন হবে।'

সবাইকে এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কথাও জানালেন মোস্তফা জব্বার। তিনি বলেন, 'আমরা যারা চিঠির যুগে বড় হয়েছি, তারা এখন পুরোনো দিনের কথা ভেবে স্মৃতিকাতর হতে পারি। কিন্তু তরুণেরা তাঁদের সময়ে যা সহজ, সেটাই ব্যবহার করবেন। তবে এই যোগাযোগের মধ্যে যেটুকু সামাজিকতা ধরে রাখা দরকার, তা রাখতে হবে।'

ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ইমো ও স্কাইপের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোই তরুণদের প্রেমপত্রের জায়গা দখল করে নিয়েছে। তবে যে মাধ্যম ব্যবহার করেই যোগাযোগ হোক না কেন, তরুণেরা মনে করেন প্রেমপত্রের যে আবেদন, সেটা তাঁরা খুঁজে পান তাঁদের হাতে থাকা স্মার্টফোনের এই অ্যাপগুলোতেই।

ধূমপান ছাড়ার কৌশল

ডা. মো. আজিজুর রহমান

বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সিগারেটে নিকোটিনসহ ৫৬টি বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান আছে। ধূমপান করলে যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসার, হৃদ্‌রোগসহ নানা জটিল রোগ হতে পারে—এটা প্রায় সবাই জানে। তবে যেটা অনেকে জানে না, তা হলো নিজে ধূমপান না করেও মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রতিবছর ছয় লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে দেড় লাখের বেশি শিশু। পরোক্ষ ধূমপানের কারণে শিশুদের হাঁপানি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হতে পারে। পরোক্ষ ধূমপানের বড় শিকার নারীরা। নারীদের শারীরিক ক্ষতি পুরুষদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। তাই ভেবে দেখুন, ধূমপায়ী হলে আপনি নিজের তো

বটেই, নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্যও কত বিপদ ডেকে আনছেন। ধূমপান ছাড়ার জন্য কিছু পরামর্শ আপনার কাজে আসতে পারে—

সদিচ্ছা
প্রয়োজন দৃঢ় প্রত্যয়। ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে বারবার পড়ুন, জানুন এবং ভাবুন। এভাবেই সদিচ্ছা গড়ে উঠবে। নিজের কাছে অঙ্গীকার করুন—আপনি ধূমপান ছেড়ে দেবেন এবং নিশ্চয়ই তা পারবেন।

বিকল্প
বিকল্প হিসেবে পান-জর্দা বা অন্য কোনো ক্ষতিকর জিনিস বেছে নেবেন না। চা, কফি, ফলের রস, চুইংগাম ইত্যাদির অভ্যাস করতে পারেন। অন্য কোনো উপাদেয় জিনিসের দিকে ঝুঁকে এবং ধূমপানের আসক্তি অনুভব না করে আপনি নিকোটিনের নেশা থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

ব্যস্ততা
ব্যস্ততা বাড়ালে নেশা দূর করা সহজ হবে। অধূমপায়ী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ লাভ করার চেষ্টা করুন। বাগান করা, সিনেমা দেখা, বই পড়া, গান শোনা ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটাতে পারেন। ব্যায়াম শুরু করতে পারেন। ধূমপানের জন্য মাসে যে বাড়তি অপচয় হতো, তার কোনো সদ্ব্যবহার করে দেখুন, তৃপ্তি আসবে।

টেস্ট দলে চার নতুন মুখ

তারেক মাহমুদ, চট্টগ্রাম থেকে ●

সাব্বির রহমান

মেহেদী হাসান

কামরুল ইসলাম

নুরুল হাসান

একসঙ্গে চার নতুন মুখ! ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০ অক্টোবর থেকে শুরু প্রথম টেস্টের জন্য ঘোষিত ১৪ সদস্যের দলে আসল চমক এটাই। নির্বাচক হাবিবুল বাশার ও কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে পাশে বসিয়ে কাল এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে দল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন।

সাব্বির রহমান, নুরুল হাসান, কামরুল ইসলাম (রাব্বী) ও মেহেদী হাসান (মিরাজ)—টেস্ট দলে সুযোগ পাওয়া এই চার নতুনের কারও অন্তর্ভুক্তি নিয়েই অবশ্য কোনো প্রশ্ন নেই। দলে নেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গত বছরের জুলাই-আগস্টে খেলা সর্বশেষ টেস্ট দলের ছয় ক্রিকেটার রুবেল হোসেন, নাসির হোসেন, লিটন কুমার দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ শহীদ ও জুবায়ের হোসেন।

কাঁধের অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজের দলে না-থাকাটা অনুমিতই ছিলেন। জাতীয় লিগে চোটে পড়ায় রাখা হয়নি আরেক পেসার শহীদ ও উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান লিটনকে। ফর্ম ও টিম কম্বিনেশনের কারণে বাদ পড়েছেন রুবেল, নাসির ও জুবায়ের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট সিরিজে ছিলেন না, এমন আরও দুজন ক্রিকেটার ফিরেছেন এই দলে—শফিউল ইসলাম ও শুভাগত হোম চৌধুরী।

চার নতুনের পাশাপাশি ১৪ সদস্যের দলের উল্লেখযোগ্য দিক—দলে পেস বোলার মাত্র দুজন। প্রধান নির্বাচক মিনহাজুলের ব্যাখ্যা, 'আগের টেস্টগুলোতেও আমরা এভাবেই দল করেছি। যেখানে উইকেট ফ্ল্যাট, সেখানে দুজন পেস বোলার নিয়েই আমরা খেলি।'

২০১৪ সালে টেস্ট অভিষেকের পর ১৩ ইনিংসে মাত্র একটি ফিফটি শুভাগতর। মাঝখানেও এমন কিছু করেননি যে, এক সিরিজ বাদ দিয়ে আবার টেস্ট দলে ফেরাতে হবে তাঁকে। তবে প্রধান নির্বাচকের কথা শুনে মনে হলো, শুভাগতকে দলে নেওয়া হয়েছে মূলত অফ স্পিনার হিসেবে, 'আমরা অনেক দিন ধরে টেস্ট খেলি না। কিছু ক্ষেত্রে তাই পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করেছি, কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা। ইংল্যান্ড দলে অনেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান আছে। সে জন্যই দলে অফ স্পিনার রাখা জরুরি ছিল।'

প্রথম টেস্টের দল

তামিম ইকবাল, সৌম্য সরকার, ইমরুল কায়েস, মুমিনুল হক, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ, শুভাগত হোম চৌধুরী, মুশফিকুর রহিম, সাব্বির রহমান, মেহেদী হাসান (মিরাজ), শফিউল ইসলাম, তাইজুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম (রাব্বী), নুরুল হাসান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন মুখ মেহেদীর সুযোগ পাওয়াও অনেকটা সে কারণে। 'অনূর্ধ্ব-১৯ এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে ও যথেষ্ট ভালো খেলেছে। আমাদের মনে হয়েছে দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেটে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে। তারও দেওয়ার আছে অনেক কিছু'—বলেছেন প্রধান নির্বাচক। পেসার কামরুল এর আগে জাতীয় দলে সুযোগ পেলেও এখনো অপেক্ষায় আছেন আন্তর্জাতিক অভিষেকের। তাঁর সুযোগ পাওয়াটাও ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলার পুরস্কার। আরেকটি কারণ জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের উইকেট। মিনহাজুলই বলেছেন, 'এখানে উইকেট অনেক ফ্ল্যাট এবং লো। পুরোনো বলে জোরে বল করার ক্ষমতা আছে ওর।'

জাতীয় লিগ খেলতে গিয়ে কাঁধে চোট পাওয়া লিটন এখনো ম্যাচ খেলার মতো ফিট নন। 'ব্যাকআপ' উইকেটকিপার হিসেবে সে কারণেই জাতীয় দলের হয়ে ছয়টি টি-টোয়েন্টি খেলা নুরুল হাসানকে নেওয়া। নুরুল আসায় অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের উইকেটের পেছনে দাঁড়ানোটা সংশয়ের মধ্যে পড়ছে না বলে জানালেন কোচ হাথুরুসিংহে, 'আমরা দুজন উইকেটকিপার রেখেছি, কারণ ম্যাচের দিন সকালেও যদি কারও কিছু হয় তখন তো উইকেটকিপার হিসেবে আরেকজনকে লাগবে। তবে এ মুহূর্তে মুশফিকই আমাদের কিপার। সোহানও (নুরুল হাসান) দেশের অন্যতম ভালো কিপার।'

টেস্ট দলে আসা নতুনদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞতম সাব্বির। হাথুরুসিংহে তাঁকে নিয়েই বেশি আশাবাদী। কোচ এখন অঙ্ক কষছেন কীভাবে তাঁকে একাদশে সুযোগ দেওয়া যায়, 'আমাদের হাতে এখন খেলোয়াড় বাছাইয়ের অনেক সুযোগ। দলের একটা জায়গার জন্য অনেক খেলোয়াড় হাতে থাকা ভালো। আমরা বেশ গুরুত্ব দিয়েই ভাবছি সাব্বিরকে কীভাবে একাদশে সুযোগ দেওয়া যায়।'

পুরোনোদের মধ্যে সৌম্য সরকারের ফর্মে ফেরার ব্যাপারেও অনেক আশা কোচের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট সিরিজের স্কোয়াডে থাকলেও খেলা হয়নি কোনো ম্যাচ। ওয়ানডেতেও চলছে ফর্মের সঙ্গে লড়াই। আফগানিস্তান সিরিজের তিন ম্যাচে ৩১ রান করার পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ওয়ানডের কোনোটিতে খেলারই সুযোগ পাননি। তারপরও তাঁকে টেস্ট দলে রাখার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাথুরুসিংহে বলেছেন, 'তার ফর্ম নিয়ে আমরাও চিন্তিত। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতেই ওকে সুযোগ দিচ্ছি। সে ভালো খেলোয়াড়। ফর্ম খারাপ হলেও তা সাময়িক।'

নিজেদের কন্ডিশনে বাংলাদেশকে হারানো কঠিন

রানা আব্বাস ● ক্রিকেট ছাড়ার পর ধারাভাষ্যকার হিসেবে নিজেকে আলাদাভাবে চিনিয়েছেন **নাসের হুসেইন**। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ব্যর্থতার চোরাবালিতে হাবুডুবু খাওয়া ইংলিশ দল ধারাবাহিক সাফল্য পায় নাসেরের নেতৃত্বে। এবারও বাংলাদেশে এসেছেন স্কাই স্পোর্টসের ধারাভাষ্যকার হিসেবে। চট্টগ্রামে তৃতীয় ওয়ানডে চলার সময় ধারাভাষ্যকক্ষে কথা হলো তাঁর সঙ্গে। ৯৬ টেস্ট ও ৮৮ ওয়ানডে খেলা সাবেক এই ইংলিশ অধিনায়কের আলাপচারিতায় উঠে এল নানা প্রসঙ্গ।

■ *খেলোয়াড় হিসেবে বাংলাদেশে আপনার একমাত্র সফরটা ছিল ২০০৩ সালে। ওই সফরে বাংলাদেশের কোন বোলার আপনাকে সবচেয়ে বেশি বিপাকে ফেলেছিল?*

নাসের হুসেইন : বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ রফিক। চট্টগ্রাম টেস্টে (দ্বিতীয় ইনিংসে) ওকে যখন রিটার্ন ক্যাচ দিয়ে ফিরি, আমার রান তখন ৯৫। রফিক অসাধারণ বোলিং করেছিল আমাদের বিপক্ষে।

■ *ওই সিরিজে মাশরাফিও অসাধারণ বোলিং করেছিল...*

নাসের : হ্যাঁ, সে তখন অনেক তরুণ। বলে ভালো গতি ছিল। অনেক সম্ভাবনা দেখেছিলাম তার মধ্যে।

■ *এরপর বাংলাদেশ দলে বিশেষ করে ওয়ানডেতে অনেক বদল এসেছে। আপনার চোখে কী কী পার্থক্য ধরা পড়েছে?*

নাসের : বাংলাদেশ দলে খেলোয়াড় আসা-যাওয়া অনেক কম, যে কারণে তারা সাম্প্রতিক সময়ে ভালো খেলছে। প্রায় একই দল নিয়ে চট্টগ্রামেই ২০১১ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছিল। তামিম-মাশরাফির মতো বেশি কিছু অভিজ্ঞ খেলোয়াড় থাকায় ঘরের মাঠে বাংলাদেশ দল এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী। দারুণ কিছু তরুণ পেসার এসেছে বাংলাদেশ দলে। তাসকিন, রুবেল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভালো বোলিং করেছে। আর মাশরাফি তো আছেই।

■ *এবার শুরু থেকেই বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড খেলাটা প্রতিপ্রন্দ্বিতাপূর্ণ হচ্ছে। তা বাংলাদেশের কোন কোন খেলোয়াড় আপনার দৃষ্টি কেড়েছে বেশি?*

নাসের : হ্যাঁ, মাঠের খেলাটা দুর্দান্ত হচ্ছে। একতরফা নয়, খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ দেখছি। খেলোয়াড়দের আগ্রাসী মনোভাবটা ভালো লাগছে। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ইমরুল কায়েসের খেলা ভালো লাগছে। প্রস্তুতি ম্যাচ ও সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সে সেঞ্চুরি করেছে। মাহমুদউল্লাহকে অনেক গোছানো মনে হয়েছে, চারে সে প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান।

■ *খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারের শুরুতে আপনি ছিলেন লেগ স্পিনার। কিন্তু এসেক্সে এসে লেগ স্পিন ছেড়ে ব্যাটসম্যান হয়ে গেলেন। ক্রিকেটের এই শিল্পটা কেন ছেড়ে দিলেন?*

নাসের : ১৪ বছর বয়সে উচ্চতার কারণে নিখুঁতভাবে বল ছুড়তে পারতাম না। লম্বা ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করেই ওটা বাদ দিয়ে মনোযোগ দিই ব্যাটিংয়ে।

■ *এবার আপনার অধিনায়কত্ব প্রসঙ্গ। অ্যালেক স্টুয়ার্টের কাছ থেকে দায়িত্ব পাওয়ার পর ইংল্যান্ড দলের চেহারা বদলে দিতে আপনার অনেক অবদান। আপনার নেতৃত্বে টানা চারটি টেস্ট সিরিজ জিতেছে ইংল্যান্ড। বাজে অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রটা কী ছিল?*

নাসের : আমি মোটেও সফল অধিনায়ক ছিলাম না (হাসি)! অ্যাশেজ জিততে পারিনি, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, ডানকান ফ্লেচারের অধীনে আমরা কিছু কাজ করতে পেরেছিলাম। খেলোয়াড়দের কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় আনা, খেলোয়াড়েরা ইংল্যান্ড দলকেই বড় করে দেখবে, কাউন্টি দল নয়—এই ধারাটা তৈরি করেছিলাম। দলীয় চেতনা, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দাঁড় করানো, যোগ্য খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া—এসব বিষয়ে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছিলাম। এ কারণেই উপমহাদেশে বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিলাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ৩১ বছরে প্রথম সিরিজ জিতেছিলাম (২০০০ সালে)। এরপর মাইকেল ভন অধিনায়কত্ব করেছে, সাফল্য পেয়েছে। অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস, অ্যালিস্টার কুকও তা-ই।

■ *অথচ যখন অধিনায়কত্ব পেলেন, শুরুতেই আপনাকে সমর্থকদের দুয়ো শুনতে হয়েছে। এমনিতে কঠিন একসময়ে নেতৃত্ব পান, তার ওপর আবার দর্শকদের দুয়ো। তখন নিজেকে উজ্জীবিত করেছেন কীভাবে?*

নাসের : আমি মনে করি, নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে দর্শকদের দুয়ো দেওয়ার অধিকার আছে। ইংল্যান্ডে টেস্ট ম্যাচ দেখতে তারা অনেক পয়সা খরচ করে। আমাদের বাজে পারফরম্যান্স নিশ্চয়ই তারা দেখতে চায় না। হতাশা কাটিয়ে ওঠার একটাই উপায়—উন্নতি। ফুটবলে আমি আর্সেনালের সমর্থক। তারা খারাপ খেললে হতাশায় টিভির সামনে চিৎকার-চেঁচামেচি করি। একজন দর্শকের এটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আমরা একটা বিষয় অনুধাবন করেছি তখন—খেলায় পরিবর্তন আনতে হবে।

■ *অধিনায়ক হিসেবে আপনার সেরা অর্জন বলবেন কোনটিকে?*

নাসের : শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ জয় (২০০১ সালে)। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছিলাম আমরা। মুত্তিয়া মুরালিধরন দুর্দান্ত বোলিং করেছিল। শেষ পর্যন্ত সিরিজটা জিতি ২-১ ব্যবধানে। অসাধারণ এক সিরিজ ছিল সেটা।

■ *মাশরাফিকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের সফলতম অধিনায়ক। একজন সাবেক অধিনায়ক হিসেবে তাঁর অধিনায়কত্ব মূল্যায়ন করবেন কীভাবে?*

নাসের : দেশের মাঠে তার নেতৃত্বে টানা ছয়টা সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। দারুণ! নিজেদের কন্ডিশনে বাংলাদেশকে হারানো এখন অনেক কঠিন। সে অনেক বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়ক। পরিস্থিতি বুঝে স্পিনার-পেসার ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে। নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে করতে নিজেকে সে যেভাবে ফিট রাখছে, সেটা অসাধারণ। কয়েক বছর আগে আমি বিশ্বকাপে (টি-টোয়েন্টি) বোলিং করার সময় ওকে খেয়াল করছিলাম। ওর শরীর ভেঙে পড়ছিল, প্রায় এক পায়ে বল করছিল। তার পরও সে এখনো বোলিং করছে, এত আবেগ নিয়ে খেলছে! সে খুব বিচক্ষণ, অসাধারণ অধিনায়ক।

■ *মাত্র চার টেস্টের জন্য ১০০ টেস্ট খেলতে পারলেন না। এ নিয়ে আপনার আক্ষেপ নেই?*

নাসের : না, মোটেও আক্ষেপ নেই। আমার শেষ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছি, দলও ম্যাচটা জেতে (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে)। আমি অনেক সুযোগ পেয়েছি। ওই সময় ভন-স্ট্রাউসের মতো অসাধারণ কিছু খেলোয়াড় ছিল। দলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

■ *খেলা ছাড়ার পরপরই স্কাই স্পোর্টসের ধারাভাষ্য দলে যোগ দিলেন। নিশ্চয়ই অন্য পেশাও বেছে নিতে পারতেন?*

নাসের : (হেসে) আমি যেটা পছন্দ করি সেটা করি। ধারাভাষ্য অনেক পছন্দ করি। আমার অধিনায়ক ও কাছের বন্ধুদের দেখেছি ধারাভাষ্য দিতে। আমার নায়ক ডেভিড গাওয়ার ও ইয়ান বোথামের সঙ্গে ধারাভাষ্য দেওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করিনি। পছন্দের চাকরির প্রস্তাব পেলে আপনি নিশ্চয়ই সেটি লুফে নেবেন!

■ *কদিন আগে এউইন মরগানের বাংলাদেশে না আসা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের নিরাপত্তাব্যবস্থা কেমন দেখছেন?*

নাসের : চমৎকার নিরাপত্তাব্যবস্থা! হোটেল, মাঠ সব জায়গায় নিরাপত্তা অসাধারণ। ইংল্যান্ড দলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক রেগ ডিকাসনের সিদ্ধান্ত সঠিক। আসলে বিশ্বের কোথাও আপনি শতভাগ নিরাপদ নন। বাংলাদেশের দর্শকেরা যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে খেলা দেখছে তাদের স্বাগত জানাই। এটা না হলে বাংলাদেশের অবস্থাও পাকিস্তানের মতো হতো, ঘরের মাঠে খেলতে পারত না। আর ক্রিকেটের জন্য সেটি হতো খুব বাজে একটা ব্যাপার। পাকিস্তানকে এর মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, এটা ক্রিকেটের জন্যই খারাপ।

সাকিব মাশরাফির উইকেটের ধাঁধা

স্পোর্টস ডেস্ক ●

মাশরাফি বিন মুর্তজা

মাশরাফি বিন মুর্তজা, নাকি সাকিব আল হাসান? ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি উইকেট কার? প্রশ্নটার উত্তর একটু জটিল। এর উত্তরও হতে পারে দুই রকম! বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি উইকেট মাশরাফির। বাংলাদেশের পক্ষে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি উইকেট আসলে মাশরাফি ও সাকিব দুজনেরই!

একটু গোলমেলে লাগছে? আসলে ঝামেলা বেঁধেছে অন্য কারণে। মাশরাফি যে সবগুলো আন্তর্জাতিক ম্যাচ বাংলাদেশের হয়ে খেলেননি। দুটি ম্যাচ খেলেছেন এশিয়া একাদশের হয়েও। সেই দুই ম্যাচে তাঁর উইকেট আছে একটি। ফলে ওয়ানডেতে মাশরাফির ২১৬ উইকেট। সে হিসেবে বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক এখন তিনিই।

কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি যৌথভাবে সাকিব-মাশরাফি। দুজনই বাংলাদেশের জার্সিতে ২১৫টি করে উইকেট নিয়েছেন। ২১২ উইকেট নিয়ে সিরিজ শুরু করেছিলেন সাকিব। সে তুলনায় বেশ পিছিয়ে ছিলেন মাশরাফি (২০৭)। কিন্তু ইংল্যান্ড সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করে সাকিবকে ছুঁয়ে ফেলেছেন মাশরাফি। সিরিজ ৮ উইকেটে তুলে নিয়ে ওয়ানডে বোলিংয়ের শীর্ষ দশেও ঢুকে পড়েছেন মাশরাফি। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে মাশরাফি এখন আছেন নয়ে। ২০০৯ সালের পর র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশে ঢুকলেন তিনি।

শীর্ষ দশেও মাশরাফির সঙ্গী সাকিব। তিনি অবশ্য আগে থেকেই ছিলেন। উল্টো দুই ধাপ পিছিয়ে সাকিব এখন ছয়ে।

সাকিব আল হাসান

আবার শীর্ষ দশে মাশরাফি

রানা আব্বাস ●

মাশরাফি বিন মুর্তজা চট্টগ্রাম ছেড়েছেন ১৫ অক্টোবর ভোরেই। বাংলাদেশ দলের ওয়ানডে অভিযান আপাতত শেষ। মাশরাফির এখন ছুটি। অধিনায়ককে পরের ম্যাচটি খেলতে অপেক্ষা করতে হবে প্রায় তিন মাস। আগামী বছর জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড সফরের আগে আর ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টি নেই বাংলাদেশের।

মাশরাফি টেস্ট থেকে দূরে আছেন দীর্ঘ সময়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট দেখবেন দর্শকের চোখেই। ক্রিকেটের বড় দৈর্ঘ্যে না খেলার আক্ষেপটা নিশ্চয়ই তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সেটি আরও বাড়িয়ে দেয় 'চট্টগ্রাম' ও 'ইংল্যান্ড' নাম দুটি। এই চট্টগ্রামেই ২০০৩ সালে ইংলিশদের বিপক্ষে পেয়েছিলেন ৬০ রানে ৪ উইকেট, যেটি টেস্টে তাঁর সেরা বোলিং হয়ে আছে। পেতে পেতেও ৫ উইকেট না পাওয়ার আক্ষেপ তো আছেই, তাঁর চেয়ে বড় যন্ত্রণার কারণ সেই টেস্টে পাওয়া চোট। যেটি মাশরাফির স্বপ্নকে দিয়েছিল নাড়িয়ে।

চট্টগ্রামে মাশরাফি অবশ্য পেয়েছেনও অনেক। এখানেই তাঁর ওয়ানডে অভিষেক। গত বছর ২০০তম ওয়ানডে উইকেটও এখানে পাওয়া। পরশু চট্টগ্রামেই গড়েছেন নতুন কীর্তি। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি উইকেট (২১৬) এখন তাঁরই। তবে বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি উইকেট মাশরাফি ও সাকিব আল হাসান দুজনেরই (২১৫)! মাশরাফি অবশ্য এশিয়া একাদশের হয়ে দুটি ম্যাচ খেলে পেয়েছেন ১ উইকেট। সেটিই তাঁকে এগিয়ে রাখছে।

পরশু মাঠেই অধিনায়ককে নতুন অর্জনের কথাটা জানিয়েছেন সাকিব। যদিও এটি খুব একটা স্পর্শ করছে না মাশরাফিকে, 'কিছু অর্জনে তো ভালো লাগেই। তবে খুব উচ্ছ্বসিত বা অনেক ভালো লাগছে তা বলব না। খেলতে গেলে এমন অর্জন হয়। আমার পরে যারা আছে তাদের কাছে এই রেকর্ড খুব বড় কিছু হবে না। এরপর মুস্তাফিজ আছে, তাসকিন যদি আরও ১০-১২ বছর খেলতে পারে রেকর্ডের পর রেকর্ড হবে। এসব ছোটখাটো রেকর্ড আসলে কোনো অর্থ বহন করে না।'

তিনি যা-ই বলুন, বাংলাদেশের পেসারদের পথিকৃতের মুকুটে এই পালকটা যোগ হওয়া উচিতই ছিল। হয়তো বারবার চোটাঘাতে পূর্ণতা পায়নি তাঁর বোলিং সত্তা। ১৪ বছরের ক্যারিয়ারে যদি পুরো ছন্দে খেলতে পারতেন উইকেটসংখ্যা ২১৬ না হয়ে আজ ৩১৬ কিংবা তারও বেশিও হতে পারত। মাশরাফি এসব শুনে শুধুই হাসেন, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে! এসব নিয়ে ভেবে আর কী হবে?'

ক্যারিয়ারের গোধূলিতে নিজেকে আলাদাভাবে চিনিয়েছেন সফল এক নেতা হিসেবে। এই সাফল্যের ভিড়েও কখনো কখনো তাঁর দিকে ধেয়ে গেছে অপ্রিয় এক প্রশ্ন—স্ট্রাইক বোলার মাশরাফি কোথায়? সব প্রশ্নের উত্তর নিয়েই হয়তো এসেছিল আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড সিরিজ। দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে। আফগানদের বিপক্ষে উইকেট পেয়েছেন ৪টি। তবে তাঁকে খেলতে আফগান ব্যাটসম্যানদের কতটা কষ্ট হয়েছে ইকোনমিতেই পরিষ্কার—৩.৩৮। ইংল্যান্ড সিরিজে ৮ উইকেট নিয়ে তো বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সফলতম। ১২ উইকেট নিয়ে এই বছর তিনিই সবার ওপরে। ২০০৯-এর পর আবারও উঠে এসেছেন আইসিসির ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশ বোলারের তালিকায়।

যদিও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ হেরে যাওয়ায় ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে খুব একটা তৃপ্ত তিনি নন, 'দল জিতলে সবকিছুই ভালো লাগে। আজ আমরা হেরে যাওয়া দল। জয়ী দলে থাকলে যেমনই পারফরম্যান্স করি ভালো লাগত। সামনে চেষ্টা করব আরও ভালো কিছু করতে।'

মাশরাফির এমন পারফরম্যান্স আফসোস বাড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশের, টেস্টেও যদি তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ পেসার থাকতেন!

মাশরাফির আফসোস প্রথম ওয়ানডে

ক্রীড়া প্রতিবেদক ●

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা বাংলাদেশ জিতে যেতে পারত এক ম্যাচ হাতে রেখেই। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ পা রাখতে পারত নির্ভার-চিত্তে, ফুরফুরে মেজাজে। ৭ অক্টোবরের প্রথম ওয়ানডেটা কীভাবে হারল বাংলাদেশ! ইংল্যান্ডের ৩০৯ রান তাড়া করে ৫১ বলে দরকার ৩৯, হাতে ৬ উইকেট; এমন একটা অনুকূল অবস্থাতেও ম্যাচটা বের করতে পারেনি দল, কেবল আত্মহননের মিছিলে হেঁটে। চট্টগ্রামের ম্যাচটা হেরে শেষ অবধি সিরিজ খুইয়ে অধিনায়ক মাশরাফির আফসোস প্রথম ওয়ানডেটি নিয়েই।

'আমরা ওই ম্যাচটি আরও হিসেব কষে খেলতে পারতাম যদি—' মাশরাফির কণ্ঠে আক্ষেপ। তাঁর মতে, 'আপনি যদি কোনো ভুল করেন, সেটি পুরো সিরিজে টেনে নিতে হয়। যেটি আজ (১২ অক্টোবর) আমাদের হল। প্রথম ম্যাচটি আমরা যদি ভালোভাবে শেষ করতে পারতাম, আজ আমাদের এমন হতো না।'

চট্টগ্রামের শেষ ম্যাচটিতেও দল অনেক ভুল করেছেন বলে অভিমত মাশরাফির। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে। স্কোরবোর্ডে শেষ পর্যন্ত ২৭৭ রান উঠলেও সংগ্রহটা আরও বড় হতে পারত বলেই মনে করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক, '৩১ ওভারে এসে আমাদের ছন্দপতন হলো। পরের নয় ওভার আমরা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারিনি। ওই সময়টা আমরা ঠিকমতো খেলতেই পারিনি। উইকেট অবশ্য টার্ন করছিল। ব্যাটিং করাটাও কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের সুযোগ ছিল ৩০০ রানের বেশি করার।'

ম্যাচের শেষ দিকে ক্রিস ওকসের ক্যাচ স্লিপে দাঁড়িয়ে ফেলে দিলেন ইমরুল কায়েস। ওই ক্যাচটি নিতে পারলে ইংল্যান্ড একটু চাপেই পড়ে যেত। পুরো ব্যাপারটিকে মাশরাফি দেখছেন 'মানসিক ব্যাপার' হিসেবে, 'আমি বলব না ক্যাচ ধরার স্কিল নেই। পুরো ব্যাপারটিই কিন্তু মানসিক। খেলা শেষের আগেই ম্যাচ ছেড়ে দেওয়া যাবে না। ফিল্ডারদের বলের প্রত্যাশায় থাকতে হবে। সব সময় মনে করতে হবে যে বল আমার কাছে আসবে। ক্রিকেটে তো কত কিছুই হতে পারে। ওই ক্যাচটা নিতে পারলে ৭ উইকেট পড়ে যেত। পরের ভালো দুটি বলে আরও দুটি উইকেট চলে যেতে পারত। সবচেয়ে বড় কথা বেন স্টোকসের ওপর চাপ বাড়ত।

৫-০-র লজ্জায় পুড়ল অস্ট্রেলিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক ●

ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হোয়াইটওয়াশ হওয়ার লজ্জাটা এড়াতে চেষ্টা করেছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। প্রথমে ব্যাট করে করা দক্ষিণ আফ্রিকার ৩২৭ রানকে যেন একাই তাড়া করে গেলেন তিনি। ১৭৩ রানের বীরত্বপূর্ণ এক ইনিংসও উপহার দিলেন দর্শকদের। কিন্তু দল জিতল না। জয়ের খুব কাছে গিয়েও ৩১ রানে হেরে পাঁচ ম্যাচের সিরিজটা ৫-০ ব্যবধানেই হেরে গেল ওয়ানডের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এই প্রথমবারের মতো ৫-০ ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হলো অস্ট্রেলিয়া।

কেপটাউনের নিউল্যান্ডসে টস জিতে ব্যাট করতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকাকে বড় সংগ্রহের পথ দেখান রাইলি রুশো। রুশো ১১৮ বলে ১২২ রান করেন ১৪ চার আর ২ ছয়ের মারে। রুশোর পাশাপাশি জেপি ডুমিনি ৭৫ বলে করেন ৭৩। ডেভিড মিলার করেন ৩৯। এই তিন ব্যাটসম্যান বাদে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে বলার মতো স্কোর ছিল হাশিম আমলার—২৫। তবে রুশো, ডুমিনির ব্যাটে প্রোটিয়াদের সংগ্রহটা ৩২৭ ছুঁয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার অনভিজ্ঞ বোলিং লাইন আপ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রানের গতি কমাতে পারেনি। ক্রিস ট্রেমেইন ৬৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট, স্কট বোল্যান্ড ৬৮ রানে ২ উইকেট। এ ছাড়া জো মেনি ৩ উইকেট নিলেও খরচ করেছেন ৪৯ রান।

৩২৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ওয়ার্নারই পুরোটা সময় ভরসার প্রতীক হয়ে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জন্য। মাত্র ১৩৬ বলে ১৭৩ রান করে এক দিন ধরে রেখেছিলেন দারুণভাবেই। ২৪টি চারে সাজানো ওয়ার্নারের এই ইনিংসটির যোগ্য সঙ্গীর অভাবেই শেষ পর্যন্ত হেরে যেতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। ওয়ার্নারের দুর্দান্ত ১৭৩ রানের পর সর্বোচ্চ ৩৫ করে করেছেন দুজন ব্যাটসম্যান—মিচেল মার্শ আর ট্রেভিস হেড। বাকিরা ছিলেন একেবারেই ব্যর্থ। ওয়ার্নারের বীরত্ব সত্ত্বেও ৪৮.২ ওভারে ২৯৬ রানেই থেমে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাইল অ্যাবট নিয়েছেন ৪৮ রানে ২ উইকেট, কাগিসো রাবাদা ৮৪ রানে ২ টি। এ ছাড়া ২ উইকেট পেয়েছেন লেগ স্পিনার ইমরান তাহির—৪৯ রানের খরচে। অ্যান্ডি ফেলুকওয়াইয়ো তুলে নিয়েছেন একটি উইকেট। সূত্র : রয়টার্স।

অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ৫-০ ব্যবধানে হারতে হলো দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই। ছবি : এএফপি

তেঁতুলিয়ার মানুষ এখন তাঁদের নিয়ে গর্ব করে

বদিউজ্জামান ●

পাঁচ বোনের সংসার। ক্যানসার আক্রান্ত মাকে হারিয়েছেন গত বছর মে মাসে। ভাই নেই বলে মাঝেমধ্যেই আক্ষেপ করতেন বাবা আমিরুল ইসলাম। কিন্তু বাবার আক্ষেপ ঘুচিয়েছেন রুবিনা বেগম। পড়াশোনা ও খেলাধুলা চালিয়ে যাচ্ছেন সমান তালে। পাশাপাশি পুলিশ হিসেবে দায়িত্ব পালনও করছেন। ক্রীড়াঙ্গনের এক 'অলরাউন্ডারের' নাম রুবিনা। সম্প্রতি ঢাকায় শেষ হওয়া আইএইচএফ (আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশন) টুর্নামেন্টের রানার্সআপ বাংলাদেশ মহিলা দলের অধিনায়ক যেন পোড়-খাওয়া মধ্যবিত্ত সংসারের জীবনসংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক।

ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলেন রুবিনা। ফুটবলের আন্তঃস্কুল টুর্নামেন্টে নিয়মিত খেলতেনও। জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েও পরীক্ষার কারণে ক্যাম্পে যোগ দেননি। তবে হ্যান্ডবলটার নেশা ছাড়তে পারেননি। বাংলাদেশের গত আইএইচএফ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড় রুবিনা এবারও সমানে আলো ছড়িয়েছেন টুর্নামেন্টে। চার ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ১৬টি গোল তাঁরই।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার মেয়ে রুবিনা। এই জেলা থেকেই উঠে এসেছেন কাবাডির শাহনাজ পারভীন মালেকা, শাহিদা খাতুনেরা।

মেয়ে বলে শুরুতে খেলাধুলায় পাঠাতে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না রুবিনার বাবা-মা। কিন্তু মালেকাদের খেলা দেখেই এক সময় মত বদলান রুবিনার বাবা। খেলা শেষে সেই গল্পটাই বলছিলেন রুবিনা, 'বাড়ির আশপাশের মেয়েদের ঢাকায় খেলতে যেতে দেখে বাবা বলতেন, তোরা এভাবে খেলতে পারিস না?' বাবার উৎসাহেই পরে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে খেলা শুরু।

এত খেলা থাকতে কেন হ্যান্ডবলে এলেন? প্রশ্নটা করতেই রুবিনার উত্তর, 'আমাদের স্কুলে নিয়মিত হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট হয়। হ্যান্ডবল এখন নেশায় পরিণত হয়েছে। স্কুলের স্যার আবুল হোসেন মণ্ডলের অনুপ্রেরণায় এই খেলায় এসেছি।'

হ্যান্ডবল খেলতে খেলতেই পুলিশের চাকরি পেয়েছেন রুবিনা। কৃষক বাবার সংসারের সবচেয়ে বড় আর্থিক সাহায্য করতে পেরে ভীষণ খুশি পঞ্চগড়ের মেয়ে, 'এই যুগে টাকা ছাড়া চাকরি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া আমাদের এলাকার মানুষ পুলিশের চাকরি খুব একটা পছন্দ করে না। তারপরও টাকা ছাড়া আমার চাকরি হয়েছে শুধু খেলছি বলেই। বাবার সংসারে কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।'

শুরুতে চাকরির ডিউটি ও খেলাধুলা একই সঙ্গে করতে ভীষণ কষ্ট হতো। কিন্তু এখন আর সেভাবে ডিউটি করতে হয় না। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা এভাবেই বলছিলেন রুবিনা, 'আমার প্রথম ডিউটি পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। শুধু দাঁড়িয়ে ছিলাম, অন্য কোনো কাজ ছিল না। তাই একঘেয়ে লাগছিল। পুলিশের কাজটা যে কত কঠিন, সেটা যাঁরা করেনি, তাঁদের বোঝানো যাবে না।'

সর্বশেষ দায়িত্ব পালন করেন রুবিনা মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ক্রিকেট সিরিজের সময়। খেলোয়াড় হিসেবে ক্রিকেট মাঠে দায়িত্ব পালন করতে পেরে ভীষণ খুশি। রুবিনার প্রিয় ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। ক্রিকেট মাঠে দায়িত্ব পেলে তাই খুশি হন। এক ফাঁকে হলেও তো তামিমকে দেখা যায়।

রুবিনার বোন পারভিন আক্তারও হ্যান্ডবল খেলোয়াড়। দুই বোন এক সঙ্গে খেলতে অনুশীলনে যেতেন বলে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে রুবিনাকে, 'গ্রামের মহিলারা অনেক খারাপ কথা বলত। বকাটেরা ইভটিজিং করত।' তবে দিন বদলে গেছে। সেই কথাগুলো শুনুন রুবিনার মুখে, 'আগে যারা উত্ত্যক্ত করত এখন ওরা দেখছে তেঁতুলিয়ার মেয়েরাই বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এখন ওরাই আমাদের নিয়ে গর্ব করে। ওদের মানসিকতা বদলে গেছে।'

রুবিনা, সত্যিকারের অলরাউন্ডার। ছবি : প্রথম আলো

জেমস

সুবীর নন্দী

কাতার মাতাবেন জেমস-সুবীর

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ মিউজিক্যাল মহা উৎসব হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমন্ত্রিত কলাকুশলী ও শিল্পীদের ভিসা জটিলতার কারণে অনুষ্ঠানটি স্থগিত করতে হয়েছিল আয়োজকদের। এখন নতুন করে উৎসব আয়োজনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম। আগামী ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হবে। আগের নির্ধারিত ভেন্যুতেই হবে মহা উৎসব। এতে দর্শক মাতাবেন জনপ্রিয় ব্যান্ড সংগীতশিল্পী নগর বাউলের জেমস। থাকছেন সুবীর নন্দীর মতো গুণী শিল্পী।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি অহিদ ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে নতুন তারিখ ঘোষণার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। অহিদ ভূঁইয়া বলেন, 'শিল্পীদের ভিসা জটিলতার কারণে আমরা অনুষ্ঠানটি স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে এখন অনুষ্ঠান আয়োজনে আর কোনো বাধা-বিপত্তি নেই। এবারের আয়োজনে ৪০ জন শিল্পী ও তারকা অংশ নিচ্ছেন। কলাকুশলীদের মধ্যে সংগীত ও নৃত্যশিল্পী রয়েছেন। কাতারের বাংলাদেশি প্রবাসীদের জমকালো বিনোদন উপহার দিতে বরেণ্য ও জনপ্রিয় শিল্পীরা দোহায় আসছেন।'

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি দর্শকদেরই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ উল্লেখ করে প্রবাসীদের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে আসার জন্য আহ্বান জানান।

এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসে ঈদুল আজহার দিন সন্ধ্যায় এই ফোরামের ব্যানারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। চালানো হয়েছিল প্রচার-প্রচারণাও। কিন্তু পরে ওই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। আয়োজকদের দাবি, ঈদের দিন গরম আবহাওয়া থাকায় তাঁরা সে সময় ওই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে কাতারপ্রবাসী বাংলাদেশিরা ঈদে দেশীয় বিনোদন থেকে বঞ্চিত হন।

পরে নতুন করে বাংলাদেশ কালচারাল ফোরামের ব্যানারে ১৪ অক্টোবর আবার আলআরাবি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ মিউজিক্যাল মহা উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ব্যানার উন্মোচন করেন ফোরামের সভাপতি অহিদ ভূঁইয়াসহ সংগঠনের অন্য নেতারা। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে দ্বিতীয়বারের মতো ওই অনুষ্ঠানও স্থগিত করা হয়। জানানো হয়, ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাঁরা অনুষ্ঠান স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছেন। সব মিলিয়ে এবার দর্শকেরা অপেক্ষায় আছেন ৪ নভেম্বরের আশায়। তবে এবার আর অর্ধেক ছাড়ে টিকিট বিক্রি করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি অহিদ ভূঁইয়া।

আয়োজক সংগঠন জানিয়েছে, আগের অনুষ্ঠানের তুলনায় এবার কলাকুশলীর সংখ্যাও বেশি থাকছে। অনুষ্ঠানের নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ মিউজিক্যাল অ্যান্ড ড্যান্সিং মহা উৎসব ২০১৬। এতে ব্যান্ড শিল্পী জেমস ও সুবীর নন্দীর পাশাপাশি সংগীত পরিবেশন করবেন আঁখি আলমগীর, কনক চাঁপা, পলাশ, কনা, শাহনাজ বেলী, রেশমী প্রমুখ। আরও থাকছেন হুমায়রা হিমু, মীম, শিউলি শিলা, এরিনসহ অন্যান্য শিল্পী ও অভিনেত্রী।

আলআরাবি স্টেডিয়ামে বিকেল ৫টা থেকে শুরু হয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে এই মহা উৎসব। গ্যালারিতে সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকিটের মূল্য ধরা হয়েছে ৫০ ও ১০০ কাতারি রিয়াল। আর ভিআইপি টিকিট পাওয়া যাবে ২০০ রিয়ালে।

অহিদ ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শিল্পীরা ৩ নভেম্বর দোহায় আসছেন। এ দিন বেলা দুইটায় ভূঁইয়া রেস্তোরাঁয় শিল্পীরা তাঁদের ভক্ত, শুভানুধ্যায়ী ও দর্শক-শ্রোতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। একই দিন বিকেল পাঁচটায় আলআতিয়া মুনস্টার ভিডিও দোকানে, সন্ধ্যা সাতটায় ড্রিম হোটেলে এবং রাত নয়টায় রমনা রেস্তোরাঁয় তাঁরা সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। প্রিয় শিল্পী ও অভিনেতাদের কাছ থেকে দেখার জন্য কাতারের প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এটি একটি বাড়তি সুযোগ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২১ অক্টোবর দেশজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে ইফতেখার চৌধুরীর *ওয়ান ওয়ে* ছবিটি। এ উপলক্ষে সম্প্রতি রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁয় গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করা হয়। ছবিটি নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে একান্তে কথা বলেন ছবির নায়িকা **ববি**।

হলে গিয়ে ওয়ান ওয়ে দেখবেন ববি

দর্শকেরা কেন প্রেক্ষাগৃহে *ওয়ান ওয়ে* দেখতে যাবেন?
সুন্দর মৌলিক গল্পের ছবি এটি। *ওয়ান ওয়ে* মানে একমুখী রাস্তা। এই রাস্তার জার্নিটা গল্পে যেভাবে এসেছে, আমার বিশ্বাস প্রেক্ষাগৃহে দেখতে বসে ছবি শেষ না করে দর্শকেরা উঠতে পারবেন না। বাইরের দেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে ছবিটির গানেও বৈচিত্র্য এসেছে।

মুক্তির আগে ছবিটির প্রচারণা নিয়ে কিছু বলুন।
প্রচার তো এখনই শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে ছবিটি নিয়ে কথা বলছি। আমরা যাঁরা এই ছবির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা সবাই-ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন খবরাখবর দর্শকদের জানাচ্ছি। এভাবেই ছবিটির প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি।

ছবি মুক্তির পর নিজে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবিটি দেখবেন?
ছবি মুক্তির পর সব সময়ই প্রেক্ষাগৃহে যাই আমি। রাজধানীর পুনম, স্টার সিনেপ্লেক্স কিংবা ব্লকবাস্টার সিনেমাসে ও ঢাকার বাইরে টঙ্গীর চম্পাকলি হলে যাওয়া হতে পারে। ছবির নায়ক-নায়িকারা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সবার পাশে বসে ছবি দেখলে দর্শকেরা উৎসাহিত হন।

'বিজলী' ছবির খবর কী?
বিজলী আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট। আমার নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ববস্টারের প্রথম ছবি এটি। ঢাকা, ভারত, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে শুটিং হয়েছে ছবিটির। প্রায় আশি ভাগ কাজ শেষ। এখন দুটি গান ও কিছু সংলাপের দৃশ্যধারণ বাকি।

বাকি কাজগুলো কবে শেষ হবে?
আগামী মাসের শুরুর দিকে থাইল্যান্ডে যাচ্ছি। সেখানে হবে বাকি অংশের দৃশ্যধারণ।

ছবিটি মুক্তি দেওয়ার চিন্তাভাবনা কবে?
আগামী বছরের ঈদে মুক্তি দিতে চাই ছবিটি। গল্পের প্রয়োজনে *বিজলী* ছবি নিয়ে কোনো কিছুতেই আপস করিনি আমি। এতে করে ছবিটি তৈরিতে প্রচুর খরচ হয়েছে, এখনো হচ্ছে। তাই ঈদের মতো বড় একটি উৎসবে মুক্তি না দিলে লোকসানে পড়ার আশঙ্কা আছে।

● সাক্ষাৎকার
শফিক আল মামুন

সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড

রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে ছবি বানাবেন ডায়মন্ড

বিনোদন প্রতিবেদক ●

সমসাময়িক নানা ইস্যু নিয়ে ছবি নির্মাণ করে থাকেন সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড। কিছুদিন আগেই *বাষ্পস্নান* নামের একটি সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন তিনি। এখন চলছে ছবিটির আবহ সংগীতের কাজ। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা। তার আগেই জানা গেল ডায়মন্ডের আরেকটি নতুন ছবি নির্মাণের খবর।

ডায়মন্ডের এবারের ছবির নাম *রোহিঙ্গা*। ১৪ অক্টোবর *প্রথম আলোর* সঙ্গে আলাপে নতুন এই ছবি নির্মাণের খবরটি দিলেন নির্মাতা। এ সম্পর্কে ডায়মন্ড বলেন, 'সারা বিশ্বের কাছে এখন সবচেয়ে আলোচিত একটা ইস্যু হচ্ছে রোহিঙ্গা। বিষয়টি আমাকে বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবাচ্ছে। তাই পরবর্তী ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে রোহিঙ্গা ইস্যুটিকেই বেছে নিয়েছি।'

বাষ্পস্নান ছবির কাজ এখনো শেষ হয়নি, অথচ তার আগেই নতুন ছবি নির্মাণের তোড়জোড় শুরু করে দিলেন মনে হচ্ছে? 'আসলে তেমন না ব্যাপারটা। আমি সব সময় কোনো ছবি নির্মাণের কাজ শেষ হলেই পরের ছবিটি নিয়ে ভাবা শুরু করি। *বাষ্পস্নান*-এর কাজ যেহেতু শেষ, তাই এই বিষয়টি ভেবেছি খুব দ্রুত।' বললেন ডায়মন্ড।

আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে টেকনাফ ও কক্সবাজারের সীমান্তবর্তী এলাকায় নতুন ছবির দৃশ্যধারণের কাজ শুরু হবে বলে জানান সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড। *রোহিঙ্গা* সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ হয়েছে। অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত শুধু কলকাতার সমদর্শীকে চূড়ান্ত করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাকি অভিনয়শিল্পী মাস খানেকের মধ্যেই ঠিক করা হবে।

অপু বিশ্বাস

বুবলী

গল্প বদল, নায়িকাও বদল

বিনোদন প্রতিবেদক ●

বদলে গেল গল্প, বদলে গেল নায়িকা। *মা* ছবিতে শাকিব খানের নতুন নায়িকা হচ্ছেন বুবলী। অপু বিশ্বাসের স্থলে নেওয়া হলো তাঁকে। সম্প্রতি ছবিটির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বুবলী।

গত ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া *বসগিরি* ও *শুটার* ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় নায়িকা বুবলীর। শাকিব খানের নায়িকা হিসেবে অভিষেক হওয়ায় আলোচনায় আসেন এই নবাগত নায়িকা। সেই রেশ কাটতে না-কাটতেই নতুন আরও একটি ছবিতে শাকিবের সঙ্গে জুটি বাঁধতে যাচ্ছেন বুবলী। নতুন ছবি নিয়ে বুবলী বলেন, 'গেল সপ্তাহে *মা* ছবির চুক্তি সই করেছি। মা ডাকটি সব সন্তানের কাছেই মধুর। এই ছবির গল্প মাকে ঘিরেই। এমন একটি ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ায় খুব ভালো লাগছে।'

চলতি বছরের শুরুতে *মা* ছবির শুটিং শুরু হয়েছিল। সে সময় চার-পাঁচ দিন শুটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন নায়িকা অপু বিশ্বাস। এরপর গত মার্চ মাসের পর থেকে নিজেকে আড়ালে রেখেছেন অপু। তাঁর অনুপস্থিতির কারণেই অপুকে বদলে নায়িকা হিসেবে নেওয়া হলো বুবলীকে। এতে ছবির গল্পেও আনতে হয়েছে কিছুটা পরিবর্তন। *মা* ছবির পরিচালক কালাম কায়সার বলেন, 'আর কত দিন অপু বিশ্বাসের জন্য অপেক্ষা করব? বসে বসে অনেক লোকসান গুনতে হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।' তিনি বলেন, ধারাবাহিকতা ঠিক রেখেই গল্পে কিছুটা পরিবর্তন এনেছেন ছোটকু আহমেদ। আগামী সপ্তাহ থেকে নতুন করে ছবিটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

ছবিতে অপুর পরিবর্তে বুবলীকে নেওয়া প্রসঙ্গে শাকিব খান বলেন, 'অপু কবে ফিরবেন তার কোনো ঠিক নেই। প্রযোজকেরও তো ক্ষতি হচ্ছে। এখানে বুবলীও ভালো করবেন। ঈদে মুক্তি পাওয়া তাঁর দুটি ছবিই ব্যবসাসফল হয়েছে।' *মা* ছবিতে আরও অভিনয় করছেন আনোয়ারা, আফরোজা বানু, মিজু আহমেদ, ডিজে সোহেল প্রমুখ।

'সিনেমায় সেই জায়গাটা অর্জন করতে চাই'

র‍্যাম্প মডেল হিসেবেই বেশি পরিচিত **জান্নাতুল পিয়া**। অভিনয় করেছেন টিভি নাটক ও চলচ্চিত্রে। উপস্থাপনাও করেছেন কয়েকটি অনুষ্ঠানের। সম্প্রতি *ভোগ* সাময়িকীর ভারতীয় সংস্করণের অক্টোবর সংখ্যার প্রচ্ছদ-মডেল হয়েছেন তিনি। এ ছাড়া এ মাসেই মুক্তি পেল পিয়া অভিনীত নতুন একটি চলচ্চিত্র। সেসব নিয়েই কথা হলো পিয়ার সঙ্গে।

***প্রেম কি বুঝিনি* ছবিতে আপনার উপস্থিতি ছিল খুবই অল্প সময়ের। কী ভেবে এতে অভিনয় করেছিলেন?**
ছবিটিতে ছয় থেকে সাতটি দৃশ্যে দেখা যাবে আমাকে। ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়ার আজিজ ভাই বলেছিলেন, 'এই ছবিটা করো, অতিথি চরিত্র। তোমার কোনো সমস্যা হবে না। আমরা অতিথি চরিত্র হিসেবেই উল্লেখ করব।' আমি ভাবলাম, শুটিংয়ের কারণে লন্ডনে ঘোরাও হবে, বিষয়টা মন্দ হবে না। রাজি হয়ে গেলাম। সিনেমার পুরো ইউনিট খুব ভালো ছিল।

'ভোগ' সাময়িকীর প্রচ্ছদকন্যা হওয়া নিয়ে কিছু বলেন।
খুবই এক্সাইটেড ছিলাম। আমার কাছে এটা শুধুই প্রচ্ছদ নয়, বিরাট সম্মানও বটে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কিছু কাজ করেছি, এবার *ভোগ*-এর প্রচ্ছদে স্থান পাওয়ার মাধ্যমে আরও বড় পরিসরে স্বীকৃতি পেলাম। এটি যেহেতু বিশ্বমানের সাময়িকী, তাই এ সম্মানটা আসলেই অন্য রকম। আমি কিন্তু যখনই কোনো কাজে হাত দিয়েছি, হোক তা মডেলিং বা পড়াশোনা, সবকিছুতেই সাফল্য পেয়েছি। শেষটাও দেখেছি। মডেলিংয়ে যেহেতু আমি একটা জায়গা পেয়েছি, এবার সিনেমায় সেই জায়গাটা অর্জন করতে চাই।

সিনেমাকে কি সত্যিই গুরুত্ব দিচ্ছেন?
হ্যাঁ, আমি সিনেমায় ১ নম্বর আসনটা চাই। যদিও আমার জন্য বিষয়টা কঠিন। আমাকে সবাই যেহেতু মডেল হিসেবে চেনেন। সেই ইমেজ ভাঙাটা একটু কঠিন। কিন্তু আমি তা করব।

কীভাবে?
একটি নাচের কর্মশালায় অংশ নিতে শিগগির ভারত যাচ্ছি। এরপর অভিনয়ের ওপর একটি কর্মশালা করব দেশে। সিনেমায় কাজের জন্য নাচ ও গান দুটোই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমি সবকিছুই শিখতে চাই।

● সাক্ষাৎকার : **মনজুর কাদের**

জান্নাতুল পিয়া ● ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো

সাক্ষাৎ কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ ১৫ অক্টোবর সে দেশের শ্রমমন্ত্রী ড. ইসা আলনোয়াইমির সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতের হাতে উপহার তুলে দেন ● প্রথম আলো

বাংলাদেশি কর্মীদের সমস্যা সমাধানে কাতার আন্তরিক

শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

কাতার প্রতিনিধি ●

বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করেছেন কাতারের শ্রমমন্ত্রী ড. ইসা আলনোয়াইমি। বলেছেন, কাতারে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের যেকোনো সমস্যার সমাধানে তাঁর মন্ত্রণালয় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কাতারে শ্রমপরিবেশের মানোন্নয়ন ও শ্রমিকদের নিরাপত্তায় শ্রম মন্ত্রণালয় কোনো ধরনের ছাড় দেবে না।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ দোহায় শ্রম মন্ত্রণালয়ে কাতারের প্রশাসনিক উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে কাতার ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে *প্রথম আলো*কে জানান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব নাজমুল হক।

সম্প্রতি কাতারের কাজের পরিবেশ নিয়ে এক বাংলাদেশি শ্রমিক ফুটবলের আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিফার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রসঙ্গটি বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বাংলাদেশি ওই শ্রমিকের ব্যাপারে আমরা আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি। তিনি কাতারে থাকাকালে কখনো দূতাবাসে কোনো অভিযোগ করেননি। ওই শ্রমিক যা কিছু করছেন বা যা কিছু ঘটেছে, তার পুরোটাই আমাদের অগোচরে ও অজান্তে হয়েছে।' এতে

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

কাতারের উদার মতপ্রকাশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করছে

সাইবার অপরাধ দমন আইনের সংশোধন চান বিশেষজ্ঞরা

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারের বিদ্যমান সাইবার অপরাধ দমন আইনের কার্যকারিতা নিয়ে আপত্তি উঠেছে। দোহা নিউজ-এর সম্পাদনা দল এই আপত্তি তুলেছে। স্বাধীন ও মুক্তভাবে মতামত তুলে ধরার সুযোগ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার চর্চা অব্যাহত রাখার স্বার্থে তাঁরা অবিলম্বে এই আইন সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন।

দুই বছর আগে অবৈধ হ্যাকার, শিশুদের নিয়ে অশ্লীলতা প্রতিরোধ ও প্রতারকদের হাত থেকে জনগণকে আইনি সুরক্ষা দিতে সরকার বর্তমান সাইবার অপরাধ দমন আইন বাস্তবায়ন করে। অনলাইনভিত্তিক অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করতে এত দিন ধরে এই আইনকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হচ্ছে। সাইবার অপরাধ দমনে এই আইনই হচ্ছে একমাত্র রক্ষাকবচ।

তবে বেশ কিছুদিন ধরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই আইনের অপব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেক অপরাধী সুকৌশলে এই আইনের ফাঁক গলে অপরাধ করে পার পেয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সাইবার অপরাধ দমন আইন। দেখা গেছে সাইবার অপরাধ দমন আইনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ধারাটির অপব্যবহার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব বা পারিবারিক তথ্য সত্য হলেও পূর্বানুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যাবে না।

এ ছাড়া এই আইনে দেশের সামাজিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয় প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে কোনো বিষয় সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে ধর্তব্য হবে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

অপরাধ দমন কর্মকর্তা ও সাবেক বিচারপতি নাজিম আলনুয়াইমি বলেন, ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও ধারণ করে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়ে অনেক ব্যক্তি এখন কারাগারে আছেন। এসব অপরাধে প্রবাসীদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অনেক সময় তাদের নিজ দেশেও ফেরত পাঠানো হয়। অন্যদিকে কাতারিদের কেবল মুচলেকা নিয়েই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

আলনোয়াইমি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এই আইনটি সাংবাদিক, লেখক ও অনলাইনকর্মীদের গলায় ছুরি ধরে রেখেছে। এটি স্বাধীন মতপ্রকাশের পথে প্রধান বাধা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, গণমাধ্যম অথবা লেখালেখির জগতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে আসছে। অনেক সাংবাদিক এই আইনের গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়ে আছেন।

চলতি বছরের শুরুর দিকে *দোহা নিউজ*-এ শিশু নিপীড়নকারী এক অপরাধীর খবর প্রকাশিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই সংবাদ প্রকাশ বন্ধে নানা চেষ্টা চালায়। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের বিচারের দাবি জানায়।

অপরাধ তদন্ত বিভাগের কাছে দায়ের করা এক অভিযোগে রিচার্ড জেরান্ড বলেন, সাত বছরের এক মেয়েশিশুকে নিপীড়নের ঘটনায় প্রকাশিত সংবাদে সরাসরি তাঁকে অভিযুক্ত করায় তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে। এই অভিযোগ আমলে নিয়ে অপরাধ তদন্ত বিভাগ গত জুলাইয়ে *দোহা নিউজ*-এর সহকারী সম্পাদক পিটার কোভেসিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এক রাত আটক রাখার পর হাতকড়া পরিয়ে তাঁকে সরকারি কৌসুলির কার্যালয়ে হাজির করা হয়। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই ওই মামলার নিষ্পত্তি হয়।

তবে কোভেসি বলেন, বিচার বিভাগের সঠিক তদন্তের কারণে তাঁর কোনো সাজা হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মামলার শুরুতে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। সাইবার অপরাধ দমন আইনের অপব্যবহার সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে যা মধ্যপ্রাচ্যে মুক্ত সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত কাতারের জন্য পীড়াদায়ক।

ব্যক্তিগত আক্রোশ

আইনের অপব্যবহারের শিকার শুধু সাংবাদিকেরাই নন। গত বছরের নভেম্বরে সাবেক মালিককে ব্যক্তিগত বার্তায় অপমান করার দায়ে আদালতে একজন মহিলাকে অভিযুক্ত করা হয়।

আদালতের নথি ঘেঁটে দেখা যায়, মামলার বিচারক ইয়াসির আলজায়াত অভিযুক্ত মহিলার ব্যক্তিগত বার্তাটি কাতারের আইন পরিপন্থী বলে বিবেচনা করে বলেন, অভিযুক্ত মহিলা মামলার বাদীর সম্মানহানির লক্ষ্যে তাঁকে ব্যঙ্গ করে অন্যদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন যার ফলে বাদী সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বার্তা পাঠানোয় ওই নারী সাইবার অপরাধ দমন আইন অনুযায়ীও অভিযুক্ত হন। এর ফলে আসামির শাস্তির মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়।

ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

আইনটি কার্যকর হওয়ার পর কাতারের সুশীল সমাজ ধারণা করেছিলেন, শুধু প্রকৃত অপরাধীদের শায়েস্তা করতেই এই আইন প্রয়োগ করা হবে। তবে আইনের প্রয়োগ দুঃখজনকভাবে শুধু অপরাধীদের বেলায়ই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিচারক আলনুয়াইমি মনে করেন, ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেওয়াই এই আইনের মূল লক্ষ্য। এর ফলে সাংবাদিক, লেখক ও অনলাইন কর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ হারিয়ে ফেলেছেন।

আলনোয়াইমি বলেন, নির্বিচারে সবাইকে অভিযুক্ত করা মুক্তচিন্তার বিকাশে অন্তরায়। শুধু প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া ও ব্যক্তি নিরাপত্তা কঠোরভাবে সংরক্ষণই হওয়া উচিত এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাংবাদিক ও লেখকদের আতঙ্কিত করা মোটেই কাম্য নয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অবাধ তথ্য প্রবাহের এই যুগে অনলাইন জগতের বিভিন্ন বিষয়কে আইনের আওতায় আনা উচিত। তবে আইনের অপব্যবহার করে অহেতুক হয়রানি ও সাংবাদিকতার মুখ বন্ধ করা মোটেই কাম্য নয়।

বিখ্যাত গণমাধ্যম আলজাজিরা কাতার থেকেই পরিচালিত হয়। এখানে রয়েছে মুক্ত সাংবাদিকতা প্রসারের লক্ষ্যে দোহা সেন্টার। এ ছাড়া কাতারের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশি-বিদেশি ছাত্রদের সাংবাদিকতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমান সাইবার অপরাধ দমন আইন সাংবাদিকতার ছাত্র ও বিশ্বের কাছে ভুল বার্তা পাঠাচ্ছে।

শাপলা বিলজুড়ে ফুটেছে লাল শাপলা। এমন দৃশ্য দেখে কি আর শিশুরা ঘরে বসে থাকতে পারে। তাই তো মহা আনন্দে বিলে নেমে শাপলা তুলছে শিশুরা। ১৬ অক্টোবর সকালে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের কাটবাড়ী এলাকায় ডোংরাসুর বিল থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

নোবেল

এ কেমন নীরবতা

রাসেল মাহমুদ ●

নোবেল পেয়েছেন জানার পর পেরিয়ে গেছে বেশ কিছুদিন। কিন্তু এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়াই জানাননি কিংবদন্তি শিল্পী বব ডিলান। বরং ডুব মেরে আছেন নিজের ভেতর। এ কি অভিমান নাকি উপেক্ষা? এই প্রথম সাহিত্যে নোবেল পেলেন কোনো সংগীতশিল্পী, তা-ও গীতিকবিতার জন্য। বিশ্ববাসীর জন্য এ এক বিস্ময় এবং ডিলান-ভক্তদের জন্য উদ্‌যাপনের মতো এক ঘটনা।

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম, সাহিত্য ও সংগীতাঙ্গনে ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে। একে একে পেরোল পাঁচ দিন। ডিলান তো কিছুই বললেন না। এমনকি নোবেলের খবর প্রকাশের দিন লাস ভেগাসে এক কনসার্টে ছিলেন, সেখানেও এ নিয়ে কোনো কথা বলেননি তিনি। অন্য শিল্পীরা অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁকে। একজন নোবেল বিজয়ীর সঙ্গে একই মঞ্চে গাইতে পেরে নিজের গর্বের কথা জানিয়েছেন শিল্পী স্যার ম্যাক জ্যাগার। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, লেখক সালমান রুশদি বা ডিলানের সব থেকে কাছের বন্ধু শিল্পী জোয়ান বায়েজও অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেসবের কোনো উত্তরও করেননি ডিলান। এতে খোদ সুইডিশ একাডেমিও একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছে! তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পেয়ে থেমেছে এবার।

সুইডিশ একাডেমির স্থায়ী সেক্রেটারি সারা ডেনিয়াস বলেছিলেন, 'আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা বন্ধ রেখেছি। শুরুতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাড়া পেয়েছিলাম। আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।' ডিলানের নোবেল নিয়ে তাঁর বন্ধু জোয়ান বায়েজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, 'ডিলানের অমরত্বের পথে এ পুরস্কার আরেক পদক্ষেপ।' বারাক ওবামা টুইটারে লিখেছেন, 'নোবেল জয়ের জন্য আমার অন্যতম প্রিয় কবি বব ডিলানকে অভিনন্দন। তিনিই এর যোগ্য।'

১৯৭১ সালে নিউইয়র্কে কনসার্ট ফর বাংলাদেশে গান গেয়েছেন বব ডিলান
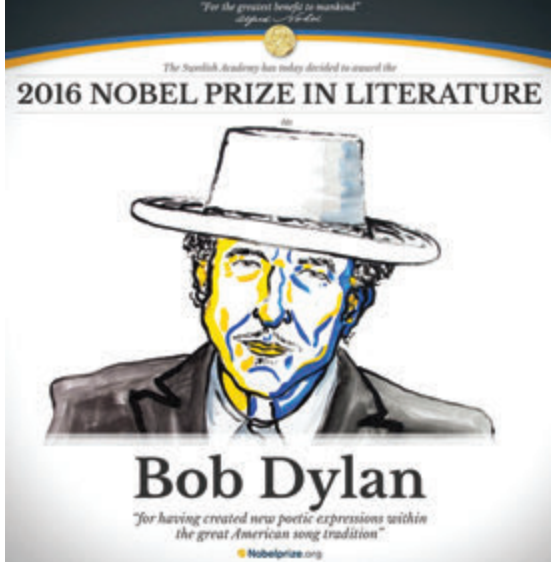
বব ডিলানের স্কেচ : নোবেল কমিটির ওয়েবসাইট

গান গাওয়া ও লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ও করেছেন বব ডিলান। ১৯৯৩ সালের পর এবারই প্রথম কোনো আমেরিকান সাহিত্যে নোবেল পেলেন এবং প্রথমবারের মতো পেলেন গান লেখার জন্য। আমেরিকার প্রথাগত সংগীতে কাব্যিক আবহ সঞ্চারণ করেছেন এই কণ্ঠশিল্পী। প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর ওই বছরের নোবেল বিজয়ীদের পুরস্কার হস্তান্তর করা হয় সুইডেনের স্টকহোমে। ডিলান সেখানে আসবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত করে জানে না সুইডিশ একাডেমি। তবে তিনি আসুন বা না আসুন, অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরা প্রস্তুত। কিন্তু এ কেমন নীরবতা ডিলানের!

বাহরাইনে সহজ হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিট

একাধিক জায়গায় কাজ করতে পারবেন শ্রমিকেরা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে বিদেশি কর্মীদের ওয়ার্ক পারমিট (কাজ করার অনুমতিপত্র) শিগগিরই নমনীয় হতে যাচ্ছে। এটা কার্যকর হলে এ দেশে একজন বিদেশি কর্মী একাধিক জায়গায় চাকরি করতে পারবেন।

ওয়ার্ক পারমিট নমনীয় করা হচ্ছে মূলত দেশটিতে থাকা ১০ হাজারেরও বেশি অবৈধ বিদেশি শ্রমিককে টার্গেট করে। এই শ্রমিকেরা তাঁদের বিনিয়োগকারীদের কাছে শোষিত হয়েছেন বা অপব্যবহারের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আর এ কারণে তাঁরা ভিসার মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পরও দেশটিতে অবৈধভাবে অবস্থান করছেন।

তবে নমনীয় ওয়ার্ক পারমিটের সুবিধা ইতিমধ্যে পলাতক শ্রমিকেরা নিতে পারবেন না। আদালতে বিচার চলছে, এমন গুরুতর অপরাধী শ্রমিকেরাও এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

বাহরাইনের শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এলএমআরএ) আশা করছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পারমিট নমনীয় করার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিতে পারবে। শ্রম ও সামাজিক উন্নয়নবিষয়কমন্ত্রী এবং এলএমআরএর চেয়ারম্যান জামিল হুমায়দিন এমনটাই প্রত্যাশা করছেন। তিনি বলেন, 'নমনীয় ওয়ার্ক পারমিটের সুবিধা নেওয়ার জন্য অবৈধ শ্রমিকদের আবেদন-প্রক্রিয়া শুরু করার আগে আমরা আমাদের পদ্ধতিগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি। নমনীয় ওয়ার্ক পারমিটের উদ্যোগ অবৈধ শ্রমিকদের বেশ কাজে দেবে। ইতিমধ্যে শোষিত হয়েছেন বা অপব্যবহারের শিকার হয়েছেন, এমন শ্রমিকেরা নমনীয় ওয়ার্ক পারমিটের সুবিধা নিয়ে বাহরাইনে বৈধভাবে একাধিক নিয়োগকারীর অধীনে কাজ করার সুবিধা পাবেন।'

সানাবিসে বাহরাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) সদর দপ্তরে লেবার মার্কেট ফোরামের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পাশাপাশি একটি অনুষ্ঠানে নমনীয় ওয়ার্ক পারমিটের বিষয়টি তুলে ধরেন মন্ত্রী এবং এলএমআরএর চেয়ারম্যান জামিল হুমায়দিন। বাহরাইনের মন্ত্রিসভা গত মাসে এই বিষয়টির অনুমোদন দেয়। নমনীয় ওয়ার্ক পারমিটের আওতায় 'অনিয়মিত শ্রমিকেরা' অস্থায়ী ভিত্তিতে একাধিক জায়গায় কাজ করতে পারবেন। তবে পেশাজীবী হিসেবে নিবন্ধিত কর্মীরা (যেমন : নার্স, প্রকৌশলী) এই সুবিধা নিতে পারবেন না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব ইয়াসির আল নাসের বলেন, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক নমনীয়তা নিশ্চিত করা, বেসরকারি খাতে অবৈধ বিদেশি কর্মীদের ব্যবহার বন্ধ করে এই খাতে অস্থায়ী কাজের সুযোগ করে দেওয়া।

সহকারী শ্রমবিষয়কমন্ত্রী সাবাহ আল দোসারি বলেন, নমনীয় ওয়ার্ক পারমিটের আওতায় প্রায় ১০ হাজার অবৈধ বিদেশি শ্রমিক বৈধভাবে শ্রমবাজারে যুক্ত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। শুরুতে একজন কর্মী দুই বছর একাধিক জায়গায় কাজ করার অনুমতি পাবেন বলে জানান তিনি। দোসারি বলেন, এই প্রক্রিয়া শেষ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের একটি অনুমতিপত্র দেওয়া হবে। এই অনুমতিপত্র তিনি সঙ্গে রাখবেন। এলএমআরএর প্রতিনিধিরা পরিদর্শনে গেলে কর্মক্ষেত্রেই ওই অনুমতিপত্র তাঁদের দেখাবেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। দোসারি আরও জানান, চুক্তিতে থাকা বিদেশি কর্মীরা নতুন এই উদ্যোগের সুবিধা নিতে পারবেন না। তিনি বলেন, বৈধ ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বাহরাইনে প্রবেশের পর নানা কারণে অবৈধ হয়ে যাওয়া কর্মীরাই এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

দেশে ফিরতে অপরাধ!

প্রথম আলো ডেস্ক ●

ভাগ্য ফেরাতে বাহরাইনে গিয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে বাড়ি ফিরতে ব্যাকুল ৩০ বছর বয়সী বাংলাদেশি এক যুবক। প্রবাসের কঠিন জীবনে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। পারেননি অর্থ উপার্জন করতে। বাড়ি ফেরার মতো টাকাও নেই হাতে। তাই অপরাধ করে বসলেন তিনি। ভেবেছিলেন, অপরাধ করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে দেশে ফেরত পাঠাবে।

এমন ভাবনা থেকেই মুহারক এলাকায় এক নারীকে জড়িয়ে ধরলেন সেই যুবক। ওই নারীর সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যরা পুলিশ ডাকলেন। গ্রেপ্তার হলেন তিনি। আদালতে তোলা হলে ওই যুবক বলেন, তাঁর অন্য কোনো পরিকল্পনা ছিল না। দেশে ফেরত যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এ ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। এক বন্ধুর কাছে শুনেছেন, অপরাধ করলে গ্রেপ্তার করে পুলিশই দেশে ফেরত পাঠাবে তাঁকে। ওই যুবক বলেন, 'বন্ধুর কাছে এ কথা শুনে আমি এমন একটা ঘটনা ঘটাতে চাইলাম, যাতে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে দেশে পাঠিয়ে দেয়।'

ঘটনার শিকার ৩৩ বছর বয়সী নারী আদালতে বলেন, 'আমি দেখছিলাম একজন এশীয় যুবক আমার

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭